কায়স্থ-দর্পণ

প্রথম ভাগ

শ্রীঅতুলচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত।

কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভাপতি ও বঙ্গজ কুল-সমুজ্জল শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ, চট্টগ্রাম কায়স্থ-সভার সভাপতি ও সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত সেন এবং বঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী সুপণ্ডিত বিশ্বকোষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহোদয়গণের অভিমতসহ।

"সাধনপুর কায়স্থসভা" হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা
৫ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর,
"বিশ্বকোষ-প্রেসে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১২

মূল্য ১।০ টাকা।

গ্রন্থসম্বন্ধে মতামত

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভাপতি ও মহামান্য হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ মহোদয়ের পুস্তক সম্বন্ধে অভিমত—

কায়স্থ-দর্পণ, প্রথম খণ্ড—শ্রীযুক্ত বাবু অতুলচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত।

"আমি এই গ্রন্থখানির কোন কোন অংশ পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। গ্রন্থকার এই পুস্তকে বঙ্গদেশীয় সুবিশাল চারি শ্রেণীর কায়স্থ সমাজের উৎপত্তি, বিস্তার ও কুলবিধির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তের বংশসম্ভূত ও ক্ষত্রিয়োচিত আচার, ব্যবহার ও ক্রিয়াদির অনুষ্ঠানে তাঁহাদের সকলেরই অধিকার আছে, তাহা তিনি বিবিধ শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া বিশেষরূপে দেখাইয়াছেন। এই পুস্তকে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ ভিন্ন, অন্যান্য প্রেসিডেন্সীর কায়স্থগণের বিবরণ ও আচার-ব্যবহার বিশেষতঃ চট্টগ্রামের কায়স্থ সমাজের অনেক প্রধান প্রধান বংশাবলীর ও জীবনীর বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা বঙ্গদেশীয় চারি শ্রেণীর কায়স্থগণের পাঠের উপযোগী একখানি জাতীয় পুস্তক। ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে। এইরূপ পুস্তক যত অধিক পরিমাণে প্রচারিত হইবেক, ততই তদ্দ্বারা কায়স্থজাতির গৌরব জনসমাজে অধিক পরিমাণে প্রচারিত হইবেক। ইতি ১০ই আগষ্ট, ১৯০৫।

শ্রীচন্দ্রমাধব ঘোষ,

সভাপতি—(বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা)

বিশ্বকোষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পুস্তক সম্বন্ধে মন্তব্য—

গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থে চট্টগ্রামের কায়স্থবংশাবলী ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের সংক্ষিপ্ত পরি… অল্পবিস্তর লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান গ্রন্থে চট্টগ্রামী কায়স্থসমাজ সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা আছে। আমরা আ… করি গ্রন্থকার এই গ্রন্থের দ্বিতীয়খণ্ডে চট্টগ্রামী কায়স্থসমাজের অবশিষ্ট বিবরণ সঙ্কলিত করি… এবং তত্রত্য কায়স্থসমাজে ঘরে ঘরে এই গ্রন্থ আদৃত হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু,

"চট্টগ্রাম কায়স্থ-সমিতির" বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত সেন মহাশয়ের লি… সমালোচনা নিম্নে প্রকাশিত হইল—

"কায়স্থ-দর্পণ" নামক পুস্তকের স্থানে স্থানে পাঠ করিলাম। গ্রন্থকার তাঁহার পুস্তকে প্র… পরিশ্রমের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন দৃষ্ট হইল। তিনি চট্টগ্রামের বিভিন্ন গ্রাম ও পরগণ… কায়স্থগণের বংশতালিকা, কুলজী ও জীবনী সংগ্রহ করিয়া বিশেষ অধ্যবসায়ের পরিচ… দিয়াছেন। ইহাতে চট্টগ্রাম কায়স্থ-সমাজের, অভাব অনেকটা দূরীভূত হইয়াছে। এ… সংস্করণে যাহা ভুলবশতঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে, তৎসহ অন্যান্য বিবরণ ও প্রকাশিত কুলজী, জীবনী ইত্যাদি, গ্রন্থকার দ্বিতীয়ভাগে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন এই পুস্তক চট্টগ্রামের কায়স্থগণের বিশেষ উপকারে ও প্রয়োজনে আসিবে। কায়স্থদর্পণে ভিন্নদেশীয় কায়স্থগণের বিবরণ ও জ্ঞাতব্য বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে।

সন ১৩ ২ বঙ্গাব্দ ৩২শে আষাঢ়।

শ্রীকমলাকান্ত সেন, বি, এল,

সভাপতি—(চট্টগ্রাম কায়স্থ-সমিতি)

7. MR. 07

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	
কায়স্থ-ক্ষত্রিয়	১
উপনয়ন-সংস্কার হইবার কারণ	৩
কায়স্থ ব্রাত্য দোষে দোষী কি না ?	৪
প্রায়শ্চিত্ত বিধি	৬
উপবীত গ্রহণের সংক্ষিপ্ত প্রণালী	১৭
কায়স্থের উপনয়ন (উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয়)	১৮
বিদেশীয় কায়স্থ-সমাজ	২৩
বোম্বাই প্রেসিডেন্সী	২৪
মধ্যভারত	২৬
মান্দ্রাজ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, রাজপুতানা বেহার, উৎকল ...	২৭
চারি শ্রেণীর কায়স্থের কুলবিধি—বঙ্গজ সমাজ	২৮
দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজ	২৯
উত্তররাঢ়ীয় „	৩২
বারেন্দ্র „	৩৪
বংশের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণের নাম	৩৪,৬৭
চট্টগ্রামী কায়স্থের সংস্কার পদ্ধতি	৩৬
কায়স্থগণের গোত্র ও প্রবর	৪১
চট্টগ্রামের কায়স্থ বংশাবলী—(দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রেণী) থানা ফটীকছরী হাট হাজারী	৪৬
„ „ রাউজান, পটীয়া	৪৯
„ „ সাতকানিয়া ...	৫০
„ „ বাশখালী ...	৫১
বঙ্গদেশী (বঙ্গজ) কায়স্থ-সমাজ	৫৩
কুলজী মালা	৬৭
জীবনী মালা—স্বর্গীয় জগবন্ধু দত্ত	৭১
স্বর্গীয় নলিনীরঞ্জন সেন বি, এ, (সচিত্র)	৭২
মহাত্মা ষষ্ঠী কবিরাজ (সচিত্র)	৭৩
চট্টলের কায়স্থ কবি ও কাব্য	৮৬

শ্রী

উৎসর্গ

যাঁহারা বঙ্গের কায়স্থসমাজ সংস্কারের জন্য
অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন—
এবং যাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যে সহানুভূতি
করিতেছেন, সেই কায়স্থমহাত্মগণের
সুকর-কমলে—
"কায়স্থ-দর্পণ" প্রথম ভাগ
ভক্তিভাবে উৎসর্গ
করিলাম।

ভূমিকা

শ্রীশ্রীহরি স্মরণপূর্ব্বক "কায়স্থ-দর্পণ" প্রথমভাগ মুদ্রিত করিলাম। বিগত অগ্রহায়ণ মাসে মদীয় সহধর্ম্মিণীর মৃত্যুজনিত সাংসারিক দুর্যোগে এই পুস্তক মুদ্রণে কিছু কালবিলম্ব হইল।

"কায়স্থ-দর্পণের প্রধান উদ্দেশ্য কুলজী, জীবনী ও কুলাচারাদি প্রচার করা; কিন্তু আশানুরূপ কুলজীসংগ্রহ না হওয়ায় সফলকাম হইতে পারিলাম না। কুলজীআদি সংগ্রহের জন্য "আনন্দবাজার পত্রিকায়" তিনবার "জ্যোতি" পত্রে ৯বার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় কয়জন স্বজাতিবৎসল কায়স্থ ব্যতীত অপর কাহারও সাহায্য প্রাপ্ত হই নাই। সংগ্রহকারকদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

ইহার মধ্যে কোন অপ্রকৃত কায়স্থের বংশ ভুল ক্রমে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিলে, সমাজ-তত্ত্ববিৎ কায়স্থগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে ২য় ভাগে ভ্রম সংশোধন করা হইবে, সকল বংশ ও ব্যক্তির নাম নিজে অবগত হইবার সুযোগ পাই নাই। কয়েকজন স্বনামপ্রসিদ্ধ মহোদয়ের জীবনী লিখিলাম মাত্র। অনুগ্রহপূর্ব্বক বঙ্গের স্বধর্ম্মানুরাগী—কায়স্থগণ স্বীয় স্বীয় কুলজী ও বংশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠাইলে কায়স্থ-দর্পণের দ্বিতীয়খণ্ডে তাহা মুদ্রিত হইবে। প্রত্যেক জিলার "কায়স্থ-সমিতি" স্বীয় স্বীয় জিলার কুলজীসংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলে অত্যন্ত সুবিধা হয়। ভরসা করি সহৃদয় সমাজ-সংস্কারক কায়স্থগণ এই বিষয়ে মনোযোগী হইয়া জাতীয় হিতসাধন করিবেন।

বিগত ১০ই পৌষের বঙ্গীয় কায়স্থসভায় তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার-গ্রহণ, চারিসমাজে সম্বন্ধস্থাপন, বিবাহব্যয়সংক্ষেপ ও কায়স্থভাণ্ডার স্থাপনের বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। চারি শ্রেণীস্থ চিত্রগুপ্তজ ও চান্দ্রসেনী প্রভৃতি কায়স্থগণ শীঘ্র উপবীত গ্রহণ করিলে অত্যন্ত উপকার হইবে। অনেকগুলি স্বধর্ম্মানুরাগী মহাত্মা উপবীত ধারণ করিয়া সৎ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, অবশিষ্ট কায়স্থগণও উপবীত ধারণ করিলে অত্যন্ত সুখকর হইবে। লক্ষ্ণৌ নগরীস্থ সদর সভা প্রভৃতি কায়স্থসভাগুলি উপবীত ধারণ করিলে, বাঙ্গালী কায়স্থগণ সাদরে গ্রহণ করিবেন। বিবাহব্যয় সংক্ষেপ করিয়া চারিসমাজে সম্বন্ধ করা হইলে সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করা হইবে। কায়স্থভাণ্ডারে প্রত্যেক কায়স্থ সামান্য পরিমাণ দান করিলেও অধিক টাকা জমা হইবে। বঙ্গের পনর লক্ষ কায়স্থের মধ্যে দশ লক্ষ কায়স্থ প্রত্যেকে এক এক টাকা করিয়া দান করিলে দশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ হইতে পারে। বিবাহাদি ক্রিয়োপলক্ষে প্রত্যেকে কিছু কিছু কায়স্থভাণ্ডারে দান করিলে সভার

ব্যয় ও গরীব কায়স্থগণকে সাহায্য প্রদান করা যাইতে পারে। বঙ্গীয় কায়স্থসমাজ মধ্যে ধনী বিদ্বান্ প্রভৃতির অভাব নাই। তাঁহারা মনোযোগী হইয়া উক্ত প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিলে অত্যন্ত উপকার হইবে। কায়স্থ-দর্পণে সংক্ষিপ্তভাবে কায়স্থের বর্ণ, উপবীতত্যাগের কারণ, প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা, উপবীতসংস্কারের পদ্ধতি, বিদেশী কায়স্থের বিবরণ, চারিশ্রেণীর কুলপদ্ধতি, গোত্র ও প্রবর, চট্টলের প্রায় সমস্ত কায়স্থবংশের নাম (বর্ত্তমান ও ভূতপূর্ব্ব প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের নামাদিসহ) ও কয়েকজন স্বনাম প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনী ও * কয়খানা কুলজী প্রকাশ করা হইল। এই ভাগে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি জিলা হইতে প্রেরিত কুলজীগুলি ২য় ভাগে মুদ্রিত হইবে। চট্টলের সংগৃহীত অনেকগুলি কুলজীও ভবিষ্যৎ সংস্করণে প্রকাশের জন্য যত্নের সহিত রাখিয়া দিলাম। কায়স্থ-দর্পণ প্রথম ভাগ বিক্রয়ের লভ্যাংশ দ্বারা নিঃস্ব উপবীত গ্রহণাকাঙ্খিগণকে উপবীত গ্রহণের ব্যয়াদির জন্য অর্থ সাহায্য করা হইবে। পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে "বিশ্বকোষ" ও "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" "ব্রাহ্মণ-কাণ্ড" ১ম ও ২য় ভাগ "কায়স্থের বর্ণনির্ণয়" রচয়িতা, ও "কায়স্থ-পত্রিকা" সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু ও মুর্শিদাবাদস্থ জঙ্গীপুর কায়স্থ-সমিতির সভাপতি "বঙ্গীয় কায়স্থসমাজ" "কায়স্থকথা" "কায়স্থকুলপদ্ধতি" প্রভৃতি প্রণেতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাত্মগণ তাঁহাদের প্রণীত কায়স্থের বর্ণনির্ণয়, কায়স্থকথা ও কায়স্থকুল-পদ্ধতি গ্রন্থ হইতে প্রবন্ধাদি এই গ্রন্থে উদ্ধৃত করার অনুমতি প্রদান করিয়া চিরবাধিত করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। কায়স্থ-দর্পণের কুলজী-সংগ্রহ জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া সাহায্য করায় "জ্যোতিঃ" সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, "আনন্দবাজার" ও "বিষ্ণুপ্রিয়া" পত্রিকা সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু মৃণালকান্তি ঘোষ, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ এবং চট্টগ্রাম কায়স্থ-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত সেন মহোদয়গণকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি—এই গ্রন্থ দ্বারা কায়স্থ-সমাজের কিঞ্চিৎ উপকার হইলে আমাদিগের শ্রম, যত্ন ও অর্থব্যয় সফল জ্ঞান করিব।

সাধনপুর কায়স্থসভা
চট্টগ্রাম ১০ই মাঘ ১৩১১ বঙ্গাব্দ

শ্রীঅতুলচন্দ্র চৌধুরী
সম্পাদক।

---

* কুলজী প্রকাশের দায়িত্ব কুলজীদাতা ও "নকলকারীর" উপর রহিল, গ্রন্থকার তাহাতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। নমুনাস্বরূপ দুইখানি মাত্র বংশলতা ভিন্ন অপর গুলি কারিকা নিয়মে প্রকাশিত হইল। অপর গুলি বংশপর্য্যায়ের সংখ্যানুসারে নির্ণয় করিয়া লইতে হইবে।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক

৺রমানাথ ঘোষ

কায়স্থ-দর্পণ

প্রথম খণ্ড

কায়স্থ ক্ষত্রিয়

বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, সংহিতা, তন্ত্র ইত্যাদির মতে কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ, কায়স্থকে ব্রাত্যতা-খণ্ডনের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপবীত ধারণ করার ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। যজুর্ব্বেদ আপস্তম্ব-শাখায় আছে,—

"বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ কায়স্থা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্তঃ স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্রো ভূমিমণ্ডলে ॥
চিত্ররথঃ সুতস্তস্য যশস্বী কুলদীপকঃ।
ঋষিবংশে সমুদ্ভূতো গৌতমো নাম সত্তমঃ ॥
তস্য শিষ্যো মহাপ্রাজ্ঞশ্চিত্রকূটাচলাধিপঃ" ॥ (শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত)

বাহু হইতে ক্ষত্রিয়ের জন্ম হয়, ইহারাই কায়স্থ। চিত্রগুপ্ত স্বর্গে ও বিচিত্র পৃথিবীতে স্থিতি লাভ করেন। যশস্বী ও কুলদীপক চিত্ররথ তাঁহার পুত্র। তিনি ঋষিবংশজাত গৌতমের শিষ্য ও চিত্রকূটের অধিপতি ছিলেন। মহাত্মা চৈত্ররথ সম্বন্ধে বেদান্তে বর্ণিত আছে—

"ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ।
তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥" (বেদান্তসূত্র ১।৩।৩৫ ও ৩৭)

ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, চিত্রগুপ্তদেব-বংশীয় চৈত্ররথ জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। ভবিষ্যপুরাণে যথা—

"দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
স সমাধিং সমাধায় স্থিতোঽভূৎ কমলাসনে ॥
স্থিতে সমাধৌ সকলং যদ্ভূতং তদ্বদামি তে।
তচ্ছরীরান্মহাবাহুঃ শ্যামঃ কমললোচনঃ ॥
কম্বুগ্রীবো গূঢ়শিরাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ।
লেখনীচ্ছেদনীহস্তো মসীভাজনসংযুতঃ ॥

নিঃসৃত্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
উত্তমঃ সুবিচিত্রাঙ্গো ধ্যানস্তিমিতলোচনঃ॥
ত্যক্ত্বা সমাধিং গাঙ্গেয় তং দদর্শ পিতামহঃ।
ঊর্দ্ধাধস্তন্নিরীক্ষ্যাথ পুরুষঞ্চাগ্রতঃ স্থিতম্॥
পপ্রচ্ছ কো ভবানগ্রে তিষ্ঠতে পুরুষোত্তম।
ইতি পৃষ্টোঽব্রবীদ্ভীষ্ম ব্রহ্মাণং কমলোদ্ভবম্”॥

পুরুষ উবাচ।

“উৎপন্নো বিধিনা নাথ তচ্ছরীরান্ন সংশয়ঃ।
নামধেয়ং হি মে তাত বক্তুমর্হস্ততঃ পরম্।
যথোচিতঞ্চ যৎকার্য্যং তৎ ত্বং মামনুশাসয়”।

পুলস্ত্য উবাচ।

“ইত্যাকর্ণ্য ততো ব্রহ্মা পুরুষং স্বশরীরজম্।
প্রহৃষ্য প্রত্যুবাচেদমানন্দিতমতিঃ পুনঃ॥
স্থিরমাধায় মেধাবী ধ্যানস্থশ্চাপি সুন্দরঃ॥”

ব্রহ্মোবাচ।

“মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূতস্তস্মাৎ কায়স্থসংজ্ঞকম্॥
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যসি।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা॥
স্থিতির্ভবতু তে বৎস মমাজ্ঞাং প্রাপ্য নিশ্চলাম্।
ক্ষত্রবর্ণোচিতো ধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি॥
প্রজাঃ সৃজস্ব ভোঃ পুত্র ভুবোভারসমন্বিতাঃ॥
তস্মৈ দত্ত্বা বরং ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত॥” (শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত)

“শান্তমানস পদ্মযোনি সৃষ্টি বিধান করিবার পর, স্থিরচিত্তে ইন্দ্রিয়নিচয় নিরোধপূর্ব্বক সহস্র সহস্র বর্ষ সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার কায় হইতে শ্যামবর্ণ, পদ্মলোচন, কম্বুগ্রীব, গূঢ়শিরা ও পরম সুন্দর এক পুরুষ জন্মিয়া লেখনী, ছেদনী ও মসীপাত্র হস্তে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ব্রহ্মার সমাধিভঙ্গ হইলে তিনি সম্মুখস্থিত ধ্যানপরায়ণ সুগঠন উত্তম পুরুষের আপাদ মস্তক দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে”? তদুত্তরে সেই পুরুষ বলেন, “হে নাথ”! আমি আপনার শরীর হইতে জন্মিয়াছি, আপনি আমার নাম নির্দ্দেশ করুন এবং আমার উপযুক্ত কার্য্যে আমাকে নিয়োজিত করুন,” তখন ব্রহ্মা স্বশরীরসমুদ্ভব পুরুষের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “বৎস”! আমি স্থিরচিত্ত হইয়া সুন্দর সমাধিস্থ হইলে, তুমি আমার কায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। এজন্য তুমি জগতে কায়স্থ নামে খ্যাত হইলে, আর তোমার নাম চিত্রগুপ্ত হইল। ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচারের জন্য ধর্ম্ম-

রাজের সভায় তোমার স্থান নির্দ্ধারিত হইল, তথায় থাকিয়া ক্ষত্রবর্ণোচিত ধর্ম্ম প্রতিপালন ও পৃথিবীতে ভারসমন্বিত প্রজা সৃষ্টি কর।" ব্রহ্মা এই বর দিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব চন্দ্রসেন রাজার গর্ভবতী বনিতা, পরশুরামের ভয়ে দালভ্য মুনির আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, পরশুরাম তাহা জানিতে পারিয়া সেই স্থানে যাইয়া ঐ গর্ভস্থ সন্তান বিনাশের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে দালভ্য-মুনি বলিলেন, আমি বর প্রদান করিয়াছি, এবং গর্ভস্থ সন্তান কায়স্থ হইবে। পরশুরাম 'সন্তান কায়স্থের ক্রিয়াসম্পন্ন হউক' এই বলিয়া নিরস্ত হইলেন। ঐ গর্ভস্থ সন্তান কায়স্থ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল, তাহার বংশধরগণ দালভ্য-গোত্র কায়স্থ বলিয়া বিখ্যাত।*

উপনয়ন-সংস্কার হইবার কারণ

এখন কথা হইতেছে, যখন বঙ্গের চিত্রগুপ্ত কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়ই হইলেন, তখন তাঁহাদের উপনয়নসংস্কার গেল কেন?

বঙ্গদেশে কেবল ব্রাহ্মণ বলিয়া নহে, আদিশূরের সময় বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সদাচার-ভ্রষ্ট, এমন কি, তাঁহাদের মধ্য হইতেও বৈদিকাচার এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়াছিল।

সেইজন্যই আদিশূর উপাধিধারী মহারাজ জয়ন্তশূর কান্যকুব্জ হইতে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণকে আহ্বান করিয়া আনাইয়াছিলেন। সে সময় বৌদ্ধাচার গৌড়ে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল (শুদ্ধ বঙ্গে নহে সমস্ত ভারতবর্ষেই বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার হইয়াছিল), তখন মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের দ্বারা অনেক হিন্দু আবার স্বধর্ম্মে আসিয়াছিলেন। তাই বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারার্থ সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ ও তাঁহাদের সহকারিরূপে পঞ্চকায়স্থ গৌড়দেশে আহূত হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়াচার কায়স্থ-রাজসভায় যে অসংস্কৃত কায়স্থগণ আহূত হইবেন, তাহা সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কুলাচার্য্য লিখিত কায়স্থ-কারিকা হইতে জানা যায় যে, কনোজা-গত পঞ্চ কায়স্থপ্রধান যজ্ঞে আহুতি দান করিয়াছিলেন। শাস্ত্রানুসারে শূদ্র বা অসংস্কৃতের যজ্ঞে আহুতি দান করিবার অধিকার নাই। আহুতিদাতা কায়স্থগণ (আদিশূরের ন্যায়) ক্ষত্রোচিত সংস্কারসম্পন্ন ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কনোজাগত ব্রাহ্মণ-কায়স্থের প্রভাব বহুকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই; কারণ কিছুদিন পরেই বৌদ্ধ পালরাজগণ আদিশূরের বংশধরের নিকট হইতে গৌড়রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়া-ছিলেন, একথা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলাচার্য্য হরিমিশ্র স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন, যথা—

"ক্ষ্মাপালপ্রতিভূর্ভুবপতিরভূদ্ রাষ্ট্রে চ গৌড়ে ততঃ
রাজাঽভূৎ প্রবলঃ সদৈব শরণঃ শ্রীদেবপালস্ততঃ।
প্রজ্ঞাবাক্যবিবেকশীলবিনয়ৈঃ প্রখ্যাশয়ঃ শ্রীযুতো
ধর্ম্মে চাস্য মতিঃ সদৈব রমতে স্বকীয়বংশোদ্ভবৈঃ॥" (হরিমিশ্রকারিকা)

* কায়স্থোৎপত্তির বিস্তারিত বিবরণ "কায়স্থের বর্ণ-নির্ণয়", ও কায়স্থ-পত্রিকাদিতে দেখুন।

পালরাজগণের উৎসাহে বেদবিরোধী বৌদ্ধ তান্ত্রিক মত প্রচারিত হয়। এই সময়েই বঙ্গবাসী অতীশ, শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের আধ্যাত্মিক উপদেশ-প্রভাবে কেবল গৌড়বঙ্গে বলিয়া নহে, বিহার আসাম, নেপাল, এমন কি তিব্বতে পর্য্যন্ত জনসাধারণ তান্ত্রিক মতে দীক্ষিত হইয়াছিল। কায়স্থগণ চিরদিন রাজবল্লভ, সুতরাং বৌদ্ধরাজগণের অনুকরণে ও তান্ত্রিক আচার্য্যগণের ধর্ম্মোপদেশগুণে যে তাঁহারা তৎধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন, তাহা সহজেই সম্ভব। বৈদিকী দীক্ষায় যজ্ঞোপবীত গ্রহণ একান্ত আবশ্যক, কিন্তু তান্ত্রিকী দীক্ষায় উপনয়নের ব্যবস্থা দেখা যায় না। বেদাধ্যয়ন এবং যজ্ঞের জন্যই যজ্ঞসূত্র প্রয়োজন, যখন বেদচর্চ্চা ও বেদোক্ত যজ্ঞ লোপ হইল, তখন বঙ্গীয় কায়স্থগণ তান্ত্রিক মতে দীক্ষিত হইয়া উপনয়নের আবশ্যকতাই হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। এই জন্যই বঙ্গজ-কায়স্থ-কারিকায় লিখিত আছে যে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থগণ যজ্ঞসূত্র ও (বৈদিক) গায়ত্রীগ্রহণের আবশ্যকতা মনে করেন নাই, যেহেতু আগমোক্ত বিধানে দীক্ষিত হইয়া তাঁহারা বিপ্রার্চ্চক ও তান্ত্রিক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। যথা—

"গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থা বিপ্রমানদাঃ।
তত্যজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ॥
ততঃ কালে গতে চাপি আগমাদ্দীক্ষিতাভবন্।
দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্॥"

এইরূপে বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ উপনয়ন-সংস্কার বিহীন হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেইজন্য পণ্ডিতগণ চিত্রগুপ্তসন্তান বঙ্গীয় কায়স্থগণকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কায়স্থ ব্রাত্যতাদোষে দোষী কি না ?

আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রে উক্ত হইয়াছে যথা—

"অথ যস্য পিতাপিতামহা ইত্যনুপনীতৌ স্যাতাং তে ব্রহ্মসংস্তুতাঃ।
তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি চ বর্জ্জয়েৎ।" (১ম খণ্ড ৩২।৩৩ সূত্র)
"অথ যস্য প্রপিতামহাদির্নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং তে শ্মশানসংস্তুতাঃ।
তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি চ বর্জ্জয়েৎ॥" (২য় খণ্ড ৫।৬ সূত্র)

অর্থাৎ যাহার পিতা ও পিতামহের উপনয়ন হয় নাই, তাহারা ব্রহ্মঘাতক সদৃশ, তাহাদিগের সহিত অভ্যাগমন, ভোজন ও বিবাহ বর্জ্জন করিবে।

আর যাহার প্রপিতামহ, পিতামহ ও পিতার উপনয়ন হয় নাই, তাহারা শ্মশান সদৃশ, তাহাদিগের সহিত অভ্যাগমন, ভোজন ও বিবাহ বর্জ্জন করিবে।

এতদ্ভিন্ন যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার ১ম অধ্যায়ের ৩৮ শ্লোকে এই সকল ব্রাত্যগণকে সর্ব্বধর্ম্ম-

বহিষ্কৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উপরি উক্ত সমস্ত প্রমাণে প্রমাণিত হইতেছে যে, ব্রাত্যগণ অপবিত্র ও সমাজে নিন্দিত। ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে বেদ অধ্যয়ন করাইবেন না এবং কেহ তাহাদিগকে কন্যাদানাদি করিবেন না। তাহারা ব্রাত্য, শ্মশানসদৃশ, অস্পৃশ্য ও মহাপাতকী। তাহাদিগের সহিত কেহ ভোজন করিবেন না। তাহারা দৈব ও পিতৃকার্য্যে অনধিকারী, বর্ণসঙ্কর জাতি মধ্যে পরিগণিত এবং সর্ব্বধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হয়েন। এক্ষণে দেখা যাউক যে, কায়স্থজাতি ঐ সকল দোষে দোষী কি না?

কায়স্থজাতি সমাজে নিন্দিত, অস্পৃশ্য ও অপবিত্র নহেন। তাঁহারা ক্রিয়াবিহীন ও সর্ব্ব-ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হন নাই এবং পবিত্র ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগের পৌরহিত্য করিয়া থাকেন। প্রায় অধিকাংশ সঙ্গতিশালী কায়স্থের গৃহে বিষ্ণুমন্দির ও বিগ্রহ-সেবা আছে। তবে কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, যদি কায়স্থগণ প্রকৃতই ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত হইলেন; তবে উপনয়নত্যাগজনিত ব্রাত্যতা-দোষ হইতে মুক্ত হইলেন কিসে? তাহার উত্তর এই যে, কায়স্থগণের উপনয়নসংস্কার ভিন্ন আর সমুদায় সংস্কারই বর্ত্তমান আছে। যথা জাতকর্ম্ম, অন্নাশন, চূড়াকরণ, কর্ণবেধ, গর্ভাধান ইত্যাদি। সকল শ্রেণীর কায়স্থগণের সংস্কার সম্বন্ধে সূক্ষ্মরূপে অবগত না থাকিলেও আমি বারেন্দ্র কায়স্থগণের সংস্কার সম্বন্ধে দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের যে যে সংস্কার সম্পন্ন হয়; এক উপনয়নসংস্কার ভিন্ন বারেন্দ্রকায়স্থগণেরও সেই সকল সংস্কারক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাঁহারা অধিকাংশই বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত। তুলসীমাল্য ধারণ করেন, প্রণবযুক্ত মূলমন্ত্র ও কামমন্ত্র কামবীজ জপ করিয়া থাকেন। "আমাদের নিজ বংশেও উপনয়ন সংস্কার ভিন্ন সমুদায়, সংস্কার আছে, এবং প্রণবযুক্ত দশমহাবিদ্যার বীজমন্ত্র প্রচলিত আছে। মদীয় পূর্ব্বপুরুষেরা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে, চট্টলে আসিয়া কয় পুরুষ পর্য্যন্তও উপবীত ধারণ করিয়াছিলেন। এই বংশের ক্ষত্রিয়াচার দেখিয়া, ১৭৫৬ খৃঃ চট্টলের নবাব ক্ষত্রিয় মহাসিং মহোদয়, মদীয় বৃদ্ধপ্রপিতামহ রামপ্রসাদ রায় চৌধুরীকে তদীয় স্থাপিত ৺ শ্রীশ্রীরামচন্দ্র শালগ্রাম শিলাচক্র ও ৺শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দ্দন বিগ্রহের জন্য (২॥০ দ্রোণ) ৪০ বিঘা বাহাদুরী জমি নিষ্করস্বত্বে দেবোত্তর করিয়া দেন।" (সবিশেষ উনায়া কায়স্থের বংশমালায় দ্রষ্টব্য। গ্রন্থকার) এই সকল শুদ্ধাচার প্রচলিত থাকায় ব্রাত্যতা পাপে দোষী বলিতে পারা যায় না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৭শ অধ্যায়ের ২৫ শ্লোকে উক্ত আছে যথা—

"তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥"

অর্থাৎ মুমুক্ষু ব্যক্তিরা ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া নানাবিধ যজ্ঞ, তপ ও দান ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কায়স্থগণ সতত দান ক্রিয়া করিয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহা-দিগকে ব্রাত্যদোষে দোষী বলিতে পারা যায় না। আবার ঐ গীতাশাস্ত্রের ১৮শ অধ্যায়ের ৬৬ শ্লোকে কথিত আছে যথা—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

তুমি সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও; আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব। অতএব বঙ্গীয় কায়স্থগণ যখন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম উপনয়ন সংস্কার পরিত্যাগ করিয়াও ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া রহিয়াছেন ও প্রতিনিয়ত ভগবানের পূজা ও নাম উচ্চারণ করিতেছেন, তখন তাঁহাদিগের কোন প্রকার পাপসংস্রব থাকিতে পারে না। আবার বৃহৎ-বিষ্ণুপুরাণে হরিনামের এরূপ মাহাত্ম্য উক্ত আছে যে, যে সকল ব্যক্তি হরিনাম উচ্চারণ করিবে তাহাদের সমস্ত পাপই ধ্বংস হইবে। যথা—

"নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ॥"

অর্থাৎ পাপক্ষয়বিষয়ে হরিনামের যত শক্তি আছে, সর্ব্বদা পাপলিপ্ত ব্যক্তি তত পাপ করিতেই সমর্থ হয় না। এইজন্য সকলে বলিয়া থাকে—

"একবার হরিনামে যত পাপ হরে।
পাপীদের সাধ্য কি যে তত পাপ করে॥"

অতএব যে সকল কায়স্থ হরিনাম উচ্চারণ করেন, তাঁহাদিগের ব্রাত্যতা পাপ কি প্রকারে থাকিবে।* এই সব শ্লোকাদিতে যাঁহাদের বিশ্বাস হইবে না, তাঁহারা পরে লিখিত প্রায়শ্চিত্তবিধি অনুসারে শুদ্ধ হইয়া, উপবীত গ্রহণ করিবেন।

প্রায়শ্চিত্তবিধি

অধিকাংশ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মত ব্রাত্যতার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতঃ কায়স্থগণ উপবীত গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু যে যে আচার প্রভৃতি থাকিলে ব্রাত্যতা দোষ স্পর্শ করে না তাহা আমরা পূর্ব্বাধ্যায়ে দেখাইয়াছি। যাহারা ব্রাত্যতা দোষে দোষী ও সদাচারভ্রষ্ট, তাহাদিগকেই ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের ব্যবস্থামত প্রায়শ্চিত্ত ও অসমর্থ পক্ষে তদনুকল্প করতঃ উপবীত গ্রহণ করিতে হইবে।

সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভায় বহুতর পণ্ডিত যে ব্রাত্যস্তোম ও দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা দিয়াছেন (কায়স্থসভার বার্ষিক কার্য্যবিবরণী ১৩০৮ অগ্রহায়ণ হইতে ১৩০৯ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য) তাহা দুঃসাধ্য। কায়স্থগণ যখন ব্রাত্যতা দোষে দোষী নয়, তখন ঐ প্রকার প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান আবশ্যক কি? তবে সমাজশীর্ষ ব্রাহ্মণগণ যখন বলিতেছেন। তখন কাশীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতপ্রবর স্বামী রামমিশ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যবস্থানুসারে অনুকল্প অর্থাৎ ধনী দরিদ্র, অতি দরিদ্র বিচারে ৩৬০ গাভীর পরিবর্ত্তে ৩৬০ টাকা ৩৬০ পয়সা বা ৩৬০ কপর্দ্দক দান দ্বারা শুদ্ধিলাভ করতঃ উপবীত গ্রহণ করা যাইতে পারে।

* বিস্তারিত বিবরণ কৃষ্ণবল্লভ বাবুর "কায়স্থকথায়" দেখুন। সংক্ষেপ বিবরণ মাত্র উহা হইতে উদ্ধৃত হইল।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের ব্যবস্থানুযায়ী প্রায়শ্চিত্তের এবংবিধ অনুকল্প দেখিয়া কেহ কেহ ব্যঙ্গচ্ছলে বলিয়া থাকেন যে "এ অনুকল্পের তুলনা যেন তুষানলের পরিবর্ত্তে পদপ্রক্ষালন" তাঁহারা অত্যুদার আর্য্য-ব্যবস্থাশাস্ত্রের সহিত বিশেষ পরিচিত নহেন বলিয়াই এইরূপ বলিয়া থাকেন। গুরু লঘু সমস্ত প্রকার প্রায়শ্চিত্তেরই ঐ প্রকার সহজসাধ্য অনুকল্পের ব্যবস্থা আছে। এমন কি, ঐ সকল অনুকল্প দেখিলে বিদ্রূপের ভাব মনে আসা অসম্ভব নয়। কিন্তু প্রণিধান করিয়া দেখা উচিত যে, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাস্ত্রকারবৃন্দ, অতি সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়াই ঐরূপ অনুকল্পের বিধান করিয়াছেন। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণকে দান করিলে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। যথা—

"ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি ক্রিয়ন্তে যানি মানবৈঃ।
হন্যন্তে তানি দানেন তস্মাদ্দানং সমাচরেৎ॥" (১৯ অঃ ১৯২ শ্লোক)

মানবগণ ব্রহ্মহত্যাদি যে সমস্ত পাপাচরণ করে দান দ্বারা সে সমুদয় ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, অতএব দান দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পাপক্ষয় করা কর্ত্তব্য। সুতরাং সাধ্যমতে ব্রাহ্মণকে দান করিলে যে সামান্য ব্রাত্যতা দোষ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ঐ পুরাণেই ব্যবস্থা আছে যে, তপ হইতে দান শ্রেষ্ঠ। যথা—

"তপসোঽপি পরং দানং নিরুক্তং তত্ত্বদর্শিভিঃ।
অতো যত্নাদপি প্রাজ্ঞো দানকর্ম্ম সমাচরেৎ॥" ঐ ১৯৬শ্লোক

তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ তপস্যা অপেক্ষা দানেরই শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন, অতএব প্রাজ্ঞ-ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বদা দান কর্ম্মের আচরণ করিবেন, সুতরাং দ্বাদশবর্ষ কালব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যা-বলম্বন না করিয়া ঐরূপ যথাশাস্ত্র দানই প্রশস্ত। পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর্গ কায়স্থ-সভার প্রার্থনা-গত যে কৃচ্ছ্রসাধ্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এই সুবিস্তীর্ণ বঙ্গীয় কায়স্থ জাতির মধ্যে সকলের পক্ষে তাহার অনুষ্ঠান সম্ভবপর কি? তবে কি বঙ্গীয় কায়স্থজাতির প্রনষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধারের আশা স্বপ্নমাত্র? তাহা নহে। ত্রিকালজ্ঞ সর্ব্বজীবে সমদর্শী মহানুভব ঋষিগণের কৃপা দৃষ্টি হইতে কেহই বঞ্চিত হইবার কথা নহে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে তাঁহারা কি বলিয়াছেন দেখুন।

স্বয়ং ভগবান্ ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ হইয়া পতিতের জন্য, দীনের জন্য, অসমর্থের জন্য, নিজের নামই পরম প্রায়শ্চিত্ত, একথা স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন। পরাশরপ্রমুখ মহর্ষিগণও যাহা বলিয়াছেন, শাস্ত্রোল্লেখ দ্বারা আমরা তাহাই দেখাইতেছি। কিন্তু প্রথমে জিজ্ঞাস্য এই যে, সহস্র কুতর্ক সত্ত্বেও ভগবদ্বাক্যে ও ঋষিবাক্যে কি অনাস্থা বা অবহেলা করা কর্ত্তব্য? শাস্ত্রে ভগবদ্বাক্য আছে, যথা—

"যং মাং স্মৃত্বা অগাধা গাধা ভবতি,
যং মাং স্মৃত্বা অপূতঃ পূতো ভবতি,
যং মাং স্মৃত্বা অব্রতী ব্রতী ভবতি,

যং মাং স্মৃত্বা সকামো নিষ্কামো ভবতি,
যং মাং স্মৃত্বাশ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়ো ভবতি।" ইতি শ্রুতিঃ।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "আমার স্মরণ দ্বারা অগাধ জল অগভীর গমনযোগ্য হয়, অপবিত্র পবিত্র হয়, অব্রতী ব্রতসম্পন্ন হয়, যাঁহারা বেদ পাঠ করেন নাই, তাঁহারা বেদজ্ঞান লাভ করেন।" তবে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিলেই ত কায়স্থগণের পরম প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করা হইল? আবার দেখুন মহামুনি পরাশর কি বলিয়া গিয়াছেন। যথা বিষ্ণুপুরাণে—

"পাপে গুরূণি গুরূণি স্বল্পাস্বল্পে চ তদ্বিদঃ।
প্রায়শ্চিত্তানি মৈত্রেয় যাস্তি স্বায়ম্ভবাদয়ঃ।
প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি তপঃকর্ম্মাত্মকানি বৈ।
যানি তেষামশেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্।
কৃতপাপোঽনুতপ্তো বৈ যস্য পুংসঃ প্রজায়তে।
প্রায়শ্চিত্তন্তু তত্রৈকং হরিসংস্মরণং পরম্।
প্রাতির্নিশি তথা সন্ধ্যামধ্যাহ্নাদিষু সংস্মরন্।
নারায়ণমবাপ্নোতি সদ্যঃ পাপপ্রণাশনং।
বিষ্ণুসংস্মরণাৎ ক্ষীণঃ সমস্তক্লেশসঞ্চয়ঃ।
মুক্তিং প্রয়াতি স্বর্গাপ্তিস্তস্য বিঘ্নোঽনুমীয়তে।
ভবতোঽপি মহাভাগ! রহস্যং কথিতং ময়া।
অত্যন্তদুষ্টস্য কলেরয়মেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥"

ভাবার্থ—স্বায়ম্ভুব মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ পাপের লঘু গুরু বিবেচনা করতঃ অল্প বিস্তর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তপঃকর্ম্মাত্মক বিবিধ প্রায়শ্চিত্ত বিধি হইতে কৃষ্ণানুস্মরণই শ্রেষ্ঠ। অনুতপ্ত পাপীর শ্রীহরিস্মরণ করিলেই সুমহৎ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করা হইল। সর্ব্বদা ভগবানের স্মরণে সদ্য পাপক্ষয় হয়। সমস্ত ক্লেশ বিষ্ণুস্মরণে নষ্ট হয়, মুক্তিলাভ ঘটে, স্বর্গলাভ ত হরি-স্মরণ-কারীর পক্ষে বিঘ্ন মাত্র। কলিকাল অত্যন্ত দূষিত সন্দেহ নাই, কিন্তু কলির এই মহাগুণ যে কৃষ্ণকীর্ত্তন মাত্রেই সমস্তবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

উপরোক্ত শ্লোকে পরাশর স্পষ্টই বলিতেছেন ভগবানের নাম স্মরণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর প্রায়শ্চিত্ত আর নাই। কায়স্থগণ তবে কেন না একমাত্র ভগবৎস্মরণেই শুদ্ধিলাভ করিবেন? দ্বাদশ বার্ষিকাদি প্রায়শ্চিত্ত যে ভগবদনুস্মরণের তুলনায় নিতান্তই অসার শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার যুক্তিমূলক মীমাংসা আছে। যথা—

পরীক্ষিদুবাচ।

"দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং যৎ পাপং জানন্নপ্যাত্মনোঽহিতং।
করোতি ভূয়ো বিবশঃ প্রায়শ্চিত্তমথো কথং॥

কচিন্নিবর্ত্ততেঽভদ্রাৎ কচাচরতি তৎ পুনঃ।
প্রায়শ্চিত্তমথোঽপার্থং মন্যে কুঞ্জরশৌচবৎ॥"

৬ষ্ঠ স্কন্ধ ১ম অধ্যায় ৮।৯ শ্লোক।

অর্থাৎ পাপ দ্বারা রাজদণ্ডাদিদৃষ্ট নরকে পাতনাদি শ্রুত অহিতপ্রাপ্তির কথা জানিয়াও প্রায়শ্চিত্তকরণান্তর লোকে পুনরায় যখন পাপে প্রবৃত্ত হয় তখন।—

দ্বাদশাব্দিকাদি কথং প্রায়শ্চিত্তং তেন সমূলদোষস্য নিবৃত্তেঃ? (ইতি শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা)

অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সমূল দোষের নিবৃত্তি যে কালে হয় না; সে কালে দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপী প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা কেন? প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিবার পর কেহ কেহ পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়। কেহ কেহ বা পাপের পুনরনুষ্ঠান করে তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত হস্তিস্নানের মত নিরর্থক বলিয়াই বোধ হয়। অর্থাৎ হস্তী যেমন স্নানানন্তর পুনরায় ধূলী প্রক্ষেপ দ্বারা স্বীয় অঙ্গ কলুষিত করে, পাপীও তদ্রূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধিলাভানন্তর পুনঃ পাপাচরণে রত হয়। তখন হস্তিস্নানবৎ তৎপ্রায়শ্চিত্ত বিফল নহে কি? এতদুত্তরে—

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—

"ন তথা হ্যঘবান্ রাজন্ পূয়তে তপ আদিভিঃ।
যথা কৃষ্ণার্পিতপ্রাণস্তৎ পূরুষনিষেবয়া॥" (শ্রীমদ্ভাগবত ৬ স্কন্ধ ১৪ শ্লোক)

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন! তপস্যাদি দ্বারা পাপী পবিত্র হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণে চিত্তসমর্পণকরত ভগবদ্ভক্তদিগের সেবা দ্বারাই প্রকৃত শুদ্ধি লাভ হয়; তবে দেখুন, ক্লেশসাধ্য ব্রাত্যস্তোমাদি অপেক্ষাও ভগবৎস্মরণ দ্বারা পরম শুদ্ধিলাভ করা যায়। এ ব্যবস্থা কি উপেক্ষার যোগ্য? শ্রীমদ্ভাগবতে পুনঃ পুনঃ হরিনামের অপার মহিমা ও সর্ব্বাধিক পাপ-নাশকত্ব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। অজামিলোপাখ্যানে আছে, যথা—

"ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈর্ব্রহ্মবাদিভিস্তথা বিশুদ্ধত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ।
যথা হরের্নামপদৈরুদাহৃতৈস্তদুত্তমশ্লোকগুণোপলম্ভকম্॥"

(২য় অধ্যায় ১১ শ্লোক)

'শ্রেষ্ঠত্বমেবোপপাদয়তি নেতি দ্বাভ্যাং। ব্রহ্মবাদিভিরুক্তৈঃ ব্রতাদভিনিষ্কৃতৈস্তথা ন শুধ্যতি। উদাহৃতৈরুচ্চারিতৈর্যথা নামপদৈরিত্যনেন নমামিত্যাদিক্রিয়াযোগেঽপি নাপে-ক্ষিত ইতি দর্শিতং। কিঞ্চ তন্নামপদোচ্চারণং উত্তমশ্লোকস্য গুণানাঞ্চোপলম্ভকং জ্ঞাপকং ভবতি নতু কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিবৎ পাপনিবৃত্তিমাত্রোপক্ষীণমিত্যর্থঃ।' (শ্রীধরস্বামীর টীকা)

ভাবার্থ—মন্বাদি ব্রহ্মবাদিগণ পাপক্ষালনের জন্য যে সকল প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা সফল হইলেও পাপহরণমাত্রই করিতে পারে। কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিও সকল পাপ নষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত থাকে। কিন্তু হরিনামোচ্চারণে পাপনাশ ত করেই, তাহাতে ভগবানের মহিমা হৃদয়ে প্রকটিত হওয়াতে পরন্তু সুফল লাভ করা যায়। তবে হরির নামোচ্চারণই কি শ্রেষ্ঠতম প্রায়শ্চিত্ত নহে? অবহেলায় বা অশ্রদ্ধায় হরিনাম উচ্চারণ

২

করিলেও এমন পাপ নাই যাহা বিদূরিত না হয়। নামমহিমার সহিত তুলনায় কায়স্থগণের ব্রাত্যতা (যদি কিছু থাকে) দোষ অতি সামান্য নহে কি ?

অজামিলোপাখ্যানে আছে যথা—

"সঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভ্যং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥" (২ অঃ ১৪ শ্লোঃ)

সঙ্কেতে হউক, পরিহাসে হউক, অবহেলায় হউক, স্তোভে হউক, ভগবানের নাম উচ্চারণে অশেষ পাপরাশি ধ্বংস হয়। পুনশ্চ—

"নৈকান্তিকং তদ্ধি কৃতেঽপি নিষ্কৃতির্মনঃ পুনর্ধাবতি চেদসৎপথে।
তৎকর্মনির্হারমভীপ্সতাং হরের্গুণানুবাদঃ খলু সত্ত্বভাবনঃ॥" (২ অঃ ১২ শ্লোঃ)

দ্বাদশাব্দাদি প্রায়শ্চিত্তের পরও চিত্ত পুনরায় পাপপথে ধাবিত হয়, সুতরাং ঐ সকল প্রায়শ্চিত্ত বিফল। অতএব ভগবানের নামকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত, তাহাতে পাপের মূল ধ্বংস হয়। আবার দেখুন।—

"হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ।
অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ॥" (বৃহন্নারদীয়ে)

অনিচ্ছায় সংস্পৃষ্ট হইলেও অগ্নি যেমন দহনক্ষম, হরিনামও তদ্রূপ হেলায় শ্রদ্ধায় উচ্চারিত হইলেও পাপ নষ্ট করে।

ভগবানের নামোচ্চারণ ও গুণানুকীর্ত্তন করতঃ কায়স্থগণ উপবীত ধারণ করিতে পারেন। আশা করি এ ব্যবস্থার-বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বক্তব্য থাকিতে পারে না। বারাহীতন্ত্রে ভগবান্ মহাদেব বলিতেছেন।—

"অতীতাঃ পুরুষাঃ সপ্ত ভবিষ্যাশ্চ চতুর্দ্দশ।
নরস্তারয়তে সর্ব্বান্ কলৌ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তনাৎ॥"

কলিতে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনে অতীত সপ্তপুরুষ ও ভবিষ্য চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার হয়েন। তাহার কতিপয় প্রমাণ পাঠকবর্গের জ্ঞাত কারণ উদ্ধৃত হইতেছে। যথা—

"যে মাং জনাঃ সংস্মরন্তি কলৌ সকৃদপি প্রভুম্।
তেষাং নশ্যতি তৎপাপং ভক্তানাং পুরুষোত্তমে॥" (কূর্ম্মপুঃ)

যে সকল লোক কলিকালে আমাকে প্রভু বলিয়া একবার মাত্রও স্মরণ করে, সেই সকল ভক্ত ব্যক্তিদিগের কলিকল্পিত পাপ সত্বর ধ্বংস হইয়া যায়।

"প্রাতর্নিশি তথা সন্ধ্যামধ্যাহ্নাদিষু সংস্মরন্।
নারায়ণমবাপ্নোতি সদ্যঃ পাপক্ষয়ো নরঃ॥"

লোক নারায়ণকে প্রাতে, রাত্রি, সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্নাদিকালে স্মরণ করিলে সদ্য পাপক্ষয় হয়।

"কর্ম্মণা মনসা বাচা যঃ কৃতঃ পাপসঞ্চয়ঃ।
সোঽপ্যশেষক্ষয়ং যাতি স্মৃত্বা কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপঙ্কজম্॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুঃ)

কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা যে সব পাপ সঞ্চয় হয়, সেই পাপরাশি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম স্মরণ করিলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

"তস্মাদহর্নিশং বিষ্ণুং সংস্মরন্ পুরুষো মুনে।
ন যাতি নরকং শুদ্ধঃ সংক্ষীণোঽখিলপাতকঃ॥" (বিষ্ণুপুরাণ)

হে মুনে! এই জন্য পুরুষ বিষ্ণুকে অহর্নিশি স্মরণ করিলে শুদ্ধ হয়। এবং পাপ-পঙ্কিল নরকে যাইতে হয় না।

"যথাগ্নিঃ প্রসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
পাপানি ভগবদ্ভক্তিস্তথা দহতি তৎক্ষণাৎ॥ (পদ্মপুরাণ)

অগ্নি যেমন জ্বলিয়া উঠিয়া কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে তদ্রূপ ভগবানে ভক্তি অনতি-বিলম্বে পাপরাশি বিনষ্ট করিয়া ফেলে।

"এভির্ব্বচনৈঃ খ্যাপনানুতাপাধ্যায়নপ্রাণায়ামধ্যানহোমনারায়ণ-
স্মরণকীর্ত্তনস্নানাদীনাং পাপশোধকত্বমুক্তমিতি॥" (প্রায়শ্চিত্তবিবেক)

খ্যাপন অর্থাৎ প্রচারণ, অনুতাপ, অধ্যয়ন, প্রাণায়াম, ধ্যান, হোম, নারায়ণ স্মরণ, কীর্ত্তন ও তীর্থস্নানাদি বৈধকার্য্য পাপনাশক বলিয়া কথিত হইয়াছে।

"মহাপাতকসংযুক্তো যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ।
স বৈ বিমুচ্যতে সদ্যো যস্য বিষ্ণুপরং মনঃ॥" (বৃহন্নারদীয়পুরাণে)

যাহার মন বিষ্ণুপদপঙ্কজে আসক্ত সে মহাপাপযুক্তই হউক কি সর্ব্বপাপযুক্তই হউক, অচিরে পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে।

শ্রীযুক্ত রূপগোস্বামি-প্রণীত স্তবমালা নামক গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণনামস্তোত্র অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবানের নাম স্মরণ ও উচ্চারণ করিলে সর্ব্বপাপ দূর হয়। তখন সামান্য ব্রাত্যদোষের কথা দূরে থাকুক। যথা—

"জয় নামধেয় মুনিবৃন্দগেয় জনরঞ্জনায় পরমক্ষরাকৃতে।
ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং নিখিলোগ্রতাপ পটলীং বিলুম্পসি॥"

মুনিগণ তোমাকে সর্ব্বদা উচ্চারণ করেন এবং জনসমূহের চিত্তরঞ্জন নিমিত্ত তুমি কেবল অক্ষরাবয়ব ধারণ করিয়াছ এবং অবহেলাপূর্ব্বক যদি তোমাকে কেহ উচ্চারণ করে তবে সেই জন নিখিল ভয়ানক পাপরাশিকে লুপ্ত করিতে সক্ষম হয়। অতএব হে নামধেয়! তুমি জয়যুক্ত হও অর্থাৎ জনগণের পাপরাশি দগ্ধ করিয়া স্বকীয় উৎকর্ষ প্রকাশ কর। ২।

"যদ্ব্রহ্ম সাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নামস্ফুরণেন তত্তে প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ॥ ৪

অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় বর্ত্তমান ব্রহ্মচিন্তা দ্বারাও ভোগ ব্যতিরেকে যে প্রারব্ধকর্ম্ম, অর্থাৎ পাপপুণ্যের ফলাফল বিনষ্ট হয় না কি? হে মহন্! জিহ্বাগ্রে তোমার নাম স্মরণমাত্রেই সেই কর্ম্ম অপগত হয়, এই কথা বেদ পুনঃ পুনঃ কহিতেছেন।

"বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নামস্বরূপদ্বয়ং।
পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে॥
যস্তস্মিন্ বিহিতপরাধনি বহপ্রাণী সমন্তাজ।
দাস্যেনেদমুপাস্য সোঽপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি॥" ৬

হে নামবাচ্য অর্থাৎ বিভু চৈতন্যাত্মক বিগ্রহ এবং বাচক অর্থাৎ কৃষ্ণগোবিন্দ ইত্যাদি বর্ণাত্মক আপনার দুইটী স্বরূপ এই জগন্মণ্ডলে শোভা পাইতেছে, কিন্তু আমি এই বিভুস্বরূপ হইতে বাচকস্বরূপকে সদয় বিবেচনা করি। যে প্রাণী বিভুস্বরূপে কৃতাপরাধ হইয়া বাচকস্বরূপে নামোচ্চারণরূপ উপাসনামাত্রেই নিরাপরাধ সর্ব্বদা আনন্দসাগরে মগ্ন হয়।

"দানব্রততপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যে স্থিতাঃ।
শক্তয়ো দেবমহতাং সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ॥
রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানমাধ্যাত্মবস্তনঃ।
আকৃষ হরিণা সর্ব্বা স্থাপিতা স্বেষু নামসু॥
বাতোঽপ্যতো হরের্নাম উগ্রানামপি দুঃসহঃ।
সর্ব্বেষাং পাপরাশীনাং যথৈব তমসাং রবিঃ॥" (স্কন্দপুরাণ)

দান, ব্রত, তপস্যা, তীর্থযাত্রা, দেবতা ও সাধুসেবা এবং রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও অধ্যাত্মবস্তলাভের যে পাপনাশিনী মঙ্গলময়ী শক্তি বিরাজ করিতেছে, ভগবান্ হরি ঐ সমুদয় আকর্ষণ করিয়া নিজ নামে স্থাপন করিয়াছেন। সূর্য্য যেমন তমোরাশি দূর করেন ভগবানের নামরূপ বায়ু সেইরূপ সামান্য পাপ হইতে মহাপাপ পর্য্যন্ত বিদূরিত করে। উপরোক্ত শ্লোক হইতে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ করিলেই সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। সুতরাং আর কোন প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক নাই। আমরা যাগযজ্ঞ যে সকল অনুষ্ঠান করিয়া থাকি তাহাতে ভ্রমপ্রমাদাদি থাকিবার সম্ভাবনা। এই জন্য প্রত্যেক অনুষ্ঠানের শেষে বিষ্ণুর নাম স্মরণের ব্যবস্থা আছে। আর ঐ নাম স্মরণ দ্বারা কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, কর্ত্তা বাঞ্ছিত ফলের অধিকারী হন।

"প্রমাদাৎ কুর্ব্বতাং কর্ম্ম প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি স্মৃতিঃ॥" (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ করিয়া কার্য্য সুসম্পন্ন করা হয়। কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেও শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ করিয়া ব্রতী হইবার শাস্ত্রে নিয়ম আছে।

অপবিত্র হউক অথবা পবিত্রই হউক কিংবা যে কোন অবস্থাতে থাকুক, পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিলে বাহ্য অর্থাৎ শরীর সম্পর্কে এবং অভ্যন্তর অর্থাৎ মানসিক বিষয়ে পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে। যথা—

"অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরং শুচিঃ॥" (গরুড়পুরাণ)

হরিনামমাহাত্ম্য সম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে আছে। যথা—

"মহাপাতকযুক্তোঽপি স্মরন্নহর্নিশং হরিম্।
শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা জায়তে পংক্তিপাবনঃ॥"

অর্থাৎ মহাপাতকীও যদি দিবানিশি হরিনাম স্মরণ করে তাহা হইলে তৎপ্রভাবে পরিশুদ্ধ হইয়া, তিনি পংক্তিপাবন স্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্ববেদজ্ঞ দ্বিজ হন।

বিষ্ণু ও কৃষ্ণ নামের যে সর্ব্বপাপনাশক শক্তি আছে, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইল। তন্ত্রশাস্ত্রমতে ভগবতী নামের যে ঐরূপ মাহাত্ম্য তাহাই কয়েকটী শ্লোক দ্বারা লিখিত হইতেছে। যথা—

"প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গাদুর্গাক্ষরদ্বয়ং।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুর্গাকে স্মরণ করে, তাহার পাপরাশি, সূর্য্য যেমন অন্ধকার নষ্ট করে তদ্রূপ নষ্ট হয়। আবার শ্রীভগবতীগীতায় স্বয়ং ভগবতী বলিয়াছেন। যথা—

"অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং মুক্তিদা রাজন্ ভক্তিযুক্তস্য যোগিনঃ॥"

হে রাজন্! যে লোক সর্ব্বদা একাগ্রচিত্ত হইয়া আমাকে নিত্য স্মরণ করে, আমি সেই ভক্তিমান্ যোগীর মুক্তিপ্রদায়িনী হইয়া থাকি।

"শক্ত্যাত্মকং হি মে রূপমনায়াসেন মুক্তিদং।
সমাশ্রয় মহারাজ ততো মোক্ষমবাপ্স্যসি॥"

হে মহারাজ! অনায়াসলব্ধ মুক্তিপ্রদ আমার সেই শক্ত্যাত্মক রূপকে আশ্রয় কর (ধ্যান কর), তাহা হইলে মোক্ষফল প্রাপ্ত হইবে।

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সোঽপি পাপবিনির্ম্মুক্তো মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ॥"

হে হিমালয়! চণ্ডাল যদি আমার ভক্ত হইয়া অনন্যগতিক ভাব আমাকে আনায় অর্থাৎ একমনে আমারই ধ্যান আরাধনা করে, তাহা হইলে সেও সর্ব্বপাপ ও ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে।

ভগবতীকে যখন সর্ব্বময়ী ভাবিলে সর্ব্বজ্ঞ ফল লাভ হয়, একচিত্ত হইয়া তাঁহাকে স্মরণ করিলে সর্ব্বদুঃখ নাশ হইয়া অন্তে পরমপদ পাওয়া যায়, আর চণ্ডাল হইয়াও তাঁহার ভজনা করিলে সর্ব্বপাপ ও ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়। তখন কায়স্থগণের ব্রাত্যতাদোষ কোন্ ছার যে, তাহা হইতে মুক্তি হইবে না।

অপিচ বিষ্ণু, কৃষ্ণ ও ভগবতী তাঁহারা বিভিন্ন নহেন যথা—

"দুর্ব্বৃত্তশমনার্থায় বিষ্ণুঃ পরমপুরুষঃ।
ভূত্বো জগদীদং কৃৎস্নং পালয়ামি মহামতে॥"

হে মহামতে! দুষ্টের দমন জন্য আমি সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু নাম ধারণ করিয়া থাকি। এবং বিষ্ণুরূপেই সমস্ত জগৎ আমি পালন করি। সুতরাং একবার স্মরণ করিলেই সমস্ত নাম করার ফল হয়।

আরও পদ্মপুরাণে (৬ষ্ঠ খণ্ডে) ব্যবস্থা আছে যে, গঙ্গার নাম স্মরণ, গঙ্গাবারি স্পর্শ ও গঙ্গা-জলে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে এমনকি ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি গুরুতর পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়, তখন সামান্য ব্রাত্যদোষ যে গঙ্গানাম স্মরণে ও গঙ্গাবারি স্পর্শে নষ্ট হইয়া যায়।

"প্রভাতে যঃ স্মরেদ্ভক্ত্যা গঙ্গাগঙ্গাক্ষরদ্বয়ম্।
তস্য নশ্যন্তি পাপানি তমাংসি বারুণোদয়ে॥" ২

যে ব্যক্তি প্রভাতকালে গাত্রোত্থান করিয়া পরম ভক্তিসহকারে গঙ্গা গঙ্গা এই অক্ষরদ্বয় স্মরণ করেন, অরুণোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় তাহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়।

"শরীরাণি পরিত্যজ্য গঙ্গাস্নানং প্রকুর্ব্বতাং।
গাত্রাণ্যায়ান্তি পাপানি গঙ্গাস্নানমকুর্ব্বতাং॥"৫

যাহারা গঙ্গাস্নান করেন পাপ সমুদায় তাহাদের শরীর পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাস্নান-পরাঙ্মুখ ব্যক্তিদের দেহে আসিয়া প্রবেশ করে।

"শিরসা যো বহেদ্ভক্ত্যাং গঙ্গাম্ভঃকণিকামপি।
স মুচ্যতে মহাপাপৈর্ব্রহ্মহত্যাদিভির্দ্বিজ॥"৭

যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক স্বীয় মস্তকে কণিকামাত্র গঙ্গাসলিল বহন করেন, ব্রহ্মহত্যাদি গুরুতর পাপ হইতেও তাহার নিষ্কৃতি লাভ হয়।

"গঙ্গাতীরাৎ সমায়ান্তং যঃ পশ্যেৎ পরমাদরৈঃ।
সোঽশ্বমেধসহস্রাণাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥" ১০

যে ব্যক্তি গঙ্গাতীর হইতে সমাগত হয়েন, তাঁহাকে দর্শন করিলে সহস্র অশ্বমেধ-ফললাভ হইয়া থাকে।

"তাবত্তিষ্ঠন্তি পাপানি দেহেষু চ শরীরিণাং।
গঙ্গাম্ভঃশীকরং যাবৎ ন স্পৃশন্তি সুদুর্ল্লভম্॥" ৭০

সুদুর্ল্লভ গঙ্গাজলকণিকা যতক্ষণ না শরীর স্পর্শ করে তাবৎ শরীরীর শরীরে পাপ সকল অবস্থিতি করে।

"চন্দ্রৈককলয়া সর্ব্বং তিমিরং হন্যতে যথা।
গঙ্গাম্ভঃশীকরেণাপি হন্যতে পাতকং তথা॥"

যেমন একমাত্র চন্দ্রকলার দ্বারা সমুদয় অন্ধকার নিরাকৃত হয়, তদ্রূপ গঙ্গাম্ভের কণিকা দ্বারাও সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। ৭১

"গঙ্গানামানি সংস্মৃত্য পাপী মুচ্যতে পাতকাৎ।
সাক্ষাৎ তৎসলিলং স্পৃষ্ট্বা মুচ্যতেঽত্র কিমদ্ভুতং॥"

গঙ্গানাম স্মরণ করিলেও পাপী পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। তাহাতে সাক্ষাৎ সলিল-স্পর্শ করিলে যে পাপমুক্ত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? ৭২

"শীতমপ্যুদকং গাঙ্গং বহ্নিবৎ পাপকাননে।
যথাগ্নিবৎ পদ্মবনে শিশিরশ্চাপি শীতলঃ॥"

শিশির স্বভাবতঃ সাতিশয় শীতল হইলেও যেরূপ পদ্মবনে বহ্নিভাব ধারণ করে, তদ্রূপ সুশীতল জাহ্নবীজলও প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় পাপকানন দগ্ধ করিয়া থাকে।

"বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুরিতি শুশ্রুমঃ।
যথা বিষ্ণুস্তথা গঙ্গা তস্মাদ্গঙ্গৈব পাপহা॥" ৮১

আমরা শুনিয়াছি, বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ এবং স্বয়ম্ভু বলিয়া বিখ্যাত, আর যিনি বিষ্ণু তিনিই গঙ্গা, অতএব গঙ্গাই একমাত্র পাপহারিণী॥৮১

"অনিচ্ছয়াপি গাঙ্গেয়ং জলং স্পৃষ্ট্বা লভেদিদং।
স্পৃশতাং ভক্তিভাবেন কিং ভবেজ্জায়তে নহি॥"১২৮

হে দ্বিজ! জাহ্নবীজল অনিচ্ছাতে স্পর্শ করিয়াও মানব যখন এ প্রকার ফল লাভ করে তখন ভক্তিভাবে স্পর্শ করিলে যে কি ফল হয় তাহা আমরা জানি না।

এতদ্ভিন্ন তুলসী ও ধাত্রীবৃক্ষের যে পাপনাশিনী শক্তি আছে, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বোধে এ স্থলে উল্লেখ করিলাম, যথা—

"ছিন্দন্তি তৃণজালানি তুলসীমূলজানি যে।
তদ্দেহস্থাং ব্রহ্মহত্যাং ছিনত্তি তৎক্ষণাদ্ধরিঃ॥১৩ পদ্মপুরাণ (২৩ অ০)

যে ব্যক্তি তুলসীবৃক্ষের মূলদেশস্থ তৃণসমূহ ছেদন করে, ভগবান্ বিষ্ণু তাহার ব্রহ্ম-হত্যাদি সমস্ত পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন।

"চন্দ্রাতপং বা ছত্রং বা তস্যৈ যস্তু প্রযচ্ছতি।
বিশেষতো নিদাঘেষু স মুক্তঃ সর্ব্বপাতকৈঃ॥"১৫

যে ব্যক্তি নিদাঘ সময়ে তুলসী দেবীকে চন্দ্রাতপ অথবা ছত্র প্রদান করে সে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে।

"বৈশাখেঽক্ষতধারাভিরদ্ভির্যাস্তুলসীং জনঃ।
সেচয়েৎ সোঽশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোতি নিত্যশঃ॥" ১৬

বৈশাখ মাসে যে ব্যক্তি অক্ষত জলধারায় তুলসীবৃক্ষ সেচন করে, সে প্রতিদিবস অশ্বমেধযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়।

"প্রসৃত্যুদকমাত্রেণ তুলসীং যস্তু সেচয়েৎ।
সোঽপি স্বর্গমবাপ্নোতি সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ॥" ১৭

যে ব্যক্তি অর্দ্ধাঞ্জলি জলমাত্র দ্বারা তুলসীবৃক্ষ সেচন করে, সেও সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিত হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

"তুলসীস্মরণেনৈব সর্ব্বপাপং বিনশ্যতি।
তুলসীস্পর্শনেনৈব নশ্যন্তি ব্যাধয়ো নৃণাং॥" ২৬

তুলসীকে স্মরণ করিলে মানবগণের সমস্ত পাপ এবং স্পর্শ করিলে সমস্ত রোগ বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

"যোঽশ্নাতি তুলসীপত্রং সর্ব্বপাপহরং শুভং।
তচ্ছরীরান্তরস্থায়ী পাপং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ॥" ২৭

যে ব্যক্তি সর্ব্বপাপহর তুলসীপত্র ভক্ষণ করে, তাহার শরীরস্থ সকল পাপ তৎক্ষণমাত্রেই নষ্ট হইয়া থাকে।

"তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতাং মালাং বহতি যো নরঃ।
তদ্‌গাত্রে পাতকং নাস্তি সত্যমেতন্ময়োচ্যতে॥" ২৮

আমি সত্য করিয়া বলিতেছি যে ব্যক্তি তুলসীকাষ্ঠসম্ভূত মালা ধারণ করে, তাহার শরীরে কিছুমাত্র পাপ স্থিতি করে না।

"ধাত্রীফলস্রজং যস্তু পাপহন্ত্রীং বহেদ্‌বুধঃ।
তস্যাশ্রিত্য তনুং বিষ্ণুঃ সদা তিষ্ঠেৎ শ্রিয়া সহ॥" ৬১

যে পণ্ডিত ব্যক্তি পাপহন্ত্রী ধাত্রীফলের মালা ধারণ করে, ভগবান্ বিষ্ণু তাহার শরীরে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা লক্ষ্মীর সহিত বাস করেন।

"ধাত্রীকাষ্ঠস্য মালাঞ্চ যো বহেন্মতিমান্নরঃ।
তস্য দেহং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সর্ব্বদেবতাঃ॥" ৬২

যে বুদ্ধিমান্ মনুষ্য ধাত্রীকাষ্ঠের মালা ধারণ করেন, নিখিল দেবগণ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন।

"যস্তু ধাত্রীফলং ভুঙ্‌ক্তে মানবোঽখিলতত্ত্ববিৎ।
তদ্দেহাভ্যন্তরস্থায়ি সর্ব্বপাপং বিনশ্যতি॥" ৬৪

যে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ধাত্রীফল ভক্ষণ করে তাহার দেহাভ্যন্তরস্থ সকল পাপ বিনষ্ট হয়।

"নিত্যং গৃহ্লাতি বিপ্রেন্দ্র যো ধাত্রীফলকর্দ্দমং।
দিনে দিনে লভেৎ পুণ্যং সোঽশ্বমেধশতোদ্ভবং॥" ৬৮

প্রতিদিবস যে ব্যক্তি ধাত্রী এবং তুলসীকর্দ্দম ধারণ করে, সে দিনে দিনে শত অশ্বমেধোদ্ভব পুণ্য প্রাপ্ত হয়।

উপরোক্ত সমস্ত প্রমাণে দৃষ্ট হয় যে, ব্রহ্মহত্যাকারীও হরিনাম, দুর্গানাম ও গঙ্গানাম স্মরণ; গঙ্গাস্নান ও তুলসী ও ধাত্রী নাম স্মরণ; এবং তৎপত্র ও মালা ধারণ করিলে পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। আবার মনুর মতেও ব্রহ্মহত্যার পক্ষে দ্বাদশ বর্ষকাল ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য, সুতরাং দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতনাশ্য পাপমাত্রেই যে হরিস্মরণে বিনষ্ট হইতে পারে এ কথা বিলক্ষণ অনুমান করা যায়।

মহর্ষি আপস্তম্ব বহুপুরুষপতিতসাবিত্রীকের পাপবিনাশ জন্য দ্বাদশবার্ষিক ব্রতাচরণ বিধান করিয়াছেন। সুতরাং হরিস্মরণ ও ঐ সকল কার্য্য দ্বারা যে পুরুষপরম্পরাগত ব্রাত্যতা নাশ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কি ধনী, কি দরিদ্র সকলের পক্ষে সুলভ এমন পবিত্র নিখিলপাপনাশী হরিনামরূপ মহাপ্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা থাকিতে কায়স্থগণ হতাশ হইতেছেন কেন? ক্লেশসাধ্য ব্রাত্যস্তোম, দ্বাদশবর্ষ ব্রতাচরণ ও গোদানাদি প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানে যাঁহাদের প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য থাকে, তাঁহারা তাহা করিতে পারেন, কিন্তু কায়স্থ সাধারণের জন্য এ দীন সম্বল হরিনাম দুর্গানাম ও গঙ্গা নাম প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

এ ব্যবস্থায় যিনি উপেক্ষা প্রদর্শন বা উপহাস করিবেন। শাস্ত্র বজ্রনির্ঘোষে তাঁহাকে বলিতেছেন যথা—

"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেষু নামমাহাত্ম্যবাদিষু।
যেঽর্থবাদ ইতি ব্রূয়ুর্ন তেষাং নিরয়ক্ষয়ঃ॥" (কাত্যায়নসংহিতা)

বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রে যে নামমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, তাহাতে যে ব্যক্তিসকল অর্থবাদ করে, তাহারা কখনও নরক হইতে মুক্তিলাভ করে না।

উপবীতগ্রহণের সংক্ষিপ্ত প্রণালী।

৬০ জন প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের স্বাক্ষরিত নিম্নলিখিত উপবীতগ্রহণের সংক্ষিপ্ত প্রণালী বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

১। যে দিবস প্রায়শ্চিত্ত হইবে, তাহার পূর্ব্বদিনে উপবাস করিতে হইবে এবং দিবাশেষে গব্য ঘৃত ভোজন করিবে। উপবাস করিতে সমর্থ না হইলে দুগ্ধ বা ফল খাইয়া থাকিবে। কিন্তু তজ্জন্য পর দিনে ৵০ আনা উৎসর্গ করিতে হইবে। ঐ দিবস মস্তক মুণ্ডন আবশ্যক। মুণ্ডন না করিলে প্রায়শ্চিত্তের দ্বৈগুণ্য উৎসর্গ করিবে। প্রায়শ্চিত্ত শেষে এক মুষ্টি ঘাস গোরুকে খাওয়াইতে হইবে, এবং তৎপরে একটী পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবে। অন্যূন দশ জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দান করিবে।

২। অবিবাহিত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন সংস্কারের পর, বিবাহ করিলে, তাহার পুত্রদিগকে আর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না।

৩। বিবাহিত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনীত হইতে ইচ্ছা করিলে উপনীত হইতে পারিবেন। কিন্তু উপনয়নের পূর্ব্বে জাত পুত্রদিগকে ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনীত হইতে হইবে।

৪। যদি ষোড়শ বর্ষের মধ্যে উপনয়ন না হয়, তবে ২২ বৎসর মধ্যে তাহা দিতে হইবে। নতুবা ইহার পর ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কিন্তু সে প্রায়শ্চিত্ত দীর্ঘকাল ব্রাত্যের ন্যায় হইবে না, ইহা তদপেক্ষা অল্প।

৫। রামদত্তের যজুর্ব্বেদীয় সংস্কারপদ্ধতি অনুসারে উপনয়ন হইবে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থ-সন্তানগণের উক্ত পদ্ধতি অনুসারেই সংস্কার হইয়া থাকে।

*কায়স্থের উপনয়ন।

(উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশীয়)

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশীয় কায়স্থের সংস্কারাদি রামদত্তের যজুর্ব্বেদীয় পদ্ধতি অনুসারে হইয়া থাকে। ১১শ হইতে ২২শ বর্ষ মধ্যেই তাঁহাদের উপনয়ন সংস্কারসম্পন্ন হয়। বিবাহের পূর্ব্বেই এই সংস্কারটী হওয়া একান্ত আবশ্যক; শুদ্ধকালে রবি, গুরু, চন্দ্র, তারাদি শুদ্ধ হইলে উপনয়নের উপযুক্ত দিনে পদ্ধতি অনুসারে যথাবিধি এই সংস্কার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পদ্ধতি এইরূপ—ঐ দিবস কুমারের পিতা বা কোন সপিণ্ড জ্ঞাতি দ্বারা আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ এবং তদন্তে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়। পরে বালকের শিখার সহিত কেশ বপন করাইয়া তাহাকে স্নান এবং যথাশক্তি অলঙ্কারাদি প্রদান করিবে। তাহার পর বহির্ব্বাটীতে তুষকেশশর্করাদিশূন্য কোন পরিষ্কৃত স্থানে আচার্য্য হস্তমাত্রপরিমিত গোময় লিপ্ত ভূমিতে প্রাগগ্র বিতস্তি প্রমাণ কুশ দ্বারা উত্তর উত্তর ক্রমে তিনবার উল্লেখন (খনন) করিবেন এবং অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা তথাকার মৃত্তিকা আহরণপূর্ব্বক তথায় জল সিঞ্চন করিবেন, পরে নূতন কাংস্যপাত্রে অগ্নি আনয়ন করিয়া স্বীয় সান্নিধ্যে তাহা স্থাপিত করিয়া তথায় বালককে আনাইবেন এবং শিযাম্বে নিবেশ করিয়া পশ্চাৎ তাহাকে দক্ষিণদিকে অবস্থান করাইবেন। তাহার পর কুমার বদ্ধাঞ্জলি হইয়া আচার্য্যের আদেশক্রমে প্রথমে বলিবে—"ওঁ ব্রহ্মচর্য্যমাগাম্" তার পর পুনরাদিষ্ট হইয়া বলিবেন "ওঁ ব্রহ্মচার্য্যসানি" ইহার পর আচার্য্য নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া কুমারের বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইবেন যথা—ওঁ যেনেন্দ্রায় বৃহস্পতির্বাসঃ পর্য্যদধাদমৃতং, তেন ত্বা পরিদধাম্যায়ুষে দীর্ঘায়ুত্বায় বলায় বর্চ্চসে"।

তৎপরে আচার্য্য কুমারকে উপর্য্যুপরি দুইবার আচমন করাইয়া তাহার গোত্রোচিত প্রবরসংখ্যান্বিত গ্রন্থিযুক্ত ধনুর্গুণ সদৃশ মৌর্ব্বী মেখলা দ্বারা তিনবার বেষ্টন করিয়া তদীয় কটিদেশ বন্ধন করিবেন। বন্ধনকালে বালক নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে—

"ইয়ং দুরুক্তং পরিবাধমানা বর্ণংপবিত্রং পুনতীন আগাৎ। প্রাণাপানাভ্যাং বলমাদধানা স্বসা দেবী সুভগা মেখলেয়ং" "ওঁ যুবা সুবাসা পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ" (ঋক্ ৩।৮।৪)

অনন্তর কৌলিক আচারক্রমে,—ওঁ তৎসদদ্য অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ স্বকীয়োপনয়নকর্ম্মবিষয়কসৎসংস্কারপ্রাপ্ত্যর্থং ইদং ভাণ্ডাষ্টতরং সযজ্ঞোপবীতং সদক্ষিণং যথানাম্নে ব্রাহ্মণায় দদামি।"

---

* কায়স্থপত্রিকা ৩য় বর্ষের ৩য় সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

এই উক্তি দ্বারা বালক ৮টী ভাণ্ড বা কুম্ভ ৮টী যজ্ঞোপবীতের সহিত ব্রাহ্মণকে দান ও দক্ষিণান্ত করিয়া পশ্চাৎ নিজে যজ্ঞোপবীতগ্রহণ ও নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে,—কাহারও মতে আচার্য্য বালকের দক্ষিণবাহু উত্তোলিত করিয়া বামস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত প্রদান করিবেন।

"পরমেষ্ঠী ঋষির্লিঙ্গোক্তা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো যজ্ঞোপবীতপরিধানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং প্রজাপতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ।

আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ॥" (পারস্কর গৃহ্য ২।২।১১)

তদনন্তর আচার্য্য বালককে তাহার পাদ হইতে ললাট পর্য্যন্ত দীর্ঘ বিল্বদণ্ড এবং কৃষ্ণসার-চর্ম্মের উত্তরীয় প্রদান করিবেন, দণ্ডগ্রহণকালে বালক নিম্নোক্ত মন্ত্রোচ্চারণ করিবে, যথা—

"প্রজাপতির্ঋষির্দণ্ডো দেবতা দণ্ডগ্রহণে বিনিয়োগঃ।"

"যো মে দণ্ডঃ পরাপতেৎ বৈহায়সোঽধি ভূম্যাং তমহং

পুনরাদদ আয়ুষে ব্রহ্মণে ব্রহ্মবর্চ্চসায়।" (পারস্কর গৃহ্য ২।২।১২)

ইহার পর আচার্য্য স্বয়ং জলে অঞ্জলী পূরণ করিয়া সেই অঞ্জলি জল দ্বারা বালকের অঞ্জলি পূরণ করিবেন, তাহার মন্ত্র এই—

"ওঁ আপো হিষ্ঠা ময়ো ভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন মহেরণায় চক্ষসে॥

ওঁ যো বঃ শিবতমোরসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ উষতিরিব মাতরঃ॥

ওঁ তস্মা অরং গমামবো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপো জনয়থা চ নঃ॥"

তাহার পর আচার্য্য কর্ত্তৃক 'ঊর্দ্ধদৃষ্টে সূর্য্য নিরীক্ষণ কর" এই বাক্য দ্বারা প্রেরিত বালক নিম্নোক্ত মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সূর্য্য নিরীক্ষণ করিবেন,—

"ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাৎ শুক্রমুচ্চরৎ

পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং

শৃণুয়াম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শতং

অদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ॥"

ততঃপর আচার্য্য স্বীয় হস্ত দ্বারা কুমারের হৃদয়ের সহিত উহার দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া বলিবেন—

"ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমনুচিত্তং তে অস্তু।

মম বাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিষ্ট্বা নিযুনক্তু মহ্যং॥"

পরে কুমারের দক্ষিণহস্ত গ্রহণ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন 'কো নামাসি' (তোমার নাম কি) বালক উত্তর করিবেন "শ্রীঅমুকনামাহং ভো" (আমার নাম শ্রীঅমুক)।

আচার্য্য—"কস্য ব্রহ্মচার্য্যাসি" (তুমি কাহার ব্রহ্মচারী) বালক 'ভবতঃ' (আপনার) এই কথা বলিবামাত্র আচার্য্য বলিলেন —ওঁ ইন্দ্রস্য ব্রহ্মচার্য্যস্যগ্নিরাচার্য্যস্তবাহমাচার্য্যঃ শ্রীঅমুক শর্ম্মা। অতঃপর আচার্য্য নিম্নোক্ত প্রতিমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি বালককে পুনঃ অর্চ্চিত করিয়া দিক্‌সমূহে প্রদক্ষিণ ও উপস্থাপন করাইবেন।

"ওঁ প্রজাপতয়ে ত্বা পরিদদামীতি প্রাচ্যাং, ওঁ দেবায় ত্বা সবিত্রে পরিদদামীতি-দক্ষিণাস্থং, ওঁ অদ্ভ্যস্ত্বৌষধিভ্যঃ পরিদদামি ইতি প্রতীচ্যাং। ওঁ দ্যাবা পৃথিবীভ্যাং ত্বা পরিদদামিতি উদীচ্যাং, ওঁ বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্যঃ পরিদদামীত্যধঃ ওঁ সার্ব্বত্যস্ত্বা ভূতেভ্যঃ পরিদদাম্যরিষ্ট ইত্যূর্দ্ধং। পারস্করগৃহ ২।২।২১

ইহার পর কুমার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া আচার্য্যের দক্ষিণদিকে উপবেশনপূর্ব্বক পুষ্প চন্দন, তাম্বূল ও নববস্ত্র গ্রহণান্তর—"ওঁমস্ত কর্ত্তব্যোপনয়নহোমকর্ম্মণি কৃতকৃতাবেক্ষণরূপব্রহ্মকর্ম্মকর্ত্তুং অমুকগোত্রমমুকশর্ম্মাণং পুষ্পচন্দনতাম্বূলবাসোভির্ব্রহ্মত্বেন ত্বামহং বৃণে" এই উক্তি দ্বারা ব্রহ্মবরণ করিলে তিনি "ওঁ বৃতোঽস্মি" বলিয়া প্রতিবচন করিবেন এবং "ওমস্ত কর্ত্তব্যোপনয়নকর্ম্মণি হোতৃত্বং কর্ত্তুং অমুকগোত্রমমুকশর্ম্মাণমেভিঃ পুষ্পচন্দনতাম্বূলবাসোভির্হোতৃত্বেন ত্বামহং বৃণে" এই উক্তিদ্বারা হোতৃবরণ করিলে হোতা 'স্বস্তি' বলিয়া প্রতিবচন করিবেন। অতঃপর আচার্য্যবৃত ব্রাহ্মণদ্বয়কে বলিবেন—"ওঁ যথাবিহিতং কর্ম্ম কুরু" তাঁহারাও 'ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি' বলিয়া প্রত্যেকে প্রতিবচন করিবেন।

এতদনন্তর বালক অগ্নির দক্ষিণপার্শ্বে বিশুদ্ধ আসন প্রদান করিয়া তাহার উপর প্রাগগ্রকুশসমূহ বিস্তারপূর্ব্বক বৃত ব্রাহ্মণকে অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইয়া 'অস্মিন্ কর্ম্মণি ত্বং মে ব্রহ্মা ভব' এই কথা বলিবেন, তাহাতে ব্রাহ্মণ "ভবামি" এইরূপ বলিলে তাহাকে উক্ত আসনোপরিভাগে উত্তরদিকে মুখ করিয়া বসাইবেন, পরে প্রণীতাপাত্র জল দ্বারা পরিপূর্ণ ও কুশ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ব্রাহ্মণের মুখাবলোকনপূর্ব্বক অগ্নির উত্তরদিকে কুশোপরি তাহা স্থাপন করিবেন।

ইহার পর বালক হোমাগ্নির চতুঃপার্শ্বে আস্তীর্ণ কুশসমূহ চারিভাগ করিয়া একভাগ অগ্নিকোণ হইতে ঈশান কোণ পর্য্যন্ত, একভাগ ব্রহ্মা হইতে হোমাগ্নি পর্য্যন্ত, অন্য আর এক ভাগ নৈঋত কোণ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত এবং চতুর্থভাগ হোমাগ্নি হইতে প্রণীতা পাত্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ করিবেন। তাহার পর অগ্নির উত্তরপার্শ্বে পবিত্রচ্ছেদনের জন্য কুশত্রয় পবিত্রার্থ পাত্র ও অন্তর্গর্ভ কুশপত্রদ্বয়, প্রোক্ষণীপাত্র, আজ্যস্থালী, সংমার্জ্জনার্থ কুশ, উপযমনকুশ, তিনটী সমিধ, স্রুব, আজ্য ও আচার্য্যের হস্তের ১৫৬ মুষ্টি পরিমিত তণ্ডুলপূর্ণ পাত্র যথাক্রমে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিক্ পর্য্যন্ত স্থাপন করিবেন।

ইহার পর উক্ত পবিত্রচ্ছেদন কুশ দ্বারা পবিত্রার্থ গৃহীত কুশপত্রদ্বয়কে ছেদন করিয়া সেই সপবিত্রকরে প্রণীতাপাত্র হইতে তিনবার জল লইয়া প্রোক্ষণীপাত্রে রাখিবে, পরে ঐ পবিত্র কুশদ্বয় অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিতে গ্রহণ করিয়া তাহা দ্বারা প্রোক্ষণীপাত্রস্থ কিঞ্চিৎ জল তিনবার উৎক্ষেপণ করিবে। পরিশেষে আবার প্রণীতোদক দ্বারা তিনবার প্রোক্ষণীপাত্র অভিষিঞ্চন করিবে। পরে প্রোক্ষণী জল দ্বারা সমস্ত আসাদিত বস্তু সিঞ্চন করিয়া অগ্নি ও প্রণীতাপাত্রের মধ্য স্থানে প্রোক্ষণীপাত্রে রক্ষা করিবে।

আজ্যস্থালীতে হবিঃ নির্ব্বাপণ ও অধিশ্রয়ণের ব্যবস্থা করিবে। তৎপরে প্রজ্বলিত কুশ

IMPERIAL LIBRARY

আজ্যপাত্রের উপর প্রদক্ষিণভাবে ভ্রমণ করাইয়া হোমাগ্নিতে প্রক্ষেপ করিবে এবং সেই অগ্নিতে তিনবার স্রুব উত্তপ্ত করিয়া সংমার্জ্জন কুশার অগ্রভাগ দ্বারা তাহার (স্রুবের) অন্তর্দ্দেশ ও মূলভাগ দ্বারা বাহ্যদেশ সংমার্জ্জিত করিয়া প্রণীতাপাত্রস্থ জল দ্বারা কিঞ্চিৎ সেচনান্তর পুনরায় প্রতপ্ত করিয়া নিজের দক্ষিণদিকে রাখিবে। তারপর উত্থিত হইয়া বাম-হস্তে উপযমন কুশগ্রহণ করিয়া মনে মনে প্রজাপতির ধ্যান করিয়া স্থিরভাবে ঘৃতাক্ত তিনটী সমিধ্ হোমাগ্নিতে প্রক্ষেপ করিবে। পুনরায় উপবেশনান্তর সপবিত্র প্রোক্ষণীস্থ জল প্রদক্ষিণভাবে অগ্নির উপর সিঞ্চন করিয়া প্রণীতাপাত্রে পবিত্র কুশদ্বয়কে নিহিত করিবে এবং দক্ষিণ জানু পাতিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতে স্রুবের দ্বারা ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে। আহুতি শেষ হইলে স্রুবে যে ঘৃত অবশিষ্ট থাকিবে তাহা প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষেপ করিবে। আহুতি-দানের মন্ত্র যথা—

'ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা ইদং প্রজাপতয়ে' এইটী মনে মনে ধ্যান করিবে 'ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা ইদং ইন্দ্রায়" এইটী আবার 'ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ইদং অগ্নয়ে' 'ওঁ সোমায় স্বাহা ইদং সোমায়।' এই দুইটী আজ্যভাগ "ওঁ ভূঃ স্বাহা ইদং ভূঃ, 'ওঁ ভুবঃ স্বাহা ইদং ভুবঃ' 'ওঁ স্বঃ স্বাহা ইদং স্বঃ' এই কয়টী মহাব্যাহৃতি, ওঁ ত্ব নোহগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেড়ো অবযা সিসীষ্ঠাঃ যজিষ্ঠোবহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বাদ্বেষাংসি প্রমুমুগ্ধ্যাস্মৎ স্বাহা ইদমগ্নীবরুণাভ্যাং, ওঁ সত্বন্নো অগ্নিবমো ভাবোতীনো নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ অবযক্ষ্বনো বরুণং ররাণো বীহিমৃড়ীকং সুহবোন এধি স্বাহা ইদমগ্নীবরুণাভ্যাং ওঁ অয়াশ্চাগ্নেস্য নভিশস্তিপাশ্চ সত্যমিত্বময়া অসি অযানোযজ্ঞংবহাস্য যানো ধেহি ভেষজং স্বাহা ইদমগ্নয়ে ওঁ যেতো শতং বরুণং যে সহস্রং যজ্ঞিয়া পাশবিততা মহান্ত তেভির্ন্নো অদ্যসাবিতোত বিষ্ণুবিশ্বে মুঞ্চন্তু মরুতঃ স্বর্কায় স্বাহা ইদং বরুণায় সবিত্রে বিষ্ণবে বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো মরুদ্ভ্যঃ স্বর্কেভ্যঃ ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায় অথাবয়-মাদিত্যব্রতেতরা নাগসো অদিতয়ে স্যাম স্বাহা ইদং বরুণায়" এইগুলি সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্ত সংজ্ঞক "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা ইদং প্রজাপতয়ে" এই মন্ত্রে প্রাজাপত্য এবং "ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে" এই মন্ত্রে স্বিষ্টকৃত হোম করিবে। পরে সংস্রবপ্রাশন ও আচমন করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রোচ্চারণে ব্রহ্মাকে দক্ষিণান্ত করিবে,—"ওঁ অদ্য এতদ্বোপনয়ন হোমকর্ম্মণি কৃতাকৃতাবেক্ষণরূপব্রহ্মকর্ম্মপ্রতিষ্ঠার্থমিদং পূর্ণপাত্রং প্রজাপতিদৈবতং অমুক গোত্রায় অমুকশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় ব্রহ্মণে দক্ষিণাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে"। এইরূপে দক্ষিণা-প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মা) "ওঁ স্বস্তি" বলিয়া প্রতিবচন করিবেন। অনন্তর ব্রহ্মগ্রন্থিবিমোচন করিতে হইবে। তাহার পর "ওঁ সুমিত্রিয়াণ আপ ওষধয়ঃ সন্তু" এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পবিত্রদ্বয় দ্বারা কিঞ্চিৎ জল আনয়ন করিয়া মস্তক মার্জ্জন করিবে। এবং "ওঁ দুর্মিত্রিয়াস্তস্মৈ সন্তু যোহস্মান্ দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্মঃ" এই মন্ত্রোচ্চারণান্তর প্রণীতাপাত্র অধোমুখ করিয়া ঈশান কোণে রাখিবে।

অনন্তর আচার্য্য কুমারকে অনুশাসন করিবেন,—

"ওঁ ব্রহ্মচার্য্যসি" কুমার "ওঁ অসানি ব্রহ্মচারী";
আচার্য্য "ওঁ আপ অশান"; কুমার "ওঁ আপোশানি";
আচার্য্য "ওঁ কর্ম্মকুরু"; কুমার "ওঁ করবাণি";
আচার্য্য "ওঁ দিবা স্বপিহি"; কুমার "ওঁ ন স্বপামি";
আচার্য্য "ওঁ বাচং যচ্ছ"; কুমার "ওঁ যচ্ছামি";
আচার্য্য "ওঁ সমিধমাধেহি"; কুমার "ওঁ আদধামি"।

অনন্তর অগ্নির উত্তরপার্শ্বে পদাদি সংবরণপূর্ব্বক পশ্চিমাভিমুখে উপবিষ্ট ও আচার্য্য মুখপ্রেক্ষি বালকের মুখ আচার্য্য স্বয়ং নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্খতুর্য্যাদিধ্বনি নিবৃত্ত হইলে, তাঁহার ইষ্ট কর্ণে সাবিত্রী মন্ত্র প্রয়োগ করিবেন। তাৎকালিক প্রথমাবৃত্তি যথা—"ওঁ ভূভুর্বঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।" এইরূপ পুনরায় আরও দুইবার আবৃত্তি করিতে হইবে।

অতঃপর বালক আচার্য্যের দক্ষিণদিকে ও অগ্নির পশ্চিমদিকে উপবেশনপূর্ব্বক হোমবিধানোক্ত ঘৃতাক্ত শুষ্ককাষ্ঠ দ্বারা প্রতিমন্ত্রোচ্চারণে প্রত্যেকবার আহুতি দিবেন। মন্ত্র যথা "ওঁ অগ্নে সুশ্রব সুশ্রবসং মা কুরু ওঁ যথাত্বমগ্নে সুশ্রবা অসি ওঁ এবং মাং সুশ্রবঃ সৌশ্রবসং কুরু ওঁ যথাত্বমগ্নে দেবানাং যজ্ঞস্য নিধিপা অসি ওঁ এবমহং মনুষ্যাণাং বেদস্য নিধিপো ভূয়াসং।" (পারস্করগৃহ্য ২।৪।২)

ইহার পর প্রদক্ষিণভাবে অগ্নিতে কিঞ্চিৎ জলসেচন করিবে; পরে নিজের বিতস্তি-প্রমাণ পলাশ-সমিধ্ ঘৃতাক্ত করিয়া, "ওঁ অগ্নয়ে সমিধমাহর্বং-বৃহতে জাতবেদসে যথাত্বমগ্নে সমিধা সমিধ্যস এবমহমায়ুষা মেধয়া বর্চ্চসা প্রজয়া পশুপতির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন সমিন্ধে জীবপুত্রো মমাচার্য্যো মেধাব্যহমসান্যনিরাকরিষ্ণু যশস্বী তেজস্বী ব্রহ্মবর্চ্চস্যন্নাদো ভূয়াসং স্বাহা"। (পারস্করগৃহ্য ২।৪।৩)

এই মন্ত্র প্রয়োগে আহুতি দিবেন। পরে পুনরায় প্রদক্ষিণভাবে অগ্নিতে কিঞ্চিৎ জল-সিঞ্চনান্তর স্থিরতার সহিত হস্তদ্বয় প্রতপ্ত করিয়া নিম্নোক্ত ৭টী মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সাতবার মুখ মার্জ্জন করিবে। মন্ত্র যথা, "ওঁ তনুপা অগ্নেসি তন্বংমে পাহি ওঁ আয়ুর্দাগ্নেস্যায়ুর্ম্মে দেহি ওঁ বর্চ্চোদা অগ্নেসি বর্চ্চো মে দেহি ওঁ যন্মে তন্বা ঊনন্তন্ম আপৃণ; (পারস্করগৃহ্য ২।৪।৭) "মেধাং মে দেবঃ সবিতা আদধাতু ওঁ মেধাং মে দেবী সরস্বতী আদধাতু ওঁ মেধাং অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ।" (পারস্করগৃহ্য ২।৪।৮) অনন্তর উক্ত ভাবে প্রতপ্ত দক্ষিণ হস্ত দ্বারা যথাক্রমে মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সমস্ত ও ব্যস্তভাবে সমস্ত গাত্র মার্জ্জন করিবে। প্রত্যেক মন্ত্র যথা—"ওঁ অঙ্গানি মে আপ্যায়ন্তাং" এই মন্ত্রে সর্ব্বগাত্রে আলম্ভন করিবে; "ওঁ বাক্ মে আপ্যায়তাং" বলিয়া মুখালম্ভন করিবে; "ওঁ প্রাণাশ্চ আপ্যায়ন্তাং" বলিয়া নাসিকাদ্বয় আলম্ভন এবং "ওঁ যশোবলং চ মে আপ্যায়তাং" বলিয়া মন্ত্র পাঠ মাত্র করিবে।

তাহার পর দক্ষিণহস্তের অনামিকাগ্রে গৃহীত ভস্ম দ্বারা ললাট, গ্রীবা, দক্ষিণবাহুমূল ও হৃদয় এই চারিস্থানে যথাক্রমে মন্ত্র পাঠ করিয়া ত্র্যায়ুষং (বাল্য, যৌবন ও বৃদ্ধকালের সমীকরণ) করিবে ইহার যথা সংখ্যক মন্ত্র,—"ওঁ ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ" বলিয়া ললাটে; "ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং" "বলিয়া গ্রীবাতে, "ওঁ যদ্দেবেষু ত্র্যায়ুষং" বলিয়া দক্ষিণবাহুমূলে; "ওঁ তন্নো অস্তু ত্র্যায়ুষং" বলিয়া হৃদয়ে, দক্ষিণহস্তের অনামিকাঙ্গুলি দ্বারা গৃহীত সেই ভস্মলেপন করিবে। ইহার পর দুই হস্ত দ্বারা পৃথক্ পৃথক্রূপে ভূমি স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিবে। তত্র মন্ত্র যথা—"ওঁ অমুকগোত্রোঽহমমুকপ্রবরোঽহমমুকোঽহং ভো বৈশ্বানর ত্বামভিবাদয়ে" অনন্তর এই প্রকারেই আচার্য্য ও অন্যান্য গুরুজনকে অভিবাদন করিতে হইবে। তাহাতে আচার্য্য বলিলেন, "ওঁ আয়ুষ্মান্ ভব সোম্য বলকর্ম্মন্" তদনন্তর ভিক্ষাপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক প্রথমে মাতার নিকট "ওঁ ভিক্ষাং ভবতি মে দেহি" বলিয়া ভিক্ষা চাহিলে তিনি যাহা দিবেন, তাহা আচার্য্যকে নিবেদন করিবে এবং তখন আচার্য্য "ভুঙ্ক্ষ" এই বলিয়া অনুজ্ঞা করিলে বালক ভিক্ষা স্বীকার করিবে। অতঃপর ব্রহ্মচারীর দক্ষিণকরপৃষ্ঠ এবং ফল, পুষ্প, চন্দন ও ঘৃতপূর্ণ স্রুবদ্বারা আচার্য্য পূর্ণাহুতি প্রদান করিবেন। তাহার মন্ত্র এই "ওঁ মূর্দ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানর মৃত আজাতমগ্নিং কবি সম্রাজং অতিথিং জনানামাসন্না পাত্রং জনয়ন্তো দেবাঃ স্বাহা ইদমগ্নয়ে।" তারপর আচার্য্য স্রুবদ্বারা ভস্ম আনিয়া তাহা দক্ষিণহস্তের অনামিকার অগ্রভাগে গ্রহণপূর্ব্বক "ওঁ ত্র্যায়ুষং জমদগ্নে" বলিয়া; "ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং" বলিয়া গ্রীবায়; "ওঁ যদ্দেবেষু ত্র্যায়ুষং" বলিয়া দক্ষিণ বাহুমূলে; "ওঁ তন্নো অস্তু ত্র্যায়ুষং" বলিয়া নিজের হৃদয়ে এবং "ওঁ তন্তে অস্তু ত্র্যায়ুষং" বলিয়া কুমারের হৃদয়ে পূর্ব্ববৎ "ত্র্যায়ুষ" করিবেন। ব্রহ্মচারীর ক্ষার, লবণ, মধু ও মাংসাদি পরিত্যাগ এবং উদ্ধৃত জলে স্নান, দন্ত ও কৃষ্ণাজিন ধারণ করিতে হইবে এবং বৃক্ষারোহণ, বিষমভূমিলঙ্ঘন, উলঙ্গ হওয়া, স্ত্রীলোকের মুখ নিরীক্ষণ, স্ত্রীসংসর্গ ও ব্যসন হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে।

উপনয়ন-ক্রিয়াসমাপনান্তে ব্রহ্মচারী বাক্সংযত হইয়া সেই দিনের অবশিষ্টকাল ক্ষেপণ করিবেন, পরে সায়ং সন্ধ্যাদি করিয়া পূর্ব্বোক্ত অগ্নিতে পূর্ব্ববৎ কিঞ্চিৎ জল সিঞ্চন ও হোমবিহিত শুষ্ককাষ্ঠদ্বারা আহুতি প্রদান করিবেন। তদবধি প্রতিদিন সায়ং ও প্রাতঃকালে ব্রহ্মচারীর এইরূপ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহা এখন আর কেহ করিতে পারে না, একদিনেই সকল চুকিয়া যায়। ইহার পর বেদারম্ভ ও সমাবর্ত্তন এই দুই ক্রিয়া, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থদের মধ্যে এখন আর প্রচলিত নাই।

বিদেশীয় কায়স্থ-সমাজ।

বাঙ্গালা ব্যতীত অপর স্থানের কায়স্থদিগকে বিদেশীয় কায়স্থ বলিয়া ধরিলাম। এই কায়স্থের সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ হইবে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কায়স্থসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা

ও আচার ব্যবহার একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। এই আলোচনাতে কায়স্থের বর্ণ ও সামাজিক পদ অনেকটা নির্ণীত হইতে পারিবে।

বোম্বাই-প্রেসিডেন্সী।

বোম্বাই প্রদেশে চান্দ্রসেনী প্রভু, দমন প্রভু, ধ্রুব প্রভু, ও ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় এই কএকশ্রেণীর কায়স্থের বাস দেখা যায়। দাক্ষিণাত্যে বিশহাজারের অধিক চান্দ্রসেনী প্রভুগণের বাস। তন্মধ্যে বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কোঙ্কণ প্রান্তেই অধিক। এখানে আবার ঠানা ও কুলাবা জেলাতেই অধিকাংশের বাস। কেবল এই দুই জেলাতেই বার হাজার হইবে। তাহার পর নিজ বোম্বাই, জঞ্জিরা, পুণা, সাতারা ও অন্যান্য স্থানেও বাস আছে। বোম্বাই প্রদেশের চান্দ্রসেনী প্রভুগণ ব্রাহ্মণের পরই সামাজিক আসন পাইয়া থাকেন। এবং সকলেই আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন। ইহাদের মধ্যে ২৫টী গোত্র ও ৪২টী উপাধি আছে। যথা—

চন্দ্রসেন প্রভুগণের বর্ত্তমান অবস্থা।

গোত্র	উপাধি	গোত্র	উপাধি
কাশ্যপ	গরুড়, গুপ্ত,* বাধির (বাহির)	ভার্গব	প্রধান, কর্ণাটককেণীক,
ভৃগু	দলবী (দোন্দে), নাচনে।	সাংখ্যায়ন	রণদীপ (রণদিবে) স্থল, সাত-
কপিল	কমঠ (কালে),		পুত্ত পাটল, (পাটসকর)।
বৈত্ত	গড়করী, বাবরা,	বশিষ্ঠ	তামহণ্ (তাম্বে)
কৃপ	দীক্ষিত (দিঘে)	গৌতম	কলাস
দেবল	ক্ষত্রিয়, রাজ (ক্ষিত্রে) শঠ	জমদগ্নি	থাটিক।
অগস্ত্য	জয়বন্ত, শৃঙ্গারপুর, (তুঙ্গারে)	আত্রেয়	মোহিল, বথার,
	জাবল (জবালকর)		
মৈত্রায়ণ	বেংত্রে	নৈধ্রুব	মুক
কৌশিক	বৈশ্য, পঙ্গুল কারড়,	গর্গ	উলকন্দ।
গন্ধমাদন	লিখিত	ভাগুরি	ভিস
ব্রাহ্মাচার্য্য	বিবাদ (হেলসাঠ)	ভারদ্বাজ	চৌবল (চেউলকর)
পুলহ	দবন	পৈঙ্গ	তিবেকর (তিলেকর)
সমীর	বাঘল (বাঘুল)		দেউপাত্র
শাণ্ডিল্য	চিত্র		

* মরাঠী ভাষায় অকারান্ত সন্তান্ত উপাধিগুলি একারান্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে। যথা গুপ্তে, বহিরে, কলসে ইত্যাদি।

অধ্যয়ন ও দান এই ত্রিবিধ বৈদিক কর্ম্মের অধিকারী (১)। দশম বর্ষের পূর্ব্বে ইঁহারা পুত্রাদির উপনয়ন দিয়া থাকেন। উপনয়নের সময় যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্য পালিত হয়। এতদ্ভিন্ন জাতকর্ম্ম, নামকরণ, কর্ণবেধ, দন্তোদ্গম, চূড়াকরণ, নিষ্ক্রমণ, সীমন্তোন্নয়ন, বিবাহ, গর্ভাধান ও অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতি সকল সংস্কারই যথাবিধি সম্পন্ন হইয়া থাকে। বিধবাবিবাহ ইঁহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। বিবাহ ও শ্রাদ্ধোপলক্ষে ইঁহারা ক্ষমতার অধিক ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন না। ইঁহাদের মধ্যে ভাগবত বা বৈষ্ণবেরা মাংসভক্ত নহেন। শাক্তগণ আপনাদিগকে "দেবীপুত্র" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন এবং মদ্যমাংসগ্রহণে কুণ্ঠিত নহেন। দেশস্থ ব্রাহ্মণগণই ইঁহাদের গুরু পুরোহিত।

ইঁহাদের জাতাশৌচ ও মৃতাশৌচ ১২ দিন; ত্রয়োদশ দিবসে মৃতোদ্দেশে শ্রাদ্ধ করা হয়। পেশবাদিগের প্রাধান্যকালে তাঁহাদের জ্ঞাতি কুটুম্ব কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণগণ কায়স্থ প্রভুগণের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছিলেন। এই সময় বৈদিক কর্ম্ম সম্পাদনকালে যথাসময়ে ব্রাহ্মণ পুরোহিত না পাইয়া কেহ কেহ আপনারাই পৌরোহিত্য ও হোমাদি বৈদিক কর্ম্ম করিতেন। এখনও কেহ কেহ এ বৃত্তি পরিত্যাগ করেন নাই (২)। এমন কি, সেই ব্রাহ্মণপ্রভাবকালে যাঁহারা স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য গুজরাত, কচ্ছ প্রভৃতি দূরদেশে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং উপযুক্ত পুরোহিত অভাবে অশাস্ত্রিক যাজন কার্য্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এখনও তাঁহাদের বংশধরগণ পুরোহিত, লেখক ও শস্ত্রজীবীর (সিপাহীর) কার্য্য সম্পাদন করিতেছে (৩)। ব্রাহ্মণপীড়নে ব্যথিত ও হতাশ হইয়া যে কোন কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং তাঁহাদের বংশধরগণ কেহ কেহ ঐ উচ্চ অধিকার পরিত্যাগ করা সুবিধাজনক মনে করেন নাই। দাক্ষিণাত্যের প্রভুদিগের অবস্থা কাহারও মন্দ নহে, দাক্ষিণাত্যের বহু স্থানে ইঁহারা এখনও দেশপাণ্ডে ও কুলকরণী রহিয়াছেন। তাঁহারা পুরুষানুক্রমে মহারাষ্ট্র-নৃপগণপ্রদত্ত জায়গীর এখনও ভোগ করিতেছেন। হাবসী, পাঠান ও মহারাষ্ট্র অধিপতিগণের সময় ইঁহারা যেরূপ উচ্চ রাজকীয় পদ ভোগ করিতেন, এখনও সেইরূপ দেখা যায়। কি বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট, কি দেশীয় রাজগণের অধীনে সর্ব্বত্রই এই প্রভুগণের প্রতিপত্তি দেখা যায়। এখনকার কালেও বরদায় ভাস্কর বিঠঠল ও লক্ষ্মণ জগন্নাথ, জামনগরে নারায়ণ বাসুদেব, (বাপা সাহেব থারকর) ও গোয়ালিয়রে ভগবন্ত রাও ও কাশীনাথ দেওয়ান (minister) পদ ভোগ করিতেছেন। সামন্তবাড়িতে দাদোবা দেবাজী, মাঙ্গলী রাজ্যে রামচন্দ্র সখারাম গুপ্ত,

---

(1) Sherring's tribes and castes, Vol. II p.122 and Arthur Steel's Custom of Hindu castes, p. 94.

(2) Sherring's tribes and castes, Vol. II.

(3) Indian Antiquary Vol, V. P. 171.

জঞ্জিরা রাজ্যে বালা সাহেব দোন্দে, জওহার রাজ্যে শিবরাম নীলকণ্ঠ মুল্‌হেরকর, কোল্‌হাপুর ও হল্লীরাজ্যে রঘুনাথ ব্যঙ্কাজি সবনীস, সাঙ্গলী রাজ্যে বালকৃষ্ণ নারায়ণ বৈদ্য, মিরাজ কল্যাণ সীতারাম চিত্রে ও টোঙ্ক রাজ্যে রায় বাহাদুর সমর্থ সর্ব্বাধ্যক্ষ (কারবারী) রহিয়াছেন। এখনও হোলকর রাজ্যে (ইন্দোর) রাও সাহেব বালকৃষ্ণ আত্মারাম মন্ত্রী (Deputy minister) ও কেশব রাও ধোণ্ডদেব কোতবাল (Judge and Magistrate) আছেন। বৃটীশ গবর্মেণ্টের অধীনে, চান্দ্রসেনী প্রভুদিগের মধ্যে যাঁহারা খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তন্মধ্যে বড় লাটের প্রধান ব্যবস্থাপক সভার সভ্য গঙ্গাধর রাও মাধব চিটনীস ও মধ্যপ্রদেশের ডিপুটী কমিসনর রা, রা বাবা সাহেবের নাম উল্লেখযোগ্য।*

মধ্যভারত।

এখানকার পূর্ব্বতন কায়স্থ অধিবাসী কায়স্থগণ আপনাদিগকে "মালবকায়স্থ" ও চিত্রগুপ্তের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। মুসলমান রাজাদিগের আগমনকালে এখানকার অধিকাংশ ব্রাহ্মণ দেশ ছাড়িয়া যান। এই সময় মুসলমানেরা কায়স্থদিগকে পারস্য ভাষায় পারদর্শী, কার্য্যকুশল ও চতুর বুঝিয়া কানুনগোইপদ প্রদান করেন। ইঁহাদের মধ্যে জাত্যভিমান বা কুসংস্কার নাই, সকলেই প্রায় লেখাপড়া জানেন। ইঁহারা বলিয়া থাকেন, অক্ষরের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কায়স্থের সৃষ্টি, বিধাতা লেখা পড়ার জন্যই কায়স্থকে পাঠাইয়াছেন, এই জন্য এখানকার অতি সামান্য কায়স্থও কাহারও পরিচারকের কার্য্যে নিযুক্ত হন নাই। দাসত্ব ইঁহাদের মধ্যে অতি হেয় কার্য্য (১), ইঁহারা আপনাদিগকে মসিজীবী ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, ১০ম বা ১১শ বর্ষ মধ্যেই পুত্রের মৌঞ্জি সম্পন্ন করিয়া থাকেন। মৃতের উদ্দেশে ইঁহারা দ্বাদশদিন অশৌচ গ্রহণ করেন। ইহঁাদের এক শাখা নিজামরাজ্যে গিয়া বাস করিতেছেন, তথায় তাঁহারা হিন্দু ও মুসলমান-রাজগণের আমলে কার্য্যদক্ষতা গুণে অনেক জায়গীর ইনাম ও বত্তন লাভ করিয়াছেন। মধ্যপ্রদেশে ও নাগপুর অঞ্চলে অনেক চান্দ্রসেনী কায়স্থের বাস আছে। ভোঁস্‌লেদিগের সময় তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ চিট্‌নীস্ প্রভৃতি উচ্চপদ পাইয়া এখানে আসিয়া বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের বংশধরগণ আজও মহারাষ্ট্র-সমাজে সম্মানিত, এখানকার পরিবারের নাম শুনিলে মরাঠী ব্রাহ্মণেরা আজও ভীত হইয়া থাকেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, নাগপুরের প্রভুদিগের মত প্রতিহিংসাপরায়ণ নির্দ্দয় মানব ভারতে আর নাই। এই সকল প্রভুদিগের আচার ব্যবহার সমস্তই মহারাষ্ট্রের প্রভুদিগের মত।

---

(1) Malcolm's Central India Vol.II P. 168.

*চান্দ্রসেনী কায়স্থদিগের আচার ও রীতি নীতির বিস্তৃত বিবরণ Bombay Gazetteer, vol XII (Thana অংশ) দ্রষ্টব্য।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী।

মান্দ্রাজপ্রদেশেও চিত্রগুপ্তজ কায়স্থ ও চান্দ্রসেনী প্রভু এই উভয় শ্রেণীর কায়স্থের বাস আছে। তাঁহারা দ্বাদশ দিন অশৌচ গ্রহণ করেন।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ।

পঞ্জাবের পশ্চিমপ্রান্ত হইতে বেহারের পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই কায়স্থের বাস। সকলেই চিত্রগুপ্তের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। উত্তর-পশ্চিমের কায়স্থেরা প্রধানতঃ ১২টী শ্রেণীতে বিভক্ত। ১ শ্রীবাস্তব্য বা শ্রীবাস্তব, ২ ভটনাগর, ৩ সকসেন, ৪ অমষ্ট বা অম্বষ্ঠ, ৫ ঐঠান বা অষ্ঠান, ৬ বাল্মীক, ৭ মাথুর, ৮ সূর্য্যধ্বজ, ৯ কুলশ্রেষ্ঠ, ১০ করণ, ১১ গৌড় ও ১২ নিগম। এতদ্ব্যতীত উনাও জেলার নাম হইতে "উনাই" বা "উনায়া" নামে প্রসিদ্ধ এক শ্রেণীর ক্ষত্রিয় কায়স্থ আছে, ইহাঁরা পৃথক্ শাখাভুক্ত।

রাজপুতানা।

রাজপুতানার কায়স্থেরা প্রধানতঃ রাজধানা বলিয়া পরিচয় দেন। বুন্দিতে মাথুর ও ভট্টনাগর কায়স্থের বাস দেখা যায়। মাড়বারের কায়স্থদিগকে "পঞ্চোলী ঠাকুর বলে"। রাজ-পুতনায় প্রধানতঃ আজমীর, রামগর ও কেকরী এই তিনটী থাক দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার সকলেই যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন। তবে যে অখাদ্য ভোজন করে, তাহার যজ্ঞসূত্র কাড়িয়া লওয়া হয়। এখানকার সকলেই আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে প্রস্তুত। তাঁহাদের আচার ব্যবহার অনেকটা উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের কায়স্থের মত। তাঁহাদের অনেকে রাজসরকারে সৈনিকবৃত্তিও অবলম্বন করিয়াছেন।

বেহার।

পশ্চিমে কায়স্থদিগের মত বেহারী কায়স্থের মধ্যে দ্বাদশটী শাখা দেখা যায়—শ্রীবাস্তব, সূর্য্যধ্বজ প্রভৃতি।

উৎকল।

উৎকলে করণ কায়স্থেরই বাস। করণ ভিন্ন বঙ্গদেশ হইতে কতকগুলি কায়স্থ তথায় গিয়া ৮।১০ পুরুষ যাবৎ বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কটক জেলাতেই অধিকাংশের বাস এবং তাঁহারা কটকী কায়স্থ নামেই খ্যাত। তাঁহাদের আচার ব্যবহার অনেকটা বঙ্গদেশীয় কায়স্থের ন্যায়*।

---

* কায়স্থ-দর্পণ ২য় খণ্ডে উক্ত শ্রেণীর কায়স্থগণের বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য। কায়স্থের বর্ণনির্ণয় দেখুন।

চারিশ্রেণীর কায়স্থের কুলবিধি।

বঙ্গজসমাজ।

বঙ্গজ-কায়স্থগণ সর্ব্বপ্রথমে বল্লালী নিয়ম অবলম্বন করেন। যথন বঙ্গজগণ বল্লালী বিধি স্বীকার করিলেন, তখন আবার বল্লালসেন বঙ্গজগণের নিমিত্ত কতিপয় বিশেষ বিধি প্রচলন করিলেন। তিনি তখন বিধান করিলেন,—

১। "নবধাগুণসম্প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে আর্য্যবিসংজ্ঞকাঃ।
কিঞ্চিদ্‌গুণবিহীনা যে মধ্যল্যা মধ্যমাঃ স্মৃতাঃ।
এতাভ্যাং গুণহীনা যে মহাপাত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বস্বাদিমিত্রপর্য্যন্তং সর্ব্বে আর্য্যবিসংজ্ঞকাঃ।
দত্তাদিদাসপর্য্যন্তং মধ্যল্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
সেনাদিনন্দনশ্চৈব মহাপাত্র ইতি স্মৃতঃ॥
কুলীন ইতি সংজ্ঞা স্যাৎ মধ্যল্যশ্চ তথাপরঃ।
মহাপাত্রোঽচলশ্চৈব ইতি সংজ্ঞাচতুষ্টয়ম্॥"

বল্লালসেন কুলীন, মধ্যল্য, মহাপাত্র ও অচল এই চারি প্রকার শ্রেণীবিভাগ করিলেন। সৌকালীনগোত্রীয় ঘোষ, গৌতমগোত্রীয় বসু, কাশ্যপীয় বা কাশ্যপগোত্রীয়, গুহ, বিশ্বামিত্র-গোত্রীয় মিত্র কুলীন হইলেন। মৌদগল্যগোত্রীয় দত্ত, সৌপায়নগোত্রীয় নাগ, পরাশর-গোত্রীয় নাথ ও কাশ্যপগোত্রীয় দাস মধ্যল্য হইলেন।

ধর, নন্দী, দেব, কুণ্ডু, সোম, রক্ষিত, অঙ্কুর, সিংহ, বিষ্ণু, আঢ্য ও নন্দন ইহারা প্রধানতঃ উপনিবেশী, তবে মহাপাত্রগণের সহিত পনর ঘর গৌড়ীয় মিশ্রিত হইয়াছিলেন।

অচল বলিয়া পরিগণিত হইলে ইহারা হোড়, স্বর, ধরণী, বান, আইচ, পৈ, শূর, শাণ, ভঞ্জ, বিন্দু, গুহ, বল, লোধ শর্ম্ম, বর্ম্ম, ভুমিক, হুই, রুদ্র, বাণ, আদিত্য, পিল, থিল, গুপ্ত, চাঁই, বন্ধু, শাক্তি, হেস, শমলু, গণ্ড রাণা, রাহুত, দাহা, দানা, গণ, অজু, মল, দাম, ক্ষেম, অশক, তোষক, চাপ, বেদ, ভুত, অর্ণব ব্রহ্ম, ইন্দ্র, শক্তি অঙ্গ, কীর্ত্তি, শীল, ধনু, গুণ, যশ, মন, প্রীতি, দাড়িক, চাকী, শ্যাম, পুষ্কি, গণ্ডক, নদেক, বোই, হোস, চাষক, ঢোল, দূত, এই বাহাত্তর ঘর গৌড়ীয় কায়স্থ। এই সমুদয় ঘর লইয়া বল্লালী কুলনিয়মের অধীন হইয়া বঙ্গজসমাজ চলিতে লাগিল।

কুলীন, মধ্যল্য ও মহাপাত্র যে কিরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল, বলা যায় না। তবে ব্রাহ্মণদিগের কুলপ্রথা-সংস্থাপন সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, মহারাজ বল্লালসেন কৌলীন্য-মর্য্যাদা সংস্থাপনের দিন স্থির করিয়া ব্রাহ্মণগণকে নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে সভায় আসিতে অনুমতি করায় কেহ কেহ এক প্রহরের সময়, কেহ কেহ দেড় প্রহরের সময়

ও কেহ কেহ আড়াই প্রহরের সময় রাজসভায় উপস্থিত হন। যে সকল ব্রাহ্মণ আড়াই প্রহরের সময় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কুলীন। যাঁহারা দেড় প্রহরের সময় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা গৌণ কুলীন হইলেন। এই নিয়মানুসারে কৌলীন্যস্থাপিত হইয়া থাকিলে, তাহা যে কতদূর সমীচীন হইয়াছিল, তাহা পাঠকবর্গই বিবেচনা করিবেন।

দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজ।

যখন বঙ্গজগণ বল্লালী কুলনিয়ম স্বীকার করেন, তখন দক্ষিণরাঢ়ীয়গণ তাহার অনুগত হন নাই। এমন কি, মহারাজ বল্লালসেনের রাজ্যশাসনকালের মধ্যেও যে তাঁহারা বল্লালী নিয়ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়েও সন্দেহ হয়। বঙ্গজ সমাজভুক্ত মিত্রবংশধর তৃতীয় পুরুষে বল্লালী নিয়মের অধীন হন। আর দক্ষিণরাঢ়ীয় মিত্রবংশধর অষ্টমপুরুষে বল্লালী কুল স্বীকার করেন। এক ব্যক্তির তৃতীয় এবং অষ্টমবংশধর এককালে জীবিত থাকা কখনও সম্ভবপর নহে। ১০৭২ শকাব্দে বল্লালের কৌলীন্যবিধানকালে মিত্রের তৃতীয় পুরুষ বর্ত্তমান ছিলেন। তবেই অষ্টমমিত্র বংশীয়ের কাল আসিতে আসিতে ন্যূনাধিক ১১৭২ শকাব্দ হইয়া পড়ে, কিন্তু তখন হিন্দুরাজত্বের অবসান হইয়া মুসলমানরাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে। আবার এদিকে কুলগ্রন্থে দক্ষিণরাঢ়ীয়গণকে কুলমর্য্যাদার সঙ্গে সঙ্গেই ভূমিদাতৃরূপে বল্লালসেনের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে সামঞ্জস্য হওয়া সুকঠিন এবং সে সামঞ্জস্য এ ক্ষুদ্র গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। আমরা এইমাত্র বুঝাইতে চাহি যে, দক্ষিণরাঢ়ীয়গণ বঙ্গজগণের অনেক পরে বল্লালী কৌলীন্য স্বীকার করেন। এইরূপ অনুমানের আরও কারণ আছে। এই কৌলীন্যবিধি বল্লালসেন রামপালে থাকিয়া সংস্থাপন করেন।

বঙ্গজগণ রামপালের যত নিকটে বাস করিতেন, দক্ষিণরাঢ়ীয়গণ তদপেক্ষা অনেক দূরে। নিকটবর্ত্তী বঙ্গজগণ যখন বল্লালী নিয়ম গ্রহণ করেন, দূরবর্ত্তী দক্ষিণরাঢ়ীয়গণের তখন তাহা স্বীকার করাই সম্ভব। আর এক কথা, যে গৌড়ীয়গণকে বল্লালসেন অচল আখ্যা প্রদান করিয়া সমাজে নিম্নস্থান দিয়াছিলেন, সেই গৌড়ীয়গণ দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের সহিত পূর্ব্বাবধি জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন, ইহাতে দক্ষিণরাঢ়ীয়গণের বল্লালী অস্বীকারের অন্যতম কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। কুলগ্রন্থে পাওয়া যায়, তাঁহারা একমাত্র এই কয়টী বিধান গ্রহণ করেন,—

১। "আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানম্ নবধা কুললক্ষণম্॥"

অর্থাৎ আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপ ও দান এই নয়টী কুললক্ষণ।

২। "সপর্য্যায়ং সমাসাদ্য দানগ্রহণমুত্তমম্।
কন্যাভাবে কুশত্যাগঃ প্রতিজ্ঞা বা পরস্পরম্।

কুলীনস্য সুতাং লব্ধা কুলীনায় সুতাং দদৌ।
পর্য্যায়ক্রমতশ্চৈব স এব কুলদীপকঃ॥"

অর্থাৎ সমানপর্য্যায়বিশিষ্ট কুলীনের সহিত আদান প্রদানই প্রশস্ত। কন্যার অভাবে কুশময়ী কন্যাদান অথবা জন্মিলে তোমাকে দিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেও কুলরক্ষা হয়।

৩। "আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগস্তথৈব চ।
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রে চ কুলধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ॥"

অর্থাৎ আদান, প্রদান, কুশত্যাগ ও ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা এইচারি প্রকারে কুলরক্ষা হয়।

দক্ষিণরাঢ়ীয়গণ যে এই পর্য্যন্ত বল্লালী গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। অনেকের মত ইঁহারা আদৌ বল্লালী নিয়ম স্বীকার করেন নাই। বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলেন—দক্ষিণরাঢ়ীয় প্রথা প্রকৃতপ্রস্তাবে বল্লালী নহে। ইহাকে পুরন্দরী বলা উচিত।

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণ কুলীন, সিদ্ধ মৌলিক ও সাধ্যমৌলিক এই তিনভাগে বিভক্ত। সৌকালীনগোত্রীয় ঘোষ, গৌতমগোত্রীয় বসু ও বিশ্বামিত্রগোত্রীয় মিত্র এই তিন ঘর কুলীন। উপনিবেশী সিদ্ধমৌলিক আট ঘর যথা,—দত্ত, সেন, দাস, কর, গুহ, পালিত, সিংহ ও দেব। ইঁহারা সকলেই গৌড়ীয়। কুলগ্রন্থে লিখিত আছে—"গৌড়েঽষ্টৌ কীর্ত্তিমন্তশ্চিরবসতিকৃতা মৌলিকা যে হি সিদ্ধাঃ"।

সাধ্যমৌলিক বাহাত্তর ঘর যথা ;—

হোড়, স্মর, ধর, ধরণী, বান, আইচ, সোম, পই, সুর, খান, ভঞ্জ, বিন্দু, গুহ, বল, রোধ, শর্ম্মা, বর্ম্মা, হুই, ভুই, চন্দ্র, রুদ্র, রক্ষিত, রাজা, আদিত্য, বিষ্ণু, নাগ, থিল, পিল, পুত, ইন্দ্র, গুপ্ত, পাল, ভদ্র, ওম, অঙ্কুর, বঙ্কুর, নাথ, সাঁই, হেশ, মন, গণ্ড, রাহা, রাণা, রাহুত, শালা, দাহা, দানা, গণ, উপমান খাগ, ক্ষোম, ঘর, বৈ, ওষ, বিদ, তেজ, অর্ণব, আজ্ঞা, শক্তি, ভূত, ব্রহ্ম, শাল, ক্ষোম, হেস, বর্দ্ধন, রদ, ওই, কীর্ত্তি, যশ, কুণ্ড, নন্দী, শীল, ধনু ও গুণ ইহারা সকলেই গৌড়ীয়।

কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, গৌড়ীয় কায়স্থগণকে মৌলিক আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছিল কেন? এতদুত্তরে বক্তব্য এইমাত্র যে, গৌড়ীয়গণকে যখন বারেন্দ্রেরা অমূলজ করিয়া ত্যাগ করিলেন, এবং বঙ্গজগণ অচল আখ্যা প্রদান করিলেন, তখন দক্ষিণরাঢ়ীয়গণ ইহাদিগকে মূলজ অথবা মৌলিক বলিয়া গ্রহণ করিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা মৌলিকই।

খৃষ্টীয় পঞ্চাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণরাঢ়ীয় বসুবংশীয় পুরন্দর খাঁ বঙ্গেশ্বর হোসেন সাহের উজীর ছিলেন। ইঁহারই প্রবর্ত্তিত কুলপদ্ধতি দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে প্রচলিত। এই সমাজে কুল নববিধ। তাহা এই মুখ্য, কনিষ্ঠ, ছভায়া, মধ্যাংশ, তেওজ, কনিষ্ঠ দ্বিতীয়পো, ছভায়া দ্বিতীয়পো, মধ্যাংশ দ্বিতীয়পো, তেওজ দ্বিতীয়পো, তন্মধ্যে প্রথমোক্ত পঞ্চবিধ কুলই প্রধান। মুখ্য কুলীনের প্রথম পুত্র জন্ম দ্বারা মুখ্য, দ্বিতীয়পুত্র জন্ম দ্বারা কনিষ্ঠ,

তৃতীয় পুত্র জন্ম দ্বারা মধ্যাংশ, চতুর্থ পুত্র জন্ম দ্বারা তেওজ ও অন্যান্য পুত্রের জন্ম দ্বারা মধ্যাংশের দ্বিতীয়পো, কিন্তু মুখ্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র মুখ্যের সহিত দান গ্রহণ দ্বারা মুখ্যত্ব প্রাপ্ত হয়।

এজন্য ইহাকে বাড়ি মুখ্য বলা হয়। এইরূপে ৪র্থ ও ৫ম পুত্র কনিষ্ঠের সহিত দান গ্রহণ দ্বারা কনিষ্ঠের, এইরূপে ৬ষ্ঠ ও সপ্ত মধ্যাংশের সহিত দান গ্রহণ দ্বারা মধ্যাংশত্ব এবং অষ্টম ও নবম তেওজের সহিত দান গ্রহণ দ্বারা তেওজত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। কনিষ্ঠ দ্বিতীয়পুত্র ছভায়া দ্বিতীয়পুত্র ও তেওজ দ্বিতীয়পুত্র, এই তিন রকম কুল কনিষ্ঠ ছভায়া ও তেওজকুল হইতে উৎপন্ন হয়। ছভায়া কুলীনের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম ছভায়া বাড়ী, তাহার জ্যেষ্ঠপুত্রের কুলের নাম মধ্যাংশ। মুখ্যকুলীনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রের নাম বাড়ী মুখ্য। এইরূপ ৫ম ও ৬ষ্ঠ পুত্রের নাম বাড়ী কনিষ্ঠ। ৭ম, ৮ম ও ৯ম পুত্রের নাম বাড়ী মধ্যাংশ এবং দশম, একাদশ ও দ্বাদশ পুত্রের নাম বাড়ী তেওজ। মুখ্য, কনিষ্ঠ ছভায়া ও মধ্যাংশ এই বার কুল হইতে মধ্যাংশ দ্বিতীয় পুত্র নামক কুল হইয়াছে।

প্রথমতঃ সমাজে মুখ্য কুল ছিল। ক্রমে কুলের নানারূপ বিভাগ হইবার সময় মুখ্যের মধ্যে আরব্ধ সহজ ও কোমল মুখ্যকুলে আদান প্রদান দ্বারা কোমল ও সহজ নাম প্রাপ্ত হয়। সহজ সহজের সহিত ও কোমল কোমলের সহিত আদান প্রদান দ্বারা তত্তদ্ভাব প্রাপ্ত হয়।

দক্ষিণরাঢ়ীয়-কায়স্থগণের জ্যেষ্ঠপুত্রগত কুল। সমপর্য্যায়বিশিষ্ট কুলীনকন্যার সহিত জ্যেষ্ঠপুত্রের ১ম বিবাহ হওয়া একান্ত আবশ্যক। এবং শ্যালকের কুলভঙ্গ হইলেও কুলীন কুলচ্যুত হয়েন। কুলীনের জ্যেষ্ঠপুত্র অকুলীনের সহিত কার্য্য করিলে তাহার অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণ পর্য্যন্ত কুলচ্যুত হইয়া থাকেন। মৌলিকের কন্যার সহিত বিবাহ দিলে কুল নষ্ট হয় না। মৌলিকেরা অতি আগ্রহসহকারে বিবাহিত ১ম পুত্রের সহিত দ্বিতীয়বার কন্যাদান করিলে তাহাকে আশ্বরস কহে। আশ্বরসকারী মৌলিকেরা সমাজে বিশেষ আদরণীয় হন। কুলীনকে কন্যাদান ও কুলীনের কন্যাগ্রহণ মৌলিকমাত্রেরই কর্ত্তব্য। মৌলিকে মৌলিকে আদান প্রদান, পুরন্দর বসু নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন দেখা যায়, উহা যে এককালে হয় না, তাহা নহে।

এক্ষণে একবার দেখিতে হইবে পুরন্দরপ্রবর্ত্তিত এই সকল কুলপ্রথা কতদূর উপযোগী হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠপুত্রগত কুল করিবার একপক্ষে ভাল হইয়াছে। অপর পক্ষে একটু মন্দও হইয়াছে। ভাল এই যে, মৌলিকদিগের কন্যা মৌলিকদিগের মধ্যে যাইত, আবার ক্রমে এতদ্দ্বারা মৌলিকগণের রক্ত শুদ্ধি হইবার সুবিধা হইয়াছে। আর এক সুবিধা এই যে জ্যেষ্ঠপুত্রের ১ম বিবাহ ব্যতীত অন্য কোন আদান প্রদানের নিমিত্ত ব্যস্ত হইতে হয় না। কিন্তু জ্যেষ্ঠপুত্রের কুলভঙ্গে অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণ সহ সমস্ত পরিবারের কুলভঙ্গের ব্যবস্থা সমাজের পক্ষে নিতান্ত অনিষ্টকর হইয়াছে। আবার শ্যালকের কুলচ্যুতিতে

ভগিনীপতির কেন কুল যাইবে? তাহারও কোন যুক্তিযুক্ত হেতু দেখা যায় না। সপর্য্যায়ে বিবাহের ব্যবস্থাও বড় দুরূহ হইয়াছে। অনেক সময় সপর্য্যায় খুজিয়া লওয়া বড়ই কষ্টকর হয়। সপর্য্যায় না পাইলেই হয় কুলীনকে অনূঢ় থাকিতে হইবে, নয় তাঁহার কুল জন্মের শোধ ভাঙ্গিয়া যাইবে। অনেকে সমানপর্য্যায়ের নিয়ম যথেষ্ট পরিমাণে শিথিল করিয়াছেন। দক্ষিণরাঢ়ীয়সমাজেও তাহা পারেন না কি? পুরন্দর বসুর পূর্ব্বে দক্ষিণ-রাঢ়ীয়-সমাজে পর্য্যায়ধরার নিয়ম প্রচলিত ছিল কি না জানি না। খাটিয়া এই শৃঙ্খল পরিবার কি আবশ্যকতা ছিল? পবিত্র ব্রাহ্মণকুলেও পর্য্যায়ধরার কোন নিয়ম নাই। আশ্বরস কেবল দক্ষিণরাঢ়ীয়গণের মধ্যেই আছে, অন্য কোন শ্রেণীর মধ্যে নাই। আশ্বরস শাস্ত্রসঙ্গত নহে কারণ,—

"স্বপিতৃভ্যঃ পিতা দদ্যাৎ যুক্তসংস্কারকর্ম্মসু।
যেষামেকে পিতা দদ্যাৎ তেষামেকে প্রচক্ষতে॥"

অতএব পুত্রস্য দ্বিতীয়বিবাহাদৌ পিত্রা নান্দীশ্রাদ্ধং ন কার্য্যং দ্বিতীয়বিবাহাদেঃ সংস্কারাভাবাৎ (উদ্বাহতত্ত্বে রঘুনন্দন)। পুত্রের সংস্কারকার্য্যে পিতা স্বীয় পিতৃপিতামহগণকে নান্দীশ্রাদ্ধে পিণ্ডাদি দান করিবেন। কিন্তু পুত্রের দ্বিতীয়বারের বিবাহ হইলে নান্দীশ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য নহে। কারণ দ্বিতীয়বিবাহকে সংস্কার বলেনা। দ্বিতীয়পক্ষের বরে কন্যাদানের ফল হয় না। অতএব আশ্বরসে কুলমর্য্যাদা বৃদ্ধি হইবে কিরূপে? মৌলিকে মৌলিকে আদান প্রদান নিষিদ্ধ করিবার কারণ দেখিতে পাই না। আমরা বুঝিতেছি না, পুরন্দর বসুর ন্যায় ব্যক্তি যাঁহার পরম উদার কুলনিয়মসমূহ দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের অসাধারণ পুষ্টিসাধনের কারণ হইয়াছে, সেই পুরন্দর বসুর ন্যায় ব্যক্তি এহেন সংকীর্ণ বিধান কেন করিয়াছিলেন?

যাহা হউক, পুরন্দর বসুর নাম দক্ষিণরাঢ়ীয়সমাজে অমর হইয়াছে। তাঁহারই নাম লইয়া এই সমাজের নিয়মাবলী চলিয়া আসিতেছে।

উত্তররাঢ়ীয়-সমাজ।

উত্তররাঢ়ীয় কুলজ্ঞগণ বলেন যে, বল্লালসেনের স্বেচ্ছাচারিতাবশতঃ ব্যাসসিংহ বল্লালসেনের সহিত আহার করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া মহারাজ বল্লালসেন ব্যাসসিংহের শিরশ্ছেদনে আদেশ করেন। কিন্তু তেজস্বী ব্যাসসিংহ তথাপি রাজার সহিত আহার করেন নাই। এই সকল কারণে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ আপনাদের স্বতন্ত্র সমাজ গঠিত করেন। ইহারা বল্লালসেনপ্রবর্ত্তিত কুলবিধি গ্রহণ না করিয়া আপনারাই স্বাধীনভাবে কুলনিয়ম সকল প্রচলিত করেন।

সাড়ে সাত ঘর লইয়া উত্তররাঢ়ীয় সমাজ। এই সমাজ তিনভাগে বিভক্ত। যথা কুলীন, সন্মৌলিক ও সামান্য মৌলিক। সৌকালীনগোত্রীয় ঘোষ ও বাৎস্যগোত্রীয় সিংহ কুলীন। মৌদ্গল্যগোত্রীয় দাস, বিশ্বামিত্রগোত্রীয় মিত্র ও কাশ্যপগোত্রীয় দত্ত

সন্মৌলিক। এই পাঁচ ঘর উপনিবেশী। সামান্য মৌলিক আড়াই ঘর গৌড়ীয়। যথা—শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ঘোষ ১ একঘর, কাশ্যপগোত্রীয় দাস একঘর, ভরদ্বাজগোত্রীয় সিংহ একপোয়া ও মৌদ্‌গল্যগোত্রীয় কর একপোয়া। এই সাড়ে সাত ঘরে পরস্পর আদান প্রদান হইয়া থাকে।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সম্প্রদায় মধ্যে ঘোষ ও সিংহবংশ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন। কান্দি সব ডিভিজনের অধীন ফতেসিংহ পরগণায় পাঁচথুপি, জজান ও রসোড়া গ্রামে ঘোষবংশের আদি বাসস্থান। জেমুয়া ও বালিয়া গ্রাম সিংহবংশের আদি বাসস্থান। ঘোষবংশের মধ্যে পাঁচথুপির ঘোষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তৎপরে রসোয়া ও জজানের ঘোষ গণিত হইয়া থাকেন। পাঁচথুপির ঘোষবংশের আদিপুরুষ রাজা নরপতি ঘোষ ঠাকুর ও রসোড়ার ঘোষবংশের আদি পুরুষ শম্ভুঘোষ জজানের ঘোষবংশের আদিপুরুষ উচিত খাঁ। রাজা নরপতি বংশের ৫টী শাখা যথা—মৌলিক, মুনি, হাজরি, বংশীবদন, কারফরমা। ইঁহারা সকলেই তুঙ্গ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ভাবে কুলীন। রসোড়ার শম্ভু বংশের চারিটী শাখা যথা—সানন্দ, জয়দেব, মুভঙ্গ রতন। তন্মধ্যে সানন্দ ও জয়দেব তুঙ্গ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠভাবের কুলীন। জজানের ঘোষবংশের মধ্যে উচিত খাঁ শ্রেষ্ঠবংশের কুলীন। তদ্ভিন্ন কপিন্দর, হাজরী, ভর্গ, নেভগী প্রভৃতি কতগুলি শাখা আছে।

শ্রেষ্ঠভাবের কুলীনগণের মধ্যেও গ্রন্থানুসারে সমীকরণের তারতম্য দৃষ্ট হয়। পাঁচথুপির ঘোষের মধ্যে মৌলিক ও মুনিই অগ্রগণ্য। তৎপর হাজরা, তৎপর বংশীবদন, ও কারফরমা। রসোড়ার ঘোষবংশের মধ্যে জয়দেব ও সানন্দ শ্রেষ্ঠ ভাবের ব্যক্তি হইলেও মাঠের বাড়ীর সানন্দ অগ্রগণ্য, সিংহবংশীয় মধ্যে কান্দির সিংহ শ্রেষ্ঠ। প্রভাকর ও জীবধর কান্দির অধিবাসী ও উভয়ই শ্রেষ্ঠভাবের কুলীন। বালিয়ার মধ্যে মথুরানাথ ও রঘুনাথ শ্রেষ্ঠ ভাবের ব্যক্তি। জেমুয়া মধ্যে জয়হরি, রাঘব ও বিশ্ববংশের শ্রেষ্ঠ যথা—

"জেমোতে জয়হরি আগে নিকশ রাঘব।"

এতদ্ভিন্ন সকল স্থানেই মধ্যভাবের ব্যক্তিগণ আছেন। তাঁহাদের পর্য্যায় বাহুল্য-ভয়ে লিখিত হইল না। এ সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে লিখিত আছে যে—

"মুনি মৌলিক প্রভাকুল।
জীবহাজরা সমতুল॥
নাগ রাঘব জয়হরি।
খাঁ বংশী মাঠের বাড়ী॥" (১)

উত্তররাঢ়ীয়-সমাজে কুল পুত্রগত। উত্তররাঢ়ীয়সমাজের বাঁধাবাঁধি নিম্নলিখিত পয়ারে প্রকাশ পাইতেছে।

"বজ্জর কণ্টকে যার না বিঁধিল তনু।
উত্তরগোগৃহে যে না ধরিল ধনু॥

আসবনে থাসা দই না থাইল যেই।
নিশ্চয় জানিবে কুলীন রৈল সেই॥"

সম্ভবতঃ এই অর্থে প্রকাশিত হইতেছে যে, থাজুরিয়াতে যে বিবাহ না করিল, উত্তরগো-গৃহে যে কন্যা দান না করিল এবং শাণ্ডিল্যগোত্রীয়ের বাড়ীতে যে আহার না করিল, সেই নিরাবিল-কুলীন রহিল। মৌলিকের মধ্যে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ঘোষের কন্যা গ্রহণ করিলে গ্রহণকারী কুলীনের কুলের দোষ হয়। কাশ্যপগোত্রীয় দাসের কন্যা বিবাহ করিলেও কুলীনের কুলের ত্রুটি হয়। ভরদ্বাজগোত্রীয় সিংহের কন্যা গ্রহণ করিলে কুল নষ্ট হয়। মৌদ্‌গল্যগোত্রীয় করের কন্যা গ্রহণ করিলে আর কুলগৌরব থাকে না। কায়স্থকুল-পঞ্জিকায় লেখা আছে যে—

"শাণ্ডিল্যে সুতনাশায় ধননাশায় কাশ্যপে।
ভরদ্বাজে সর্ব্বনাশায় করে শীলনিপাতিতে॥"

আবার তিন পুরুষ কুলক্রিয়া করিতে না পারিলে কুলগৌরব হ্রাস হয় ও তিন পুরুষ ক্রমান্বয়ে কুলক্রিয়া করিলে কুলের গৌরব বৃদ্ধি হয় যথা—

"ত্রৈপুরুষে নিরাবিল ত্রৈপুরুষে ভঙ্গ।
শিবজটা মধ্যে যেন গঙ্গার তরঙ্গ॥"

ইহাই উত্তররাঢ়ীয়সমাজের কুলপ্রথা। এই সকল কুলপ্রথা বল্লাল সেনের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে।

বারেন্দ্র-সমাজ।

১। দাস নন্দী ও চাকী অধিকাংশ কুলীন অর্থাৎ সিদ্ধঘরে বিবাহ প্রায় কুলীনে কুলীনে হইয়া থাকে। সাধ্যঘরে হওয়া দূষণীয় নহে।

২। দেব, দত্ত, নাগ ও সিংহ এই চারি ঘর সাধ্য বলিয়া খ্যাত, অবশিষ্ট সমস্ত কায়স্থ বাহাত্তরে বলিলে বলা যায়। তাহাদিগের সহিত কুলীনেরা কার্য্য করেন না।

৩। মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ প্রচলন আছে।

কায়স্থ-দর্পণ ২য় খণ্ডে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা দেশের হিন্দুস্থানস্থিত কায়স্থের কুলাচারাদি বর্ণিত হইয়াছে।

বংশের শ্রেষ্ঠ মাহাত্মপুরুষগণের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

(১ম) মহাত্মা দৈবকী নারায়ণ রায় মহাশয়, রাষ্ট্রবিপ্লববশতঃ বর্দ্ধমান জেলা হইতে, চট্টলাধীন বাঁশখালী থানার এলাকায় ভূমি আবাদ করাইয়া সাধনপুর নামে গ্রাম স্থাপন করিয়া বাস করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হইতে বর্দ্ধমানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা আদিশূরের যজ্ঞের পর আইসেন এবং বল্লালের কৌলীন্যপ্রথার সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন না। (এই বংশের আচারাদি কায়স্থ-দর্পণ ২য় খণ্ডে বিবৃত আছে)

"উনায়া" শাখাস্থ কায়স্থ, গার্গ্যগোত্র, অসিত, দেবল, গার্গ্য, প্রবর ও উপাধি রায় ছিল। বংশাবলীতে লেখা আছে যে, দৈবকী নারায়ণ রায় মহাশয়, স্বীয় পুরোহিত বাসুদেব চক্রবর্ত্তী আদি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গোলাম, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, রজক, ক্ষৌরকার, মালাকার, ডোম, জাতীয় (নয় জাতীয় সৈন্য) নবসেনা সঙ্গে লইয়া, বর্দ্ধমান অঞ্চল হইতে বৃহৎ সাতখান নৌকা যোগে বঙ্গোপসাগর বাহিয়া আসিয়া এ স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই স্থান সমুদ্রকূলবর্ত্তী ও জঙ্গলে পূর্ণ ছিল, "মগ" জাতি ব্যতীত অন্য জাতির বাস ছিল না। মগেরা নবাগত জাতির পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া, আকিয়াব অঞ্চলে পলায়ন করে। রায় মহাশয় শ্রেণীবদ্ধভাবে সঙ্গের জাতিগণকে যথোপযুক্ত স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া স্থাপন করেন। পরবর্ত্তিকালে, বংশমালামতে "হরি, বিষ্ণু," "কালাচাঁদ," "যদুনন্দন," "ঠাকুরচাঁদ," এই পাঁচজন কায়স্থ জমিদার বাঁশখালী থানার সমাজপতি হন ও আবাদ করিয়া ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করেন। এখনও ইঁহাদের অধস্তন পুরুষেরা এ অঞ্চলের সমাজপতি।

(৪) যদুনন্দন রায় চৌধুরী মহাশয় মদন রায়ের পুত্র। উক্ত মহাত্মা ধার্ম্মিক ও প্রতিভাশালী লোক ছিলেন। তাঁহার সময়ে অনেক জমিদারী বৃদ্ধি করেন, তজ্জন্য তাঁহাকে নবাব বাহাদুর, চৌধুরী উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার আবাদি কৃত জমিদারীর জমিগুলি ১২৭৬ নং তরফ যদুনন্দন নামে বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তিনি প্রতাপশালী ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সদ্বিচারক ছিলেন। এখনও লোকমুখে কথিত হয় "যদুরায় কাছারী আগুনের গরাগরি" অর্থাৎ তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের শাসন করিতেন।

যদুনন্দন রায় চৌধুরী মহাশয় প্রথম জীবনে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করেন। কথিত আছে তাঁহার পিতার "চুটিয়া নামে" (১)পুষ্পাঞ্জলিপুত্র অত্যন্ত ধনবান্ ও লোকবল পূর্ণ হইয়া, তাঁহাকে তাহার অন্নগ্রহণ করিতে জিদ্ করেন, তিনি তাঁহার ভয়ে চট্টলি নামক গ্রামের (বর্ত্তমান চট্টগ্রাম সহরের নিকট) জনৈক বৃদ্ধ পাঠান জমিদারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে থাকিয়া অনেক অর্থসঞ্চয়ে লোকবল সংগ্রহ করিয়া উক্ত চটিয়াকে দমন করেন। প্রবাদ আছে যে,এক সময়ে উক্ত জমিদারের বাড়ীতে নিমন্ত্রণের প্রস্তাব হওয়ায়,তিনি মুসলমানের ভোজন কালীন উপস্থিত থাকিলে, ঘ্রাণে অর্দ্ধভোজন হইবে বলিয়া উপস্থিত থাকিতে আপত্তি করেন। কিন্তু জমিদার মহাশয় জিদ্ করায়, জাতি যাওয়ার ভয়ে রাত্রিযোগে বাড়ীতে পলাইয়া আসেন। জমিদার প্রথমে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, পরে পণ্ডিতদিগের নিকট হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ শুনিয়া, রায় মহাশয়কে নির্দ্দোষ জানিয়া, তাঁহাকে বাড়ী হইতে আহ্বান

(১) প্রাচীন কালের বড়লোকেরা শূদ্রের সুন্দরী কন্যাকে হাঁটুতে ফুল বাঁধাইয়া পুষ্পাঞ্জলি (অসবর্ণ) বিবাহ করিতেন। ঐ স্ত্রী পাক ব্যতীত সমুদায় গৃহ কর্ম্ম করিত। তাহার গর্ভজাত পুত্রকে পুষ্পাঞ্জলিপুত্র বলিত। এইরূপ সন্তানের অধিকাংশ চট্টলে গোলামশূদ্র জাতি ভুক্ত আছে।

করাইলেন। জমিদারের পুত্রাদি না থাকায়, যদুনন্দন রায় চৌধুরীকে সমস্ত জমিদারী দান করিয়া যান। তিনি উক্ত জমি হইতে অধিকাংশ জমি ব্রহ্মত্র করিয়া তাঁহার ইষ্টদেব মহাশয়কে দেন। এবং তাঁহাদের বাড়ীতে ৺শালগ্রাম চক্র ও ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন বিগ্রহ স্থাপন করেন। বর্ত্তমান বাউল গ্রামেও উক্ত জমির কতকাংশ ও বিগ্রহগুলি মদীয় গুরুদেব শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী চৌধুরী মহোদয়ের বাড়ীতে আছে। তাঁহারা নিয়মিত অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। সাধনপুর গ্রামে যদুনন্দন চৌধুরীর নামীয়, "যদুর বিল," জদুরখাল, পুষ্করিণী আদিতে, তাঁহার পবিত্র নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে।

চট্টগ্রামীকায়স্থের সংস্কার পদ্ধতি।

চট্টগ্রাম-কায়স্থসমাজের সমস্ত সংস্কারগুলি, "পশুপত্যুক্ত" যজুর্ব্বেদীয় কর্ম্মপদ্ধতি অনুসারে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। নিম্নে স্ত্রী-আচার ও কুলাচার লিপিবদ্ধ করিলাম। উপনয়নসংস্কার ব্যতীত সমস্ত সংস্কারগুলিই নিয়মিত রূপে সম্পাদন হয়।

গর্ভাধান—রজোদর্শনের প্রথম দিনাবধি চারিদিন ফলাহার করিয়া থাকিতে হয়। পাঁচদিনের পর নখত্যাগান্তে স্নান করিয়া অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকে। এ পাঁচদিন এয়ো স্ত্রী পঞ্চফল ও শিলাখণ্ড উক্ত স্ত্রীলোকের কোলে উঠাইয়া দেন। তৎপর শুভদিনে শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়া ও বিবাহ হয়, ইহাকে পুনর্বিবাহ কহে।

পুংসবন—গর্ভাধানের পর চতুর্থ মাসে নখত্যাগের পর তৈল, হরিদ্রা মাখাইয়া পঞ্চপুষ্করিণী বা পঞ্চতীর্থজলদ্বারা স্নান করাইয়া বটপত্রের মুকুল, স্বর্ণাঙ্গুরী সহ মন্ত্র পাঠান্তে নাভিদেশে ধারণ করা হয়, ইহাকে পুংসবন বলে।

পঞ্চামৃত—গর্ভাবস্থার পঞ্চম মাসে গর্ভিণীকে পঞ্চামৃত দেওয়া হইয়া থাকে। এতদুপলক্ষে সমস্ত কুটুম্বেরা ভক্ষ্য বস্তু ও বস্ত্রালঙ্কার দিয়া থাকেন। গর্ভিণীর সঙ্গে এয়ো-স্ত্রীগণ ও বালক বালিকাগণ ভোজন করিয়া থাকে। আমোদের সহিত আত্মীয়গণকে এই দিনে ভালরূপে খাওয়ান হইয়া থাকে। পঞ্চামৃত শাস্ত্রসিদ্ধ স্ত্রী-আচার।

সীমন্তোন্নয়ন—গর্ভের অষ্টম বা নবম মাসে, গর্ভিণীকে নূতন বস্ত্রালঙ্কারে শোভিত করিয়া, সধবাগণ চুল আঁচড়াইয়া সীমন্তে সিন্দুর দিয়া থাকেন। ষট্ রসায় ও আট রকমের ভর্জ্জিত বস্তু ভক্ষণার্থ প্রদান করা হয়। এই উপলক্ষেও নিমন্ত্রণ দেওয়ার প্রথা আছে।

জাতকর্ম্ম—সন্তানপ্রসবান্তে ঢেঁকিতে "পাগাড়" দিয়া থাকে। পুত্রসন্তান হইলে সাতবার, কন্যা হইলে তিনবার হুলুধ্বনি দেয় এবং শিশুর জ্যেষ্ঠ ভাই (থাকিলে) একটী ক্ষুদ্র মাটীর লোষ্ট্র, শিশুর দিকে নিক্ষেপ করে। নবজাত শিশুর পিতা স্নান করিয়া নব বস্ত্র পরিধানান্তে, মঙ্গলসূচক ঘট প্রদীপ সাক্ষাতে রাখিয়া, স্বর্ণের দ্বারা শিশুর কপালে "শ্রী" লিখিয়া থাকেন। এই স্বর্ণ, নূতন বস্ত্র, ফল, ধাত্রী পাইয়া থাকে। এয়োস্ত্রীগণকে তৈল, সিন্দুর ও তাম্বুল প্রদান করা হয়। বাদ্যকরদ্বারা মঙ্গলবাদ্য বাজান হয়। প্রথম

দিন হইতে ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত শিশুর শিয়রে তরবারি রাখা হয়। প্রসূতিকে "লোহাপোড়া" অর্থাৎ (মসল্লার ঝোলের মধ্যে গন্ধ লৌহ ফেলিয়া প্রস্তুত করা হয়) নামক ঝাল খাইতে দিয়া থাকে। ষষ্ঠ দিবসে ৺ষষ্ঠী দেবীর ও মার্কণ্ডেয়ের পূজা করা হয়। ধাত্রী কর্ত্তৃক ষষ্ঠী দেবীর মৃন্ময় মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া পীড়ির উপর সংরক্ষিত হয় এবং সম্মুখে ডালা ভরিয়া খই, চালভাজা ইত্যাদি প্রদান করে, বকুল পত্রে হোম করিয়া সন্তানের ডাক নাম রাখা হয়। ৫।৭।৯।১১ প্রভৃতির অযুগ্ম নাম লিখিয়া, প্রত্যেক নামের কাছে এক একটী দীপ একসঙ্গে জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। যে নামের কাছে উজ্জ্বলভাবে প্রদীপ জ্বলে ও অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়, সেই নামটী রাখা হয়। শিশুর মাতুল বস্ত্রালঙ্কার ও কুটুম্ববর্গ লৌকিকতা প্রদান করেন। পুরোহিত ব্রাহ্মণ একখণ্ড নূতন বস্ত্রে ৺কৃষ্ণের দ্বাদশ নাম কাঁচা হরিদ্রা-দ্বারা লিখিয়া শিয়রে দিয়া থাকেন। সমাগত নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া যথাযোগ্য দক্ষিণা প্রদানান্তে, পদধূলি সংগ্রহ করিয়া, কবজ মধ্যে পুরিয়া শিশুর গলায় কি শিয়রে সংলগ্ন করিয়া রাখে। অষ্টম দিনে ও ষষ্ঠীমূর্ত্তির সম্মুখে বকুলপত্রে হোমাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়। পরদিন প্রতিবেশিগণের বাড়ীতে খই,চা'লভাজা, তৈল, সিন্দুর প্রদান করা হয়। প্রসূতিও শিশু-জন্মের প্রথম তৃতীয়, ষষ্ঠ ও একবিংশ দিবসে নখত্যাগ করেন, তৎপরে ত্রিশ দিনে নখত্যাগান্তে পবিত্র হইয়া থাকেন। এ দিনে পবিত্র হইয়া সূতিকাগৃহ হইতে নিষ্ক্রামণ করিয়া থাকেন। এ সময়েও মঙ্গলসূচক বাদ্যাদি করান হয়। কুটুম্ব ও ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া, ব্রাহ্মণগণকে সাধ্যানুসারে দক্ষিণা প্রদান করা হয়।

নামকরণ ও অন্নপ্রাশন—ষষ্ঠ মাসে ষোড়শ মাতৃকা পূজা, বসুধারা দেওয়া, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, গদাধর পূজা, চরু হোমাদি শাস্ত্রোক্ত মতে নির্ব্বাহানন্তর ব্রাহ্মণ শিশুর মুখে চরু দিয়া থাকেন। তখন শিলাপটে খড়িদ্বারা ২।৩টী রেখা আঁকিয়া রাশিগত ২।৩টী নামে প্রজ্বলিত দীপ রাখা হয়, যেই নামে দীপ অধিক উজ্জ্বল এবং অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়, সেই নাম শিশুর পিতা দক্ষিণ কর্ণে, মাতা বাম কর্ণে শুনাইয়া থাকেন। শিশুর সম্মুখে দোয়াত কলম, পুস্তক, তরবারি ও শিল্পদ্রব্য রাখা হয়, তন্মধ্যে শিশু যাহা প্রথম ধরে তদ্দ্বারাই ভাবিকালে জীবিকানির্ব্বাহ হইবে বুঝা যায়। তৎপর শিশুকে বিষ্ণু-মন্দির হইতে ঘরে লইয়া, পিতামহ কি ভাই সম্পর্কীয় ব্যক্তি প্রথমে বিষ্ণুর প্রসাদ শিশুর মুখে প্রদান করিয়া, পরে ষড়্‌রসান্বিত বিবিধ ভক্ষ্য বস্তু প্রদান করেন। ইনি বিদ্বান্ ও সদ্‌গুণালম্বী হওয়া চাই। প্রবাদ এই যে, প্রথম অন্নপ্রদানকারীর স্বভাবানুযায়ী শিশুর স্বভাব সংগঠিত হয়। তৎপর যথাযোগ্য যান বাহনাদিতে আরোহণ করাইয়া দোয়াত, কলম সহ গৃহ হইতে বহির্গত হয়। কতকদূর যাওয়ার পর, শিশুর মাতা কি তৎস্থানীয় কোন স্ত্রীলোক মিষ্ট দ্রব্য হাতে করিয়া শিশুকে ফিরাইয়া আনেন। কুটুম্ববর্গ তখন লৌকিকতা প্রদান করিয়া শিশুকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করেন। এই দিনও ব্রাহ্মণ ও জ্ঞাতি কুটুম্বগণকে ভোজন করান হয়।

চূড়াকরণ— শুভদিনে শুভলগ্নে শাস্ত্রবিহিত আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধাদি করান হয়। পরে

পঞ্চতীর্থ বা পুষ্করণীর জলে ক্ষৌরকার্য্যান্তে, নাপিত স্বর্ণ বা রৌপ্য গুজির দ্বারা (কাঁটা) কর্ণে ভেদ করে। এই দিন ও কুটুম্ববর্গ লৌকিকতা প্রদান করেন। ব্রাহ্মণাদিকে নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়।

বিদ্যারম্ভ—পঞ্চমবর্ষ বয়সে শুভদিনে শুভক্ষণে যথাশাস্ত্র ক্রিয়া নির্ব্বাহান্তে, বেদ-মাতা সরস্বতী দেবীর অর্চনা করিয়া, আচার্য্য বালকের হাতে খড়ি দিয়া কাষ্টফলকে প্রথম আঁজি বা আঙ্গর অর্থাৎ ওঁকারের রূপান্তর লিখাইয়া পরে পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ লিখাইয়া থাকেন। সেই দিন বহুবিধ পিষ্টক ও ভক্ষদ্রব্য "মণপাতা" যোগে শিশুকে ভক্ষণ করাইয়া থাকে। প্রবাদ এই যে "মণপাতা" যোগে পিষ্টক ভক্ষণ করিলে, লেখাপড়া মনে থাকে। এই দিনেও ব্রাহ্মণাদিকে নিমন্ত্রণ করা হয়।

বিবাহ—চট্টগ্রাম-কায়স্থ-সমাজে সমান সমান কুলে সম্বন্ধ করা নিয়ম, কেহ দৈবাৎ নিম্ন শ্রেণীর কায়স্থের সহিত সম্বন্ধ করিলে কুলভ্রষ্ট ও সমাজে পতিত হন। চট্টলে অনেক গুলি কুলীন কায়স্থ হিন্দুস্থান হইতে আসিয়া প্রাচীন কালে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কেহ রাষ্ট্রবিপ্লবে দেশভ্রষ্ট হইয়া, কেহ বা চাকরী উপলক্ষে এতদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন। এই বংশগুলি বল্লালি-কুলপ্রথার অধীন নয়, তবে অভাববশতঃ দক্ষিণ-রাঢ়ীয় ও উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের সহিত সম্বন্ধ করিয়া আসিতেছেন। সমস্ত বংশের কুলজী প্রাপ্ত না হওয়ায়, ইঁহাদের বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করিতে ক্ষান্ত রহিলাম। দ্বিতীয় ভাগ কায়স্থদর্পণে সবিশেষ আলোচনা করিয়া দেখাইব। কতকগুলি বাহাত্তরে কায়স্থ পূর্ব্বাবধি কুলীনের সহিত সম্বন্ধ করিতে না পারায়, "বৈদ্যজাতির" সহিত সম্বন্ধ করিয়া আসিতেছেন; ইঁহারা প্রকৃত কায়স্থপদবাচ্য হইতে পারেন কি না, বহুদর্শী বিদ্বান্ কায়স্থগণ বিবেচনা করুন। ৩০।৪০ বৎসর কাল পর্য্যন্ত বৈদ্যজাতির উৎপত্তিতত্ত্ব অবগত হইয়া অনেকে সম্বন্ধ করিতেছেন না, কেহ কেহ কায়স্থসভার এই সংস্কারের দিনেও সম্বন্ধ করিতেছেন। তাঁহাদের নাম ও সম্বন্ধাদির বিষয় ভবিষ্যতে জানাইব। বলা বাহুল্য ভাল কায়স্থগণের ইঁহাদের সহিত সংস্রব নাই।

ঘটকের দ্বারায় ও কোষ্ঠীগণনায় বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইলে, কন্যার অভিভাবক শুভদিনে শুভলগ্নে অষ্টদূর্ব্বা (চণ্ডীর নির্ম্মাল্য) কন্যার হাতে স্পর্শ করাইয়া বরের কাছে পাঠাইয়া দেন। এবং কন্যাদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন, তাহাকেই বাগ্‌দান কহে। তৎপর সেই অষ্টদূর্ব্বা লইয়া ঘটক বরের বাড়ীতে শুভক্ষণে উপস্থিত হইয়া, কন্যা অষ্টদূর্ব্বা দিয়াছে বলিয়া বরকে জ্ঞাপন করেন। বর উহা শিরে ধারণ করেন। সধবা স্ত্রীলোকেরা আনন্দ সহকারে হুলুধ্বনি দিয়া থাকেন, ব্রাহ্মণেরা মঙ্গলার্থে স্বস্তিবাচন করিয়া থাকেন। তৎপর কোন শুভদিনে দধি, মৎস্য সহ, সধবা স্ত্রীলোক (গোলামের) ব্রাহ্মণ, এবং গোলাম শূদ্র, কন্যার পিতার বাড়ী যাইয়া একবেলা ভোজন করেন ও কোন্ দিন কোন্ সময় বিবাহ হইবে, তাহার লগ্ন নিরূপণ করিয়া, তালিকা লিখেন। তালিকা কাহার পুত্র বা কন্যার সহিত

বিবাহ হইবে, নাম সহ লেখা হয় ও অলঙ্কারের ফর্দের জায় থাকে। সিন্দুর দ্বারা টাকার ছাপ তালিকায় দেওয়া হয়। সেই টাকা কোষ্ঠী দেখার জন্য লগ্নাচার্য্যকে প্রদান করা হয়। অধিবাসের পূর্ব্বদিন শেষরাত্রে বর ও কন্যা দধিসংযোগে অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকেন, ইহাকে "দধিমঙ্গল" কহে। অধিবাস দিবসে বরনডালা ও "সোণামুখী" সাজাইয়া এয়োস্ত্রী (গোলামের) তাহা মাথায় করিয়া সদর পুষ্করণীর ঘাটে লইয়া যায়, এবং পাঁচজন এয়োস্ত্রী লাড়ু সন্দেশের চাউল ইত্যাদি ধুইয়া থাকে, ইহাকে বারইর চাউল ধোয়া কহে। কন্যার পিত্রালয়ে কন্যাকে স্নান করাইয়া নববস্ত্র পরিধান করাইয়া, চিত্রিত পীড়ির উপর পূর্ব্বমুখে দণ্ডায়মান করায়, চতুর্দ্দিকে এয়োগণ বেষ্টিত হইয়া হুলুধ্বনি দেয়। কন্যার বামপদের কনিষ্ঠাঙ্গুলি হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত সাত নাল সুতা মাপিয়া তদ্দ্বারা পলিতা প্রস্তুত করেন। রঞ্জিত মৃত্তিকাভাণ্ডে "এয়োপ্রদীপ" নামে এক নূতন প্রদীপ জ্বালিয়া এই সময় হইতে বিবাহ পর্য্যন্ত দশ দিন প্রজ্বলিত রাখে। অধিবাস দিবসে উপবাস করিয়া প্রদোষ সময়ে ক্ষৌরকার্য্য সমাধানান্তে তৈল, হরিদ্রা অনুলেপন করিয়া বর ও কন্যা (স্বীয় স্বীয় বাড়ীতে স্নান করেন। স্নানান্তে নববস্ত্র পরিধান করিয়া, শুভ বিবাহের অধিবাসকৃত্য গণেশাদি পঞ্চ দেবতার পূজা করেন; এই সময়ে বরের পিতা কি আত্মীয়গণ যথাযোগ্য যান বাহনাদিতে আরোহণ করিয়া, ব্রাহ্মণ, গোলাম শূদ্র, বাদ্যকর প্রভৃতিকে লইয়া কন্যার পিত্রালয়ে বরযাত্রী যাইয়া থাকেন। বরযাত্রিগণকে কন্যার পিতার লোকে মিষ্টদ্রব্য স্পর্শ করায় ও তাম্বুল প্রদান করে। তৎপর পুরস্ত্রীগণ হুলুধ্বনি দিয়া বিবাহ বেদিকায় লইয়া যায়। ক্ষুদ্র পুকুর কাটিয়া, তাহার চতুষ্কোণে চারিটী কদলীবৃক্ষ রোপণ করিয়া, পশ্চিমদিকে অষ্টভুজ বিবাহবেদিকা নাপিত প্রস্তুত করে, সাতনাল সুতা বেষ্টন করে (বর কন্যার বাড়ীতে) এবং স্ত্রীগণ মাষকলাই বাটিয়া, বর ও কন্যার ললাটে তাহার ফোটা দিয়া থাকে। ঐ সুতাগুলি গাত্র হইতে টোপরে জড়াইয়া রাখে। পরে একখানা কাংস্য দর্পণ হাতে দিয়া ঘরের মধ্যে আনিয়া আহারাদি সমাধান করান। আহারের পূর্ব্বে কন্যাকে বরের বাড়ী হইতে নীত বস্ত্রালঙ্কারে ও মাল্য চন্দনাদিতে ভূষিত করেন। বিবাহদিন প্রাতে কন্যাকে শ্বশুরালয়ে লওয়া হয়। বিদায়ের পূর্ব্বে কন্যার মাতার ক্রোড়ে নববস্ত্র ও রম্ভা প্রদান করিয়া, কন্যাকে ক্রোড় হইতে উঠাইয়া দেয়, এই বস্ত্রাদিকে "ভারাওলী" বলে, কন্যার মাতা পরে ইহা সম্প্রদানদ্রব্যের সহিত বরের পিত্রালয়ে ফেরত পাঠাইয়া দেন। (কোন কোন স্থলে কন্যার পিত্রালয়ে মূল বিবাহ করাইয়া, বরের পিত্রালয়ে গিয়া বাসি বিবাহ করায়, ইহাকে "চলন্ত" বিবাহ কহে) বিবাহ দিন বরের অভিভাবক কি বর, কন্যার অভিভাবক গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকাপূজা, বসুধারাদান, আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ করেন। পঞ্চভাণ্ড মধু তদভাবে পঞ্চভাণ্ড ইক্ষুরস, কিম্বা ৫ টুকরা ইক্ষু, পঞ্চতীর্থে বা পঞ্চপুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়া, হুলুধ্বনি ও ঢোলবাদ্যাদি সহকারে, পঞ্চতীর্থের বা পুষ্করণীর জল লইয়া বাড়ী আসা হয়। (এই জলে বিবাহরাত্রে বরকন্যাকে অভিষেক করান হয়) তৎপর কোন দম্পতী সধবা সধবী হইয়া দাঁড়াইয়া

থাকে। ইহাদের মাথার উপর নূতন কাপড় ঢাকিয়া দেওয়া হয় তাহার উপর কাদামিশ্রিত জল ঢালিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে "সোহাগকাটা" বলে। এ সময়ে পরিহাসযোগ্য ব্যক্তিরা পরস্পর কাদা মাখামাখী করিয়া, বেশ আমোদ উপভোগ করেন। রুগ্ন ও সম্মানিত ব্যক্তিরা, ভয়ে লুকাইয়া থাকেন। সন্ধ্যার পর বরযানে আরোহণ করিয়া বাদ্যাদিসহ বাজি পোড়াইতে পোড়াইতে কতকপথ ভ্রমণ করিয়া আসেন, ইহাকে "গস্তফিরা" বলে। তৎপর লগ্ন সময়ে বরকে ছায়ামণ্ডপে আনিয়া, সম্প্রদান-কার্য্য সমাপন করিয়া, পীড়িতে করিয়া গোলাম চতুষ্টয়ে উর্দ্ধে উঠায়। কন্যাকে বরের সমক্ষে আনিয়া, সপ্ত প্রদক্ষিণ করায়। ইহাকে মুখচন্দ্রিকা কহে। সেই সময়ে নেকড়ায় তাম্বূলকণা জড়াইয়া, সর্ষপতৈল সংযোগে প্রজ্জ্বলিত করিয়া, বেদীর চতুঃপার্শ্বস্থ কদলীবৃক্ষের উপর স্থাপন করা হয় ও ২ টী হংসডিম্ব বর ও কন্যার ললাটে স্পর্শ করিয়া একটী পূর্ব্বমুখে একটী পশ্চিমমুখে উর্দ্ধে সবলে নিক্ষেপ করে। পরে বর যথাবিহিত হোতৃবরণ করেন অনন্তর বর কন্যাকে পঞ্চফল-যুক্ত বস্ত্রের দ্বারায় যুগ্মগ্রন্থি এবং বিবাহের মন্ত্রপাঠ ও কুশার দ্বারা উভয়ের অঙ্গুলী বদ্ধ করিয়া দেয়। বিবাহ সমাপনান্তে সপ্তপদ গমন করিয়া, সপুত্রশিলারোহণ করেন ও বেদিকাতে উঠিয়া ৭ নাল সূতার দ্বারা আবদ্ধ হন। পরে বরকন্যা গৃহে গিয়া দশপঁচিশ খেলার পর, বর ৭ কড়া কড়ি কন্যার হস্তে প্রদান করে, কন্যা চিত্রিত নূতন সরার উপর নিক্ষেপ করে। কড়ি সরা হইতে ভূমিতে পড়িলে, স্ত্রীগণ বলিয়া উঠেন কন্যা দাতা ও ভাগ্যবতী হইবেন, না পড়িলে কৃপণ হইবেন বলিয়া রহস্য করেন। তৎপর চিত্রিত নূতন ভাণ্ড হইতে, চাউল লইয়া (ভাত বলিয়া) কন্যা বরকে ভক্ষণার্থ প্রদান করেন, তৎপর বরও ঐ রূপ প্রদান করেন। ইহাকে "বৌখেলা" বলে।

পরদিন স্নানান্তে নববস্ত্র পরিধান করাইয়া বেদিকাতে উঠাইয়া উভয়ের দ্বারা সূর্য্যার্ঘ্য দেওয়া হয়। বেদিকাসন্নিহিত পুষ্করিণীতে অঙ্গুরী লুকাইয়া বর ও কন্যার পক্ষের গোলাম কতকক্ষণ খেলা করে। ইহাকে "বাসি" বিবাহ বলে। পরে গৃহে গিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া, গোলাম বেত দ্বারায় দ্বারের কপাটের উপরিভাগে ফুল বাঁধে। এই সময়ে "বৌখেলার" পর, বর একটী ফুলের ক্ষুদ্র ডাল লইয়া কন্যাকে মারে, ইহাকে ফুলের ডালের বাড়ি কহে। এই সময়ে আত্মীয়গণ যথাসম্ভব অর্থ প্রদান করেন। এই দিন পূর্ব্বাহ্ণে বউ জ্ঞাতি-কুটুম্ব-গণের পাতে মিষ্টান্ন প্রদান করেন। ইহাকে মিঠাভাত বলে। এই সময়ে যে আত্মীয় বউর হাতে না খান, তিনি আর খাইবেন না বুঝা যায়। শেষরাত্রে বর ও বধূ স্নান করিয়া থাকেন, ইহাকে "কালস্নান" কহে। ইহার পর রাত্রিতে "ফুলশয্যা"। এই অবধি ৮ দিন উভয়ে একশয্যায় থাকেন। বিবাহের পর দশদিনের রাত্রিতে বৌখেলাদি সমাপন করায়, ইহাকে "দশরাত্র" বিবাহ বলে। বিবাহের পর হইতে নবদম্পতীকে জ্ঞাতি কুটুম্বগণ স্বীয় স্বীয় বাড়ী নিমন্ত্রণ খাওয়ান, ইহাকে "মিঠাভাতের নিমন্ত্রণ" কহে।*

* কোন কোন স্ত্রীআচার ত্যাগ করা হইল।

কায়স্থগণের গোত্র ও প্রবর।

নিম্নের লিখিত গোত্র প্রবর ব্যতীত অন্য গোত্র প্রবরযুক্ত কায়স্থবংশ থাকিলে আমাকে [illegible]ম ২য় ভাগ কায়স্থদর্পণে মুদ্রিত করিব।

উপাধি	গোত্র	প্রবর।
বসু	গৌতম	গৌতম, অপ্সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।
ঘোষ	সৌকালীন,	সৌকালীন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, অপ্সার নৈধ্রুব।
	শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল।
	বাৎস্য	ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
মিত্র	বিশ্বামিত্র	বিশ্বামিত্র, মরীচি, কৌশিক। বা বিশ্বামিত্র, ঔতথ্য, দেবরাট, কৌবিৎ, বিশ্বামিত্র, মরীচি, কৌবিক।
গুহ	কাশ্যপ	অপ্সার, নৈধ্রুব, কাশ্যপ কবিষ।
দত্ত	মৌদ্গল্য	ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য অসিত, দেবল।
	ভরদ্বাজ	ভারদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
	কৃষ্ণাত্রেয়	কৃষ্ণাত্রেয় আত্রেয়, আবাস।
	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
	পরাশর	পরাশর, শক্তি, বশিষ্ঠ।
	আলম্যান	আলম্যান, শাঙ্কায়ন শাকটায়ন।
	বশিষ্ঠ	বশিষ্ঠ, অত্রি সাঙ্কৃতি।
	অগ্নিবাৎস্য	অগ্নিবাৎস্য, অপ্সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।
	সৌপায়ন,	চ্যবন ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	(মতান্তরে)	সোপায়ন, অপ্সার, নৈধ্রুব, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
	ঘৃতকৌশিক	কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক।
	ঘৃতকুশিক	ঘৃতকৌশিক, কৌশিক, বন্ধুল।
	কন্বঋষি	কন্বিষ বা কন্বীশ।
	অগ্নিবৈশ্য	আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভারদ্বাজ।
সেন	আলম্যান,	আলম্যান, শাঙ্কায়ন, শাকটায়ন।
	কাশ্যপ,	অপ্সার, নৈধ্রুব।
	ধন্বন্তরি	ধনন্তরি, অপ্সার, নৈধ্রুব, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
	বাসুকি	অক্ষোভ্য, অনন্ত, বাসুকি।

উপাধি	গোত্র	প্রবর।
সিংহ	ভরদ্বাজ	ভারদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
	শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল।
	ঘৃতকৌশিক	কুশিক কৌশিক, ঘৃতকৌশিক।
	বাৎস্য	ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	গৌতম	গৌতম, অপ্সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য; নৈধ্রুব কোষাক্ষিৎ গৌতম, আঙ্গিরস, আবাসা।
	সাবর্ণ	ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	মৌদ্গল্য	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
দাস	আত্রেয়	আত্রেয়, শাতাতপ, শঙ্খ।
	গার্গ্য	গর্গ অসিত, দেবল।
	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার নৈধ্রুব।
	শালঙ্কায়ন	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	আলম্যান	আলম্যান, শাঙ্কায়ন, শাকটায়ন।
	মৌদগল্য	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	গৌতম,	গৌতম, অপ্সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব,
	ঘৃতকৌশিক	কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক।
	অত্রি	অসিত, অত্রি, বিশ্বাবসু।
নাথ	কাশ্যপ	কশ্যপ, অপ্সার নৈধ্রুব।
	পরাশর	শক্তি, পরাশর, বশিষ্ঠ।
দাস	শাণ্ডিল্য,	শাণ্ডিল্য অসিত, দেবল।
	ভরদ্বাজ	ভারদ্বাজ আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
পালিত	ভরদ্বাজ	ভারদ্বাজ আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
	শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল।
দেব	ঘৃতকৌশিক	কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক।
	আলম্যান	আলম্যান, শাঙ্কায়ন, শাকটায়ন।
	বশিষ্ঠ	বশিষ্ঠ, অত্রি, সাঙ্কৃতি।
	গৌতম	গৌতম, অপ্সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব,
	মৌদগল্য	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	পরাশর	পরাশর, শক্তি, বশিষ্ঠ।
	কাশ্যপ,	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
	ভরদ্বাজ	ভারদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য,

উপাধি	গোত্র	প্রবর।
দেব	বাৎস্য	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল।
চন্দ্র	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার নৈধ্রুব।
	ভরদ্বাজ	ভারদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
	মৌদ্গল্য	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
পাল	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
	শাণ্ডিল্য	অসিত, শাণ্ডিল্য, দেবল।
	ভরদ্বাজ	ভারদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
নন্দী	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
	আলম্যান	আলম্যান, শাঙ্কায়ন শাকটায়ন।
কর	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
	আলম্যান	আলম্বায়ন, শাকটায়ন শালঙ্কায়ন।
	গৌতম	গৌতম, অপ্সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব, কেযাঞ্চিৎ গৌতম, আঙ্গিরস, আবাস্য।
	জামদগ্ন্য	যমদগ্নি, ঔর্ব্ব্য, বশিষ্ঠ।
	মৌদ্গল্য	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	দিবাকর	দিবাকর, ঔর্ব্ব, দেবরাত।
নাগ	সৌকালীন	সৌকালীন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য জামদগ্ন্য, নৈধ্রুব।
	সৌপায়ন	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
রাহা	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
	শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য অসিত দেবল।
ভদ্র	ভরদ্বাজ	ভারদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
	আলম্যান	আলম্বায়ন, শালঙ্কায়ন, শাকটায়ন।
ধর	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
কুণ্ড	কাশ্যপ	কাশ্যক, অপ্সার, নৈধ্রুব।
	গৌতম	গৌতম, অপ্সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।
সোম	লৌহিত	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
	কাশ্যপ	ঐ ঐ ঐ
ভদ্র	চন্দ্রঋষি	চন্দ্রঋষি, পরাশর, দেবল।
	ভরদ্বাজ	ভারদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
	আলম্যান	আলম্যান, শাঙ্কায়ন, শাকটায়ন।

উপাধি	গোত্র	প্রবর।
রক্ষিত	বাৎস্য	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	মৌদ্গল্য	ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
	ভরদ্বাজ	ভারদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
অঙ্কুর	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
	ভরদ্বাজ	ভারদ্বাজ, আঙ্গিরস বার্হস্পত্য।
বিষ্ণু	বৈয়াঘ্রপদ্য	সাঙ্কৃতি।
	ভরদ্বাজ	ভারদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
	গৌতম	গৌতম, অপ্সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।
আঢ্য	মৌদ্গল্য	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
(আন্ত)	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
	শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল।
নন্দন	কাশ্যপ.	অপ্সার, কাশ্যপ, নৈধ্রুব।
	গৌতম	গৌতম, অপ্সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।
হোড়	মৌদ্গল্য	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
(হোর	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
রাণা	দালভ্য	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
	কাশ্যপ	ঐ ঐ ঐ
	হংসল	হংসল, বাসল, দেবল।
ভঞ্জ	আলম্যান,	আলম্যান, শাঙ্কায়ন, শাকটায়ন।
বল	ঐ	ঐ ঐ ঐ
	গৌতম	গৌতমগোত্রের প্রবর দেখুন।
চাকী	গৌতম,	গৌতম, অপ্সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।
রাহুত	আলম্যান	শাঙ্কায়ন, শাকটায়ন, আলম্যান।
আদিত্য	ঐ	ঐ ঐ ঐ
গুপ্ত	ঐ	ঐ ঐ ঐ
রুদ্র	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
সানা	অগ্নিবাৎস্য,	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
আইচ	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
কুল	ঐ	ঐ ঐ ঐ।
দীপ	আত্রেয়	(আত্রেয় গোত্রের প্রবর দেখুন)
ব্রহ্ম	ভরদ্বাজ	(ভরদ্বাজ গোত্রের প্রবর দেখুন)

উপাধি	গোত্র	প্রবর
বর্দ্ধন	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
	ঘৃতকৌশিক	(ঘৃতকৌশিক গোত্রের প্রবর দেখুন)
সুর	বাৎস্য	(বাৎস্য গোত্রের প্রবর দেখুন)

নাহা, আঁইচ, ধারা, মধু, গুণ প্রভৃতি কএকটী উপাধি শুনা যায়, কিন্তু তাঁহাদের গোত্র ও প্রবর জানা যায় নাই।

চট্টগ্রামের কায়স্থ-বংশাবলী

ও

প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের নাম।

বঙ্গের কুলজী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবার বাসনায় আমি চট্টগ্রামের "জ্যোতিঃ" পত্রিকায় ৯ সপ্তাহ ও কলিকাতার "আনন্দবাজার" পত্রিকায় ৩ সপ্তাহ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করি। অনুগ্রহপূর্ব্বক অতঃপর যাঁহারা কুলজী পাঠাইবেন, তাঁহাদের বংশমালা ২য় খণ্ড "কায়স্থ দর্পণে" মুদ্রিত হইবে। মৎকর্ত্তৃক যথাসম্ভব সংগৃহীত চট্টগ্রামের কায়স্থ-বংশের তালিকা নিম্নে প্রকাশিত হইল। যে সব গোত্র, প্রবর "কায়স্থের বর্ণনির্ণয়" ও "বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ" পুস্তকের মতে প্রকাশ নাই, তাঁহার নীচে নীচে মন্তব্য প্রকাশ করা হইল। ইহাতে যেন কেহ বিরক্ত না হন, কারণ কোন স্থানে অপ্রকাশাবস্থায় এই সব গোত্রাদি থাকিতেও পারে।

দক্ষিণ রাঢ়ীয়শ্রেণী

থানা ফটীকছরী

ধুরুং (১) রাহাবংশ—এইবংশে ষষ্ঠীচরণ রাহা রেঙ্গুণে একাউটেন্ট্, হরগোবিন্দ অনারেরী মাজিষ্ট্রেট কৈলাসচন্দ্র সবরেজীষ্ট্রার, কাঞ্চনপুর (২) পালিতবংশ ৺মদন চৌধুরী জমিদার, পূর্ণবাবু শিক্ষিত লোক, ভূজপুর (৩) দত্তবংশ।

থানা হাটহাজারী

মির্জ্জাপুর (৪) চৌধুরীবংশে বাবু রমেশচন্দ্র চৌধুরী জমিদার (৫) রক্ষিতবংশে মদন রক্ষিত জমিদার, পূর্ণবাবু জমিদার, দিগম্বর বাবু এড্‌ভোকেট রেঙ্গুণ, মহেন্দ্রবাবু প্রসিদ্ধ,

ফতেয়াবাদ (৬) দাতারাম চৌধুরীর বংশ (৭) চাঁদনন্দীর বংশে কমল বাবু জমিদার (৮) বাৎস গোত্র ঘোষবংশে রমেশবাবু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। (৯) সৌকালীন গোত্র ঘোষবংশে (১০) নন্দীবংশ ঈশ্বরবাবু ডিপুটীকালেক্টার, রমেশবাবু কমিসনের কেরাণী, বরদাবাবু ইংরাজী শিক্ষিত (১১) ধরবংশ শিকারপুর (১২) লালবংশে, বাবু বরদা চৌধুরী।

থানা রাউজান

সুলতানপুর (১৩) নন্দীবংশে, তারাচরণ বাবু (১৪) দাসবংশে গৌরচন্দ্র বাবু, (১৫) বিশ্বাসবংশে ক্ষীরোদবাবু রাউজান ইংরাজী স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট দুর্গাচরণ বাবু কবিরাজ, দ্বারিকাবাবু ফৌজদারী কেরাণী, (১৬) কুলবংশে চণ্ডীবাবু জমিদার, ত্রিপুরাচরণ বাবু (১৭) দাসবংশে বাবু রমেশ চৌধুরী পোষ্টমাষ্টার বর্ম্মদেশ, সরকারখীল (১৮) সরকারবংশে রামতনু বাবু জমিদার, তাঁহার পুত্র উমেশবাবু ও সাগরবাবু প্রভৃতি ও শ্যামাচরণ বাবু শিক্ষিত লোক, গগনবাবু কেরাণী। নয়াপাড়া গুহবংশে বিপিনবাবু (১ম) উকীল ত্রিপুরাবাবু উকীল, প্যারীবাবু পেন্‌সন্ প্রাপ্ত সেরেস্তাদার, জগতবাবু পুলিসের হেড কেরাণী, বিপিনবাবু (২য়) উকীল (২০) ব্রহ্মদাসবংশে নবীনবাবু খাস তহশীল মোহরের বিরাজবাবু জমিদার মোহরের (২১) প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের বংশে দিগম্বর বাবু ফরেষ্টগার্ড (২২) বাসুকী সেনবংশে বাবু জয়চন্দ্র চৌধুরী ও রামকানাই চৌধুরী প্রসিদ্ধ (২৩) বিশ্বাসবংশে যাত্রামোহন বাবু হাইকোর্টের মোক্তার নিশিবাবু ও কাশীবাবু কৃতবিদ্য ও দেশহিতৈষী। (২৪) দত্তবংশে কৈলাসবাবু উকীল, (২৫) শাণ্ডিল্য গোত্র সিংহ বংশে উমাচরণবাবু বুলক ব্রাদার অফিসে হেড্ কেরাণী, কোয়েপাড়া, (২৬) গুহ বংশে নববাবু পোষ্টমাষ্টার, হরচন্দ্র বাবু মুন্সেফের মোহরের, (২৭) রুদ্র বংশে গৈরাদবাবু ও নিত্যানন্দবাবু জমিদার, (২৮) অত্রি গোত্র দাস বংশে শরৎ মুন্সী উকীল, যাত্রামোহন দাস প্রসিদ্ধ, (২৯) বাসুকী সেন বংশে কমলাকান্ত বাবু বি, এল, তাঁহার পুত্র নলিনীরঞ্জন বি, এ, "আলো" সম্পাদক মহাশয় চট্টগ্রামের অকালরাহুগ্রস্ত চন্দ্রস্বরূপ, যামিনীরঞ্জন বি, এল, অন্নদাবাবু জজকোর্টের উকীল, রসিক সেন জমিদার, নন্দকুমারবাবু কষ্টমের কেরাণী, দ্বারিকাবাবু প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ৺কৃষ্ণকান্ত মুন্সেফ্ (৩০) করবংশ; বেতাগী, (৩১) বশিষ্ঠগোত্র দাস বংশে রসিকবাবু কালেক্টরীর কেরাণী, রামকুমারবাবু জমিদারের নায়েব; উনসত্তর পাড়া (৩২) কাশ্যপগোত্র দাসবংশে বাবু রসিকচন্দ্র চৌধুরী ও সাঁছিরাম চৌধুরী জমিদার রাদলীয়া (৩৩) দেব মজুমদার বংশে কৈলাশ বাবু প্রসিদ্ধ লোক।

থানা পটিয়া

শ্রীপুর বিদগ্রাম (৩৪) অগ্নিবৈশ্যদত্ত* বংশে রামজীবনবাবু ও প্রসন্নবাবু ডিপুটীকালেক্টর, মুন্সী বৈষ্ণবচরণ উকীল, বাবু চৈতন্য কেরাণী খ্যাতনামা উকীল, কাশীচন্দ্রবাবু কালেক্টরীর পেস্কার, পূর্ণবাবু কোর্টওয়ার্ডের নায়েব, তাঁহার পুত্র মোহিনীবাবু শিক্ষিত জমিদার, অম্বিকা

বাবু ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, দ্বারিকাবাবু ও নবীনবাবু কোর্টওয়াডের মোহরের। (৩৫) বসু বংশে তারাচরণবাবু ফৌজদারী পেস্কার, সারদাবাবু স্কুল মাষ্টার; হাওলা (৩৬) লালাবংশে ৺গোপ হরি লালা প্রসিদ্ধ উকীল ও জমিদার। ৺গিরিজাবাবু ও সারদাবাবু জমিদার। কানুনগোয়পাড়া (৩৭) কৃষ্ণাত্রেয় গোত্র দত্তবংশে গুরুদাস মুন্সী উকীল রাজচন্দ্র দত্ত পেস্কার, (৩৮) ঘোষ বংশ মহেন্দ্রবাবু খাসতহশীল মোহরের, রাজচন্দ্র ঘোষ জমিদারের নায়েব। (৩৯) রক্ষিত বংশে শরতবাবু কবিরাজ, (৪০) নন্দীবংশ (৪১) গুহবংশ (৪২) বলবংশে হরচন্দ্র বাবু মোক্তার (৪৩) চৌধুরী বংশ; সারোয়াতলী (৪৪) বাসুকীগোত্র সেন বংশে বাবু সেরেস্তাদার, হরীশবাবু খাসতহশীল মোহরের, কালীকান্তবাবুমহাশয়ের পরমগুরু সেন। প্রসন্নবাবু উকীল, অন্নদা (৪৫) চৌধুরী বংশ রাজারাম চৌধুরী জমিদার, শ্যামাচরণ বাবু সন্ন্যাসী, উমেশবাবু কবিরাজ (৪৬) নন্দীবংশ মোহিনীবাবু সন্ন্যাসী সতীশবাবু মোক্তার। (৪৭) নাগবংশ (৪৮) দত্তবংশ; শাকপুরা (৪৯) লাহাবংশে বাবু দুর্গাকিঙ্কর জমিদার (৫০) লালারাম রায়ের বংশ (৫১) ঘোষ বংশ গোলকবাবু জমিদার, রজনীবাবু রেঙ্গুণে পোষ্টমাষ্টার প্যারীবাবু কবিরাজ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ (৫২) নাগবংশ; ধোরলা (৫৩) সিংহবংশে বাৎস্যগোত্র অপর্ণাবাবু কষ্টমের কেরাণী, রজনীবাবু শিক্ষিত লোক (৫৪) বলবংশে ৺মহেশবাবু কবিরাজ ধনঘাট (৫৫) মৌদ্গল্যগোত্র দত্তবংশে ৺গুরুদাস দত্ত জমিদার, ৺জগবন্ধু দত্ত এম্ এ, "চট্টল নক্ষত্র" রূপে খ্যাত (কবিবর নবীনবাবুর অবকাশ রঞ্জিনী দ্রষ্টব্য)। ৺জয়গোপাল দত্ত জমিদার। দুর্গাদাসবাবু উকীল। (৫৬) রাঘব কানুনগোয়ের বংশে—(দেয়দাস) যোগেন্দ্রবাবু উকীল, শ্রীনাথবাবু মোক্তার, ৺রামকুমারবাবু মাষ্টার। শরতবাবু ও জগতবাবু খাসতহশীল মোহরের। (৫৭) দেব দাসবংশে প্রসন্নবাবু উকীল। ৺রাম কিশোর ডিপুটী (৫৮) রাহাবংশে সারদাবাবু বি, এ, (৫৯) মধুরাম দেব মজুমদার বংশে পূর্ণবাবু পেন্‌সন্ প্রাপ্ত ডিপুটীকালেক্টর দুর্গাকিঙ্করবাবু জমিদার, প্যারী মজুমদার কবিরাজ, বাবু দীনরঞ্জন এল এম্ এস্, নরেন্দ্রবাবু বি, এল। (৬০) ঘোষবংশে নগেন্দ্রবাবু ডাক্তার, বাবু শাঁখি ঘোষ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। ডেঙ্গাপাড়া (৬১) দত্তবংশে প্রসন্নবাবু খাস আফিসের সেরেস্তাদার। বাবু পূর্ণচন্দ্র প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও উকীল। দুর্গাদাসবাবু পুলিস্ সবইন্‌স্পেক্টার। অখিলবাবু চাঁদপুর চা বাগানের হেডকেরাণী। দুর্গাদাসবাবু খাসতহশীল মোহরের। ভুর্ষী (৬২) গুহবংশে মহেশ গুহ ওভারসিয়ার, আশুবাবু কৃতবিদ্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তি জগমোহন গুহ দারোগা, প্রাণকৃষ্ণবাবু বেলগাঁও চা বাগানের মেনেজার, তাঁহার ভ্রাতা ৺রমেশবাবু চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ কবিরাজ। বিপিনবাবু ও যোগেশবাবু জমিদার। (৬৩) আলম্বায়ন গোত্র নিধিরাম (দেয়দাস) বংশে, বাবু গোবিন্দ দাস প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ কবিরাজ, মুন্সী নবচন্দ্র চৌধুরী পেন্‌সন্ প্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারী ৺মহিমচন্দ্র কমিসনের পেস্কার বাবু গৌরচন্দ্র জমিদারের নায়েব, হরীশবাবু পটিয়া স্কুলের শিক্ষক, ৺নবীনবাবু পটীয়ার প্রসিদ্ধ উকীল। অক্রূরবাবু সেটেল্‌মেণ্টের সেরেস্তাদার। মহেন্দ্র ও সত্যেন্দ্রবাবু প্রসিদ্ধ লোক। (৬৪) পরাশরগোত্র দত্তবংশে কৃষ্ণকিঙ্করবাবু, ৺রাধা-

শ্মশানবাবু সবডিপুটী, অশ্বিনীবাবু সবডিপুটী, ৺মহেশবাবু দারোগা, কৈলাসবাবু কেরাণী। (৬৫) দাস বংশে উমেশবাবু, বরদাবাবু, (৬৬) নন্দীবংশে বঙ্গচন্দ্রবাবু পণ্ডিত সুচন্দ্রনন্দী (৬৭, নিধিরাম চৌধুরী বংশে বাবু পূর্ণচন্দ্র মজুমদার খাসতহশীল মোহরের (৬৮) মজুমদার বংশে ৺ষষ্ঠীচরণ কবিরাজ, ৺কালিদাস কবিরাজ, পূর্ণবাবু, পটীয়া স্কুলের ২য় শিক্ষক, দিগম্বর বাবু, উকীল, ৺নীলাম্বর কবিরাজ, ৺ইন্দ্রনারায়ণবাবু উকীল, বাবু ৺রামলোচন ও ৺ত্রিলোক চন্দ্রবাবু যোগেন্দ্রবাবু প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণবাবু বি,এ, ও ইন্দ্রনাথবাবু শিক্ষিত (৬৯) মৌদ্গল্য বিশ্বাস বংশে অপর্ণাবাবু ৺বাবু গৌরমোহন আমিন বাবু দীনদয়াল মুন্সী ৺তারিণীবাবু মোক্তার ৺বিপ্রদাস বিশ্বাস রামকুমারবাবু পীতাম্বরবাবু অন্নদাবাবু প্রসিদ্ধ। (৭০) দাস বংশে ভারত-বাবু ডাক্তার, ত্রিপুরাবাবু কবিরাজ। (৭১) বাহুত বংশে (শক্তিগোত্র*) বিশ্বম্ভর বাবু সেরেস্তাদার। কালাবাবু ও যোগদাবাবু শশীবাবু প্রসিদ্ধ, নববাবু কবিরাজ (৭২) বলবংশ গৈরলা (৭৩) ঘোষবংশে ভবানী ঘোষ প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। গোপী-বাবু পেন্সেন প্রাপ্ত ডিপুটী কালেক্টর। হরদাসবাবু কষ্টমের পেন্সেন প্রাপ্ত সেরেস্তাদার কিশোরবাবু সবজজের নাজির। (৭৪) বিশ্বাসবংশে যাত্রামোহনবাবু জরিপের কানুনগোয়, হরিদাস বিশ্বাস, জমিদারের নায়েব, গঙ্গাদাসবাবু কোর্টঅফওয়ার্ডের মোহরের, হরদাসবাবু জমিদারের নায়েব কাবণখাইন (৭৫) জয়কৃষ্ণ চৌধুরীর বংশে অপর্ণাবাবু জমিদার। হাবি-লাষদ্বীপ (৭৬) নন্দীবংশে বাবু মুরারীনন্দী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। (৭৭) দত্তবংশে বাঞ্ছারাম দত্ত জমিদার, অপর্ণাবাবু ও নগেন্দ্রবাবু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। (৭৮) বিশ্বাসবংশে রামমণি বক্সি প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। গোমদণ্ডি (৭৯) কৃষ্ণাত্রেয় দত্ত বংশে জীবনবাবু সেরেস্তাদার হাইদগাঁও (৮০) চন্দ্রবংশে ভুবনবাবু ও অতুলবাবু প্রসিদ্ধ। চক্রশালা (৮১) রুদ্রবংশে ভরত রুদ্র রাজা, রামকুমার রুদ্র কবিরাজ প্রসিদ্ধ। (৮২) বৈদ্যবিশারদ বংশে বাবু প্রসন্নকুমার দাস কেরাণী, নীলকমলবাবু ও কৈলাসবাবু কবিরাজ, কামিনীবাবু বি, এল, মহেন্দ্রবাবু যোগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। (৮৩) গোঁসাই বংশে বাবু রজনীকুমার বিশ্বাস, ও নগেন্দ্রবাবু ও ক্ষেত্রবাবু মোক্তার বাবু মহিম বিশ্বাস পণ্ডিত বাবু গৌরসুন্দর মুন্সী কেরাণী, বাবু গোবিন্দ বিশ্বাস ও বাবু কামিনী বিশ্বাস প্রসিদ্ধ। (৮৪) কীর্ত্তনীয়া বংশে বাবু নিমাইচরণ বিশ্বাস পেন্সন্ প্রাপ্ত পুলিশ সবইনস্পেক্টর, ইনি উথিয়ায় ৺ভৈরব স্থাপিত করিয়াছেন। বাবু গৌরসুন্দর বিশ্বাস পেন্সন্ প্রাপ্ত হেড্ কেরাণী, বর্ত্তমানে বোমাং মহারাজের ম্যানেজার, ডাক্তার আশুবাবু পশু চিকিৎসক। মোহিনীবাবু আদালতের মোহরের। (৮৫) দত্তবংশে যাত্রামোহন বাবু পটীয়া স্কুলের মাষ্টার, খগেন্দ্রবাবু সুশিক্ষিত। (৮৬) নিধিরাম চৌধুরী বংশে, রামতরন চৌধুরী জমিদার, রসিকবাবু পণ্ডিত, নগেন্দ্রবাবু জমিদার, নগেন্দ্রবাবু সুশিক্ষিত। (৮৭) অনন্তরাম চৌধুরী বংশে, বাবু পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী মোক্তার, "কায়স্থতত্ত্বতরঙ্গিণী" প্রণেতা (৮৮) গুহবংশে

* এই গোত্র ও প্রবর অন্য জেলায় দৃষ্ট হয় না।

মহিমবাবু বি, এল, বাটিথাইন (৯০) দাস (বলাই) বংশে যাত্রামোহনবাবু পেঃ প্রাপ্ত সেরেস্তাদার, বেণীবাবু এল্, এম, এস্, মহিমবাবু বি, এল, কেন্দীগহর (৯১) বিশ্বাস বংশে বিশ্বাস কোম্পানীর স্থাপয়িতা অখিলবাবু, হরিশবাবু মনমোহন বাবু প্রসিদ্ধ। (৯২) দত্তবংশে বাবু পূর্ণচন্দ্র প্রসিদ্ধ। ছনহরা (৯৩) গুহবংশে ৺অন্নদাগুহ কেরাণী ছিলেন। (৯৪) দত্তবংশে ৺গোলকচন্দ্র দত্ত ও ৺তিলকচন্দ্র দত্ত জমিদার। জগতবাবু পেঃ প্রাপ্ত জজের নাজির। রাজচন্দ্রবাবু নায়েব নাজির, যাত্রামোহন বাবু পেস্কার প্রসিদ্ধ। জঙ্গলথাইন (৯৫) নন্দীবংশে রামতারণ বাবু কোর্টঅব্ ওয়ার্ডের মোহরের। (৯৬) নন্দীবংশে বিপিনবাবু উকিল। কাসিয়াইস (৯৭) বর্দ্ধনবংশ (৯৮) নন্দী (৯৯) খাস্তগীর, (১০০) মজুমদার সেনাগর (১০১) সরকারবংশে জগদ্বন্ধু প্রসিদ্ধ। থানা বাশখালী, আউটপোষ্ট আনোয়ারা। (১০২) আইচবংশে ৺অখিলচন্দ্র চৌধুরী জমিদার, ৺রামচন্দ্রবাবু পুলিস সবইন্‌স্পেক্টার, রাজমণিবাবু ভূতপূর্ব্ব পুলিশ হেড কনেষ্টবল, বাবু মহিমচন্দ্র চৌধুরী খাস আপিসের সেরেস্তাদার বাবু নবচন্দ্র চৌধুরী, গিরিশচন্দ্র সরকার, বাবু শশিকুমার, ৺হরচন্দ্র চৌধুরী, জগতচন্দ্র চৌধুরী, প্রসিদ্ধ লোক। (১০৩) নন্দীবংশে বাবু ব্রজমোহন নন্দী কবিরাজ, হরিবাবু কবিরাজ, চন্দ্রকান্ত বাবু ও শশীবাবু সুশিক্ষিত। (১০৪) বাস্থকি গোত্র সেনবংশে বর্ত্তমান বাবু রসিকচন্দ্র সেন সুচতুর জমিদারের শিক্ষিত মোক্তার। (১০৫) দত্তবংশে অখিলচন্দ্র দত্ত প্রসিদ্ধ ডাক্তার, রামকিনু ডাক্তার; শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র দত্ত সিবিল্ সার্জ্জন। পাটানিকোটা (১০৬) ঘোষবংশে ৺কৈলাসচন্দ্র ঘোষ দারোগা ছিলেন, তৎপুত্র ক্ষেমেশবাবু জমিদার। (১০৭) সিংহবংশে দুর্গাদাস সিংহ মোহরের এক্জেকুটিভ আফিস, গণেশবাবু জমিদারের ম্যানেজার, রমণী ও প্রসন্নকুমার সিংহ জমিদারের মোহরের। (১০৮) রক্ষিতবংশে বিরাজচন্দ্র চৌধুরী কোর্টওয়ার্ডের মোহরের, রমেশবাবু বৈষ্ণবচরণ চৌধুরী প্রভৃতি এই বংশে প্রসিদ্ধ। (১০৯) দাসবংশে নবচন্দ্রবাবু জমিদারের মোহরের। (১১০) রাজু মোহরের বংশে আলম্বায়ন গোত্র ৺বংশী চৌধুরী প্রসিদ্ধ। সারদাবাবু মোক্তার। (১১১) দত্তবংশে বাবু বিশ্বম্ভর দত্ত, বাবু দিগম্বর দত্ত, কালীকমল বাবু সুপ্রসিদ্ধ। খাটখা (১১২) কাশ্যপ গোত্র দেববংশে, মুন্সী রাধামোহন চৌধুরী উকিল নকুলচন্দ্র চৌধুরী কবিরাজ। (১১৩) নিধিরাম চৌধুরী বংশে (আলম্বায়ন গোত্র) মুন্সী রামকৃষ্ণ চৌধুরী ও মুন্সী দুর্গাচরণ চৌধুরী মুন্সী গোলকচন্দ্র চৌধুরী ও বাবু জগদ্বন্ধু চৌধুরী উকিল, অন্নদাবাবু মোক্তার, প্রসন্নকুমার চৌধুরী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। (১১৪) দত্তবংশ (১১৫) নন্দীবংশ (১১৬) গুহবংশে, অন্নদা গুহ মোক্তার। (১১৭) বর্দ্ধনবংশ। কৈলপুরা (১১৮) নন্দীবংশ—৺বাবু গোলকচন্দ্র পেস্কার প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক এবং দয়াবান্ উকিল ছিলেন। ইঁহার বংশে বাবু বরদা নন্দী, বামাচরণ নন্দী মোক্তার। বরমা (১১৯) হোরবংশে, রামচন্দ্র বাবু মোক্তার, লক্ষ্মীবাবু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লোক। জোয়ারা (১২০) রক্ষিতবংশে, ৺রাধাচরণ রক্ষিত মুন্সেফ ছিলেন, গিরিশবাবু কবিরাজ ও জমিদার, ক্ষেমেশবাবু

খুলকুত্রাদার কোং হেড্ কেরাণী, মহেশবাবু কালেক্টারীর হেডতৌজিনবিস। উমেশবাবু, রমেশবাবু অম্বিকাবাবু, রমণীবাবু, বিপিনবাবু নূতনবাবু, ঈশ্বরবাবু, প্রভৃতিও রাজকর্ম্মচারী প্রসিদ্ধ লোক, বাবু রমেশচন্দ্র রক্ষিত উকিল। (১২১) দাসবংশে, রাজচন্দ্রবাবু ও নিশিবাবু ও গিরীন্দ্রবাবু চট্টল প্রসিদ্ধ বড় কবিরাজ গৌরচন্দ্রবাবু মাষ্টার, গিরিজাশঙ্কর সুশিক্ষিত লোক। (১২২) এইগ্রামে ভৃগুরাম চৌধুরীর বংশে রমণীবাবু ও ঈশ্বরবাবু প্রভৃতি শিক্ষিত (১২৩) আইচবংশে রজনীবাবু মোক্তার মহম্মদপুর (১২৪) রসিকচন্দ্র সেন ও ৺পূর্ণচন্দ্র সেন জমিদার। (১২৫) জাগাইজুরি ঘোষবংশে কামিনীবাবু, রজনীবাবু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ (১২৬) মজুমদারবংশে নিধিরাম শাখা গণেশবাবু কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের মোহরের উমাচরণ বাবু, অন্নদাবাবু শরচ্চন্দ্র বাবু প্রসিদ্ধ। বাগ্নশত, সরকারবংশে, ঈশান সরকার, আনন্দবাবু পূর্ণবাবু প্রসিদ্ধ লোক। (১২৭) আইচবংশ, বাবু জগবন্ধু আইচ (সাধনপুরবাসী) প্রসিদ্ধ।

থানা সাতকানিয়া।

ধর্ম্মপুর (১২৯) অত্রি গোত্র দাস (প্রঃ বিশ্বাস) বংশে ৺নূতন বিশ্বাস, উমাচরণ বাবু, নিশিবাবু, মহেন্দ্রবাবু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ (১৩০) কৃষ্ণরামবাবুর বংশে (কাশ্যপদেব) অখিলবাবু ও ত্রিপুরাচরণ বাবু জমিদার। তারাকিঙ্কর বাবু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। (১৩১) দত্তবংশ (১৩২) দাসবংশে, অম্বিকাবাবু প্রসিদ্ধ, (১৩৩) সরকারবংশে বাবু ৺রামদুলাল সরকার ও গগনবাবু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। (১৩৪) নন্দীবংশে ৺মহেশচন্দ্র নন্দী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। আমিরাবাদ (১৩৫) মজুমদারবংশে, ৺পীতাম্বর বাবু, কালিদাস বাবু, ৺পীতাম্বর বাবু, মাষ্টার শুবলবাবু ডাক্তার, প্যারীবাবু বর্ম্মিস্কুলের (মগ) মাষ্টার, ৺কৃষ্ণবাবু নিশিবাবু সুশিক্ষিত, রামকুমার বাবু ও ঈশ্বরবাবু প্রসিদ্ধ। কেয়চিয়া (১৩৬) নন্দীবংশে, নূতনবাবু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। বড়হাতিয়া (১৩৭) বাসুকি সেনবংশে ৺উদয়চাঁদ সেন বোমাং মহারাজের দেওয়ান, নীলকমল বাবু সেরেস্তাদার, নিশিবাবু ও ৺শ্রীমন্ত বাবু মোক্তার, রামরত্নবাবু কাং তৌজিমোহরের, শরৎবাবু বোমাংরাজের দেওয়ান, চন্দ্রবাবু শিক্ষিত নববাবু কবিরাজ সতীশবাবু ৺অশ্বিনীবাবু, যোগেশবাবু রমণীবাবু প্রসিদ্ধ। (১৩৮) অগ্নিবৈশ্য দত্তবংশে দুর্গাচরণ বাবু ৺নীলকমল বাবু রজনীবাবু মহিমবাবু মাষ্টার প্রসিদ্ধ। (১৩৯) দত্তবংশে বাবু গৌরহরি দত্ত শ্রীমন্তবাবু প্রসিদ্ধ। (১৪০) থাস্তগীর (কাশ্যপ) রজনীবাবু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। এওচিয়া (১৪১) চৌধুরীবংশে বাবু রামকুমার মোহরের প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। আমিলাইষ (১৪২) নন্দলাল দত্তবংশে, রামকুমার বাবু জমিদার, জুরমণি বাবু, কালীকিঙ্কর বাবু, ৺দুর্গাকিঙ্কর মাষ্টার, নিশিবাবু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। (১৪৩) নন্দীবংশে দুর্গাদাস বাবু কবিরাজ, প্রাণকৃষ্ণ বাবু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। (1) ৺চণ্ডী চৌধুরীর বংশে গণেশবাবু জমিদার, শরৎবাবু জমিদারের সেরেস্তাদার, ৺গোপী চৌং মোক্তার, কানাইবাবু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। (2) রুদ্রবংশে ৺রামকিঙ্কর রুদ্র, শশীরুদ্র। (3) নন্দীবংশে ৺কৈলাস নন্দী শরৎবাবু প্রভৃতি কাঞ্চনা (১৪৪) আলম্বায়ন গোত্র দেব (নিধিরাম চৌধুরীর

শাখা) ৺মহন্তরাম দেওয়ানজী, শম্ভুরাম নায়েব, হরদাস নাজির, মুরারি দারোগা, সুপ্রসিদ্ধ। বর্ত্তমানে ষষ্ঠীবাবু, চণ্ডীবাবু, হরদাস বাবু, পার্শ্বনাথ, নবীনবাবু ভুবনবাবু ক্ষেমেশবাবু, প্যারীবাবু প্রসিদ্ধ। (১৪৫) দেববংশ (কৃষ্ণরাম চৌধুরীরশাখা কাশ্যপ গোত্র) বাবু রসিক মোহরের, রাজকুমার, মহেন্দ্রবাবু প্রসিদ্ধ, (১৪৬) নন্দীবংশে ছুটিখাঁর মহাভারত প্রণেতা, শ্রীকর নন্দী কবি ছিলেন। গোকুলচন্দ্র নন্দী, মোক্তার অখিলচন্দ্র নন্দী মোক্তার ৺বিশ্বাম্ভর নন্দী বোমাংরাজের দেওয়ান, নূতনবাবু উকিল, রসিকবাবু ও অতুলবাবু খাস তহশীল মোহরের, ক্ষেমেশবাবু কবিরাজ, যাত্রা মোহনবাবু জমিদার মোহরের, রজনী বাবু ও উমাচরণ বাবু, অন্নদাবাবু শিক্ষিত প্রসিদ্ধ লোক (1) দত্তবংশে ষষ্ঠীবাবু ছত্রুরাম শ্যাম দত্ত বোমাং রাজপরিবারের দেওয়ান প্রসিদ্ধ (2) দত্তবংশে রামদয়াল দত্ত দীনবন্ধু বাবু স্কুলপণ্ডিত রাজকুমার বাবু প্রসিদ্ধ। ঘোষবংশে দুর্গাচরণ বাবু, কৈলাসবাবু, বঙ্গবাবু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। হরিবৈদ্যবংশে কেবল বৈদ্য, গোবিন্দ বাবু কবিরাজ, ক্ষেত্রমোহন বাবু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। দাসবংশ মৌদ্গল্য গোত্র কৃষ্ণ মোহরের প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। থগরিয়া (১৪৭) দেব মজুমদারবংশে বাবু প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী জমিদার জগবন্ধু বাবু সুরেন্দ্রবাবু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

থানা বাশখালী

* সাধনপুর, (১৪৮) যদুনন্দন রায়চৌধুরীর বংশে ৺রামপ্রসাদ রায়চৌধুরী, মুন্সী রাধামোহন রায়চৌধুরী উকিল, মুন্সী বৃন্দাবন রায়চৌধুরী, মুন্সী মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী, মুন্সী নীলমণি রায়চৌধুরী, ৺তারাকিঙ্কর রায়চৌধুরী ও ৺শরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী মোক্তার। বর্ত্তমানে বাবু মাগনদাস রায়চৌধুরী খাসমহালের একাউণ্টেণ্ট, বাবু গিরিশচন্দ্র রায়চৌধুরী শাঙ্গুটি ষ্টেটের হেড্ কেরাণী, বাবু বরদাকিঙ্কর রায়চৌধুরী জমিদার, বাবু রমেশচন্দ্র রায়-চৌধুরী কোর্ট অফ্-ওয়ার্ডের মোহরের, বাবু রজনীকান্ত রায়চৌধুরী জমিদারের ম্যানেজার। বাবু সারদাকিঙ্কর রায়চৌধুরী, বাবু অন্নদাকিঙ্কর রায়চৌধুরী গ্রন্থকার ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। নন্দীবংশে (১৪৯) ঈশানবাবু, ৺নিত্যানন্দবাবু প্রসিদ্ধ। নবীনবাবু, শশীবাবু, রজনীবাবু, কামিনীবাবু, যোগেন্দ্রবাবু, সুরেন্দ্রবাবু, ইঁহাদের বংশধর। (১৫০) রাজারাম বিশ্বাসবংশে (কাশ্যপগোত্র) ৺গোপীবাবু, ৺ভবানীবাবু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। উমাচরণবাবু, বঙ্গ-বাবু, সারদা, নলিনী, নিশি ও হরিরঞ্জন বাবু ইঁহাদের বংশধর। (১৫১) নন্দীবংশে ৺কাশীনাথবাবু, ৺রামকিঙ্করবাবু, ৺নবচন্দ্রবাবু প্রতিভাশালী লোক ছিলেন। যতীন্দ্রবাবু, ৺কাশীনাথ বাবুর দত্তকপুত্র, মৃত্যুঞ্জয় ও ৺সুরেন্দ্রনাথ বাবু এইবংশে প্রসিদ্ধ

* এই বংশের আদিপুরুষ দেবকীনারায়ণ রায় মহাশয়, বর্দ্ধমান হইতে চট্টলে আসেন। তদীয় পূর্ব্ববর্ত্তী মহোদয়েরা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলান্তর্গত "উনাই" জেলা হইতে বর্দ্ধমান আসেন। ইঁহারা বল্লালি নিয়মের অধীন নহেন, দক্ষিণরাঢ়ীয়ের সহিত সম্বন্ধ আছে। দেবদ্বিজে ভক্তি প্রকাশার্থ এই বংশের ঊর্দ্ধতম ৩ পুরুষ পর্য্যন্তও এখনও কোন কোন ব্যক্তি দাসশব্দ ব্যবহার করেন। পুরাতনকুলজী দৃষ্টে লিখিত)

লোক। (১৫২) শ্রীগমজুমদারবংশে (দেবদাস) ৺মাগনদাস হেড্‌মোহরের ৺ঈশানচন্দ্র চৌধুরী সেরেস্তাদার জরিপ আপিস, ৺হরিদাস চৌধুরী, ৺তারিণীচরণ চৌধুরী, রামদাস চৌধুরী প্রসিদ্ধ। রামকানাইবাবু, শ্যামাচরণবাবু, কালীকুমারবাবু ও রমেশবাবু জমিদার এইবংশে বর্ত্তমান আছেন। দেববংশে (১৫৩) (কাশ্যপগোত্র) গোপীচরণ মোহরের, ৺মহেশবাবু সেরেস্তাদার, জাহিরাম তহশীলদার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। পার্শ্বনাথবাবু, প্যারীবাবু, মনমোহনবাবু, বিপিনবাবু, বামাচরণবাবু এই বংশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। (১৫৪) বিশ্বাসবংশে ৺গৌরমোহন আমিনের বংশের শাখা (মৌদ্গল্যগোত্র) ৺দাতারামবাবু ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার পুত্র ষষ্ঠীবাবু জমিদারের ম্যানেজার। উমেশবাবু মোহরের, কালীবাবু, দেবেন্দ্রবাবু এইবংশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। (১৫৫) দত্তবংশে (কাশ্যপগোত্র) পূর্ণচন্দ্র দত্ত জমিদারের নায়েব, ৺কৈলাসচন্দ্র দত্ত, ৺ঈশানচন্দ্র দত্ত প্রসিদ্ধ। মহেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, ধীরেন্দ্র দত্ত, তারাকিঙ্কর দত্ত ইঁহাদের বংশধর। (১৫৬) দত্তবংশে (ভরদ্বাজগোত্র, দুর্গাপুরের শাখা) ৺রামদয়াল কবিরাজ, জগদ্বন্ধু কবিরাজ, বাবু দীনবন্ধু দত্ত, চন্দ্রকুমার দত্ত এইবংশে বর্ত্তমান আছেন। (১৫৮) দেব বংশে (নিধিরাম চৌধুরীর শাখা) মুন্সী ৺রাধামোহন চৌং, ৺গৌরমোহন চৌং প্রসিদ্ধ। নববাবু জরিপের ইনস্‌পেক্টর, রমণীবাবু আমিন, যামিনীরঞ্জন চৌধুরী ও মোহিনীমোহন চৌধুরী এইবংশে বর্ত্তমান আছেন। (১৫৯) কানুনগোয়বংশে (মলঘাটের রাঘব কানুন-গোয়ের শাখা=দেব) ৺সুবলচন্দ্র কানুনগোর প্রসিদ্ধ, তৎপুত্র ৺কালীকুমার স্কুলপণ্ডিত, নগেন্দ্রবাবু ইহার ভ্রাতা। (১৬০) রক্ষিতবংশে ৺প্রসন্নকুমার রক্ষিত (জোয়ারার শাখা) কোকদন্তী। (১৬১) হরিগৌরী দত্ত মজুমদারবংশে * (পরাশরগোত্র) ৺মুন্সীরাম দাস চৌধুরী, ৺মুন্সী রামসুন্দর চৌধুরী, মুন্সী তারাকিঙ্কর চৌধুরী সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। উমেশবাবু মোক্তার, কালীকিঙ্করবাবু পেন্‌সনপ্রাপ্ত সেরেস্তাদার, নববাবু, নকুলবাবু, অনুকূলবাবু, নবীনবাবু জমিদার ও প্রসন্নবাবু, যোগেন্দ্রবাবু, অপর্ণাবাবু প্রভৃতি এইবংশে বর্ত্তমান আছেন। (১৬২) দত্তবংশ (মৌদ্গল্যগোত্র) গিরিশচন্দ্র দত্ত ও রাজচন্দ্র দত্ত প্রসিদ্ধ। পালেগ্রাম (১৬০) দত্তবংশে (হরি-গৌরীর শাখা) রাজমণিবাবু, প্রাণকৃষ্ণবাবু, ফকিরচাঁদবাবু, অপর্ণাবাবু, জুরমণিবাবু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। (১৬৪) হোরবংশে হরদাসবাবু, দিগম্বরবাবু, ত্রিপুরাবাবু, অখিলবাবু প্রভৃতি বর্ত্তমান আছেন। (১৬৫) অন্য দত্তবংশে ৺কালীকিঙ্করবাবু মোক্তার, তাঁহার পুত্র অক্রূরবাবু ও তাঁহার ভ্রাতা পীতাম্বরবাবু জমিদার বর্ত্তমান আছেন। কালীপুর (১৬৬) দত্তবংশে * (ভরদ্বাজগোত্র) শরৎবাবু জমিদার, তারাকিঙ্করবাবু সুপ্রসিদ্ধ। রসিকবাবু, নীলকমলবাবু, সতীশবাবু, ঈশ্বরবাবু প্রভৃতি

---

* এই গোত্রীয় কায়স্থ চট্টল ব্যতীত অন্য কোন জেলায় দৃষ্ট হয় না।

* ইহাদের বংশ নেজামপুরান্তর্গত গ্রামে আছে।

এই বংশের প্রসিদ্ধ। চেচুরিয়া (১৬৭) কাগাচাঁদ মজুমদারবংশে (কাশ্যপগোত্র) গিরিশবাবু, রসিকবাবু, ৺কেয়ারামবাবু, ৺গোলকবাবু, ৺মুরারিবাবু প্রসিদ্ধ। (১৬৮) করবংশে মুন্সী ৺গৌরহরিবাবু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। ইঁহার ভ্রাতা গৌরচন্দ্রবাবু বর্ত্তমান আছেন। (১৬৯) রুদ্রবংশে গৌরচন্দ্রবাবু প্রসিদ্ধ। (১৭০) মৌদ্গল্যগোত্র বিশ্বাসবংশে (সুচক্রদণ্ডীগ্রামের গৌরমোহন আমিনবংশের শাখা) নিত্যানন্দবাবু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। (১৭১) বিশ্বাসবংশে প্রাণকৃষ্ণবাবু (হাজিগাঁওর শাখা) (১৭২) হাজিগাঁও বিশ্বাসবংশে জগদ্বন্ধুবাবু ও শরৎবাবু প্রসিদ্ধ।

*"বঙ্গদেশী (বঙ্গজ) কায়স্থসমাজ"

সাধনপুর দাসবংশে ৺বৈদ্যনাথ মুন্সী প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তাঁহার পুত্র হরিদাসবাবু ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ব্রজমোহনবাবু বর্ত্তমান আছেন। ধরবংশে, ৺কালীচরণ মহাজন, ৺জগমোহন মহাজন, ত্রাহিরাম মহাজন প্রসিদ্ধ। শরচ্চন্দ্রবাবু, দয়ালু ও দরিদ্রের বন্ধু আছেন। বরমা ধরবংশে সুরেন্দ্রবাবু প্রভৃতি। গাটিয়া, হাসিমপুর ঘোষবংশে ৺ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ জমিদার, রামকেশব দেওয়ানজী, সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি। জগৎবাবু, জ্ঞানেন্দ্রবাবু, সুরেন্দ্রবাবু প্রভৃতি এইবংশে বর্ত্তমান আছেন।

সারোয়াতলী বিশ্বাস বংশে প্রাণকৃষ্ণ মহাজন, শরৎ মহাজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। কুমিরা অপরূপ সাহাজীর বংশে অপূর্ব্ববাবু জমিদার। বটতলী দত্তবংশে গৌরচন্দ্র দত্ত মোক্তার, অতুলবাবু ডাক্তার, নিবারণবাবু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।*

* ইহারা সম্ভবতঃ বঙ্গজ শ্রেণীর কায়স্থ হইবেন, ইহাদের আদিপুরুষেরা চট্টলের আদিম উপনিবেশী কায়স্থগণের বহুপরে এজেলায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করায়, চট্টগ্রামী কায়স্থের সহিত সম্বন্ধ নাই। এ সমাজের কুলজী হস্তগত না হওয়ায় বিশেষ আলোচনা করিতে অক্ষম হইলাম।

* কুলজী বংশাদির তালিকা না পাওয়ায় এই সমাজের বিষয় বিস্তারিত বিবরণ লিখিতে অক্ষম হইলাম। সংগ্রহ হইলে ২য় ভাগে সংযোজিত করিব।

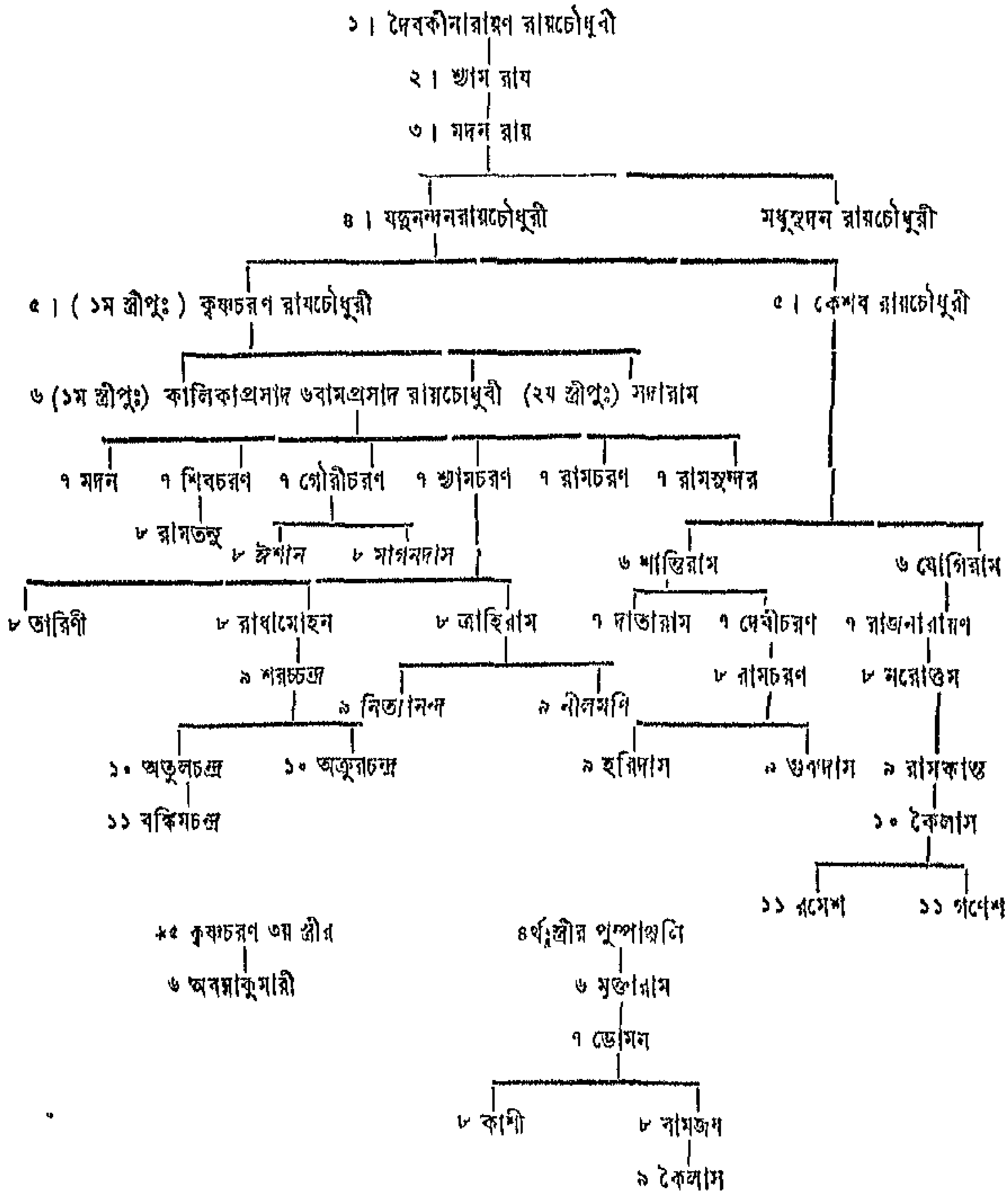
১। দৈবকীনারায়ণ রায়চৌধুরী
২। শ্যাম রায়
৩। মদন রায়
৪। যদুনন্দনরায়চৌধুরী
মধুসূদন রায়চৌধুরী
৫। (১ম স্ত্রীপুঃ) কৃষ্ণচরণ রায়চৌধুরী
৫। কেশব রায়চৌধুরী
৬ (১ম স্ত্রীপুঃ) কালিকাপ্রসাদ ভবানীপ্রসাদ রায়চৌধুরী (২য় স্ত্রীপুঃ) সদারাম
৭ মদন
৭ শিবচরণ
৭ গৌরীচরণ
৭ শ্যামচরণ
৭ রামচরণ
৭ রামসুন্দর
৮ রামতনু
৮ ঈশান
৮ মাগনদাস
৬ শান্তিরাম
৬ যোগিরাম
৮ তারিণী
৮ রাধামোহন
৮ জাহ্নিরাম
৭ দাতারাম
৭ দেবীচরণ
৭ রাজনারায়ণ
৯ শরচ্চন্দ্র
৯ নিত্যানন্দ
৯ নীলমণি
৮ রামচরণ
৮ নরোত্তম
১০ অতুলচন্দ্র
১০ অক্রূরচন্দ্র
৯ হরিদাস
৯ ভবদাস
৯ রামকান্ত
১১ বঙ্কিমচন্দ্র
১০ কৈলাস
১১ রমেশ
১১ গণেশ
*৫ কৃষ্ণচরণ ৩য় স্ত্রীর
৬ অন্নদাকুমারী
৪র্থ স্ত্রীর পুষ্পাঞ্জলি
৬ মুক্তারাম
৭ ভোলানাথ
৮ কাশী
৮ রামজয়
৯ কৈলাস

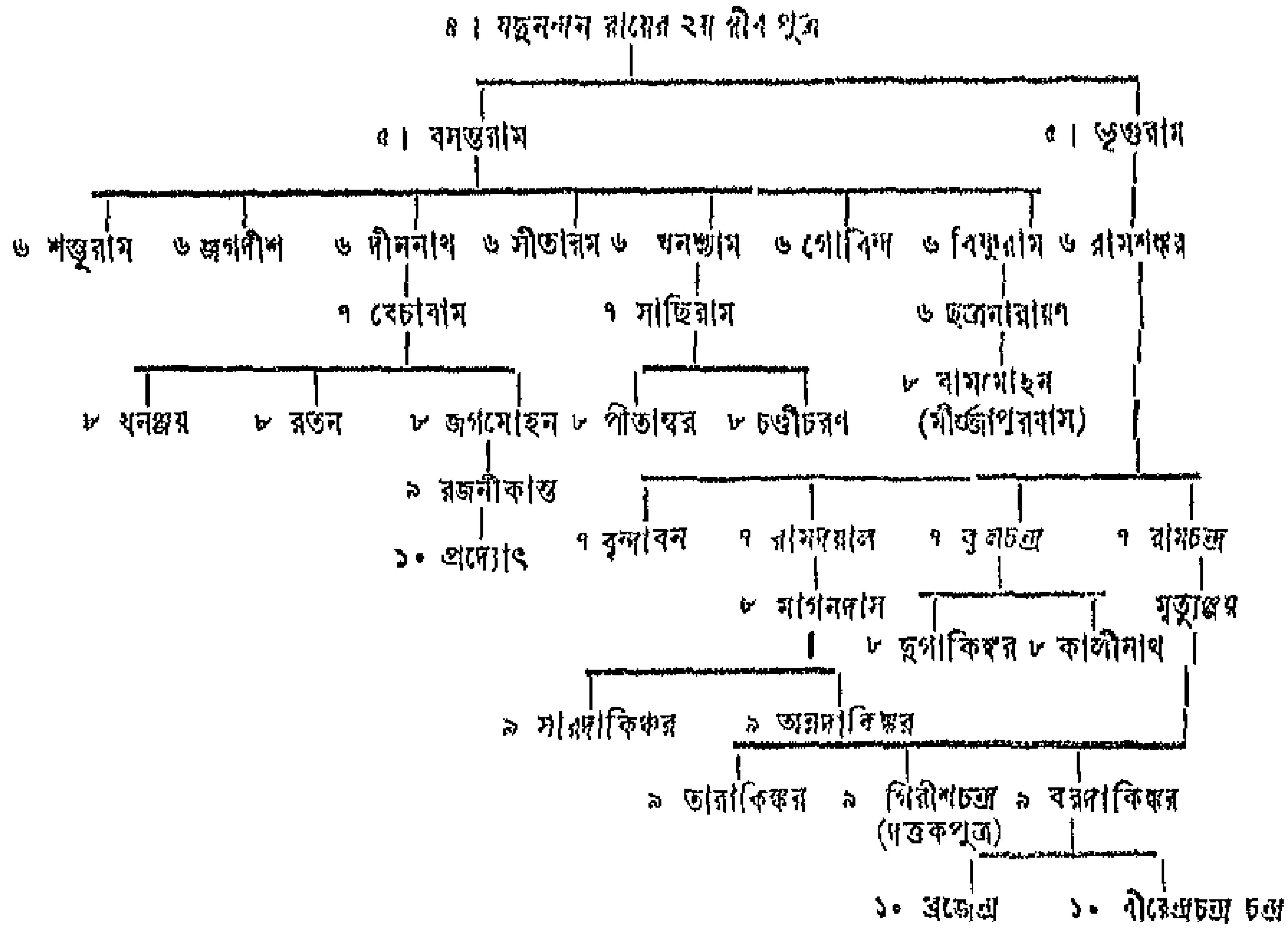

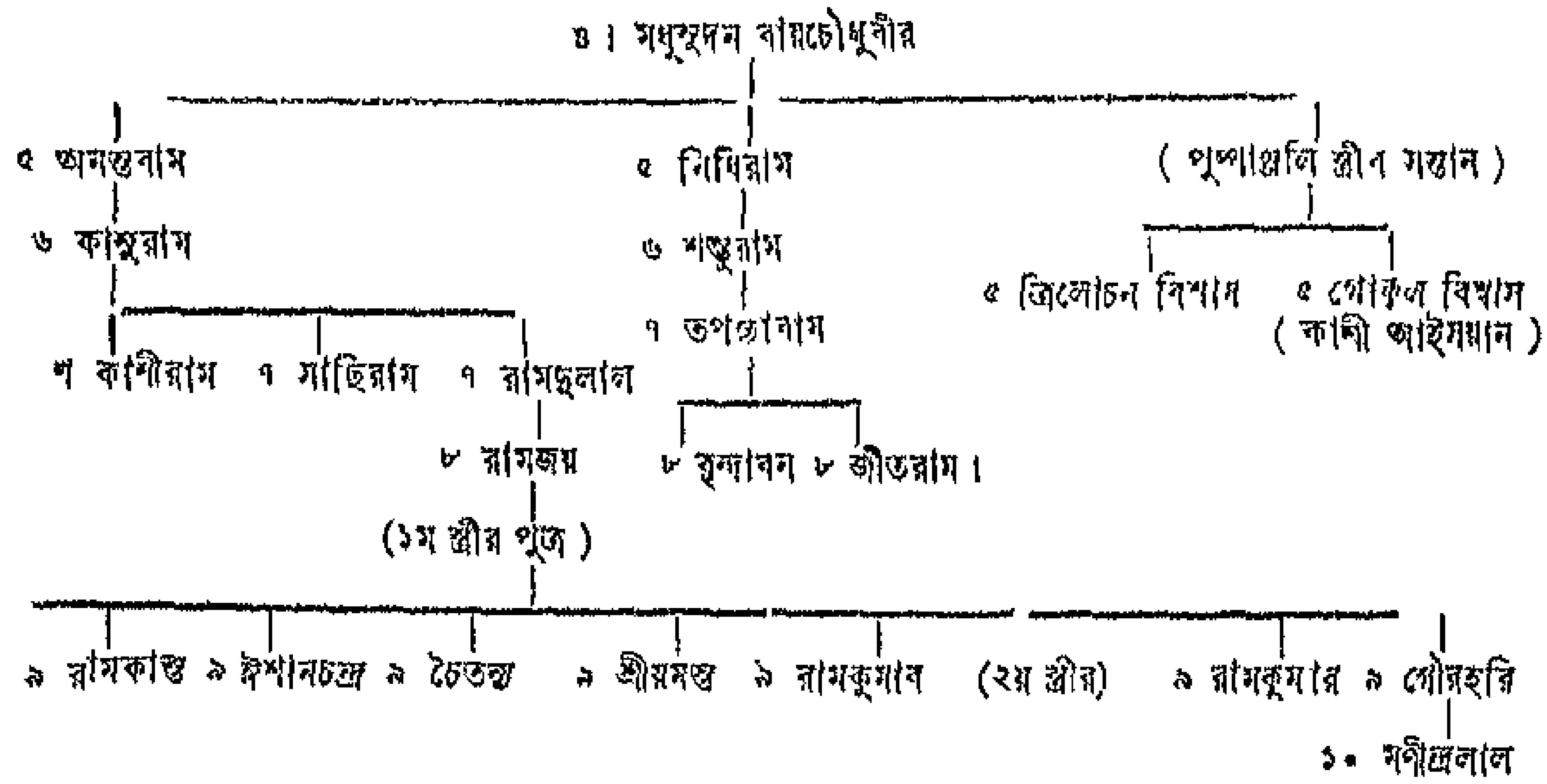

* এই বংশীয়গণ বল্লাল নিয়মের অধীন নয়। এই গোত্রীয় কায়স্থ বোম্বাই উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশেও আছেন। এই বংশের আদি পুরুষ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলস্থ "উনাই" জেলা হইতে বর্দ্ধমানে আসেন। এই শ্রেণীস্থ কায়স্থগণ সম্পর্কে, সুপ্রসিদ্ধ প্রয়াগ চিত্রগুপ্ত মন্দিরের পুরোহিত ও কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু বামাপদ পাল রায় চৌধুরীর লিখিত পত্র নিয়ে প্রকাশিত হইল।

+ এইরূপ ভাবে কুলজী মুদ্রণে অত্যধিক ব্যয় নিবন্ধন, সমস্ত কুলজী গুলি এই ভাবে ছাপাইতে সক্ষম হইলাম না। বরিশাল, বর্দ্ধমান, টাঙ্গাইল প্রভৃতি জেলার প্রেরিত কুলজীগুলিসহ চট্টলের সমস্ত কায়স্থের কুলজী ২য় ভাগ কায়স্থ-দর্পণে এই ভাবে প্রকাশ করার বাসনা রহিল। প্রকাশেচ্ছুগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক হস্তলিখিত প্রাচীন কুলজী পাঠাইবেন। নকল রাখিয়া সত্বর ফেরত পাঠাইব। অপর কুলজীগুলির সম্পূর্ণ দায়িত্ব নকলকারকের রহিল, এ সম্পর্কে আমি এককালে নির্লিপ্ত রহিলাম।

দক্ষিণরাঢ় হইতে চট্টলাধীন পালেগ্রামাগত। মৌদ্গল্য গোত্র, উপাধি দাস। ১ রামহরি পুঃ ২ কৃষ্ণচরণ পুঃ ৩। লক্ষণ ৩। মাধবচন্দ্র পুঃ ৪। কৃষ্ণ পুঃ ৫। আত্মপ্রসাদ পুঃ ৬। স্বামিদাস পুঃ ৭। ভবানীপ্রসাদ পুঃ ৮। গোবিন্দরাম পুঃ ৯। শান্তিরাম পুঃ ১০। রামসেবক পুঃ ১১। রামকিঙ্কর পুঃ ১২। রামকিঙ্কর পুঃ ১২। রামচন্দ্র পুঃ ১৩। নগেন্দ্রচন্দ্র ৮। ধরণীধর পুঃ ১০। রামকান্ত ৮। কৃষ্ণদাস পুঃ ৯। বসন্তরাম পুঃ ১০। কাশিনাথ পুঃ ১১। রামহরি। ৯। হরদয়াল। ৬। ঠাকুরচাঁদ (তারক) পুঃ ৭। দুর্গাপ্রসাদ পুঃ ৮। মাগমচন্দ্র ৮। রাধামোহন ৮। জগদীশ পুঃ ৯। হরদয়াল পুঃ ১০। বসন্ত পুঃ ১১। কৈলাস ৮। কৃষ্ণকান্ত পুঃ ৯। মাগনদাস পুঃ ১০। দুর্গাচরণ (আমিলাইশ) ১০। গুরুদাস পুঃ ১১। সুরেন্দ্রলাল ১০। নতুনচন্দ্র পুঃ ১১। মহেন্দ্রলাল। ৮। বৃন্দাবন পুঃ ৯। তারিণীচরণ (সাধনপুরাগত) পুঃ ১০। শশিকুমার পুঃ ১১। যতীন্দ্রলাল ১০। কামিনীমোহন। নকলকারক শ্রীশশিকুমার চৌধুরী।

বাশখালীস্থ প্রাচীন আদি উপনিবেশী কায়স্থ জমিদার বংশাবলীর মধ্যে হরি, বিষ্ণু, কালাচাঁদ, যদুনন্দন, ঠাকুরচাঁদ ইঁহারা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। সম্মানিত ব্যক্তি। ঠাকুরচাঁদ

সবিনয় নমস্কারান্তে নিবেদন—

গার্গ্য গোত্র এবং অসিত, দেবল, গার্গ্য, প্রবরযুক্ত হিন্দুস্থানে উনায়া কায়স্থ, তাঁহাদিগের ক্ষত্রিয় পদবী ঠণ্ডন অর্থ খণ্ডনীয় অর্থাৎ সিদ্ধান্তকারী দোষ নক্ষত্রের নামানুসারে দাসপদবী প্রাপ্ত ক্রমশঃ তাঁহারা ভ্রমবশতঃ "দাস" শব্দ ব্যবহার করেন। উনায়া কায়স্থগণ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সম্মানিত কায়স্থ এবং অন্যান্য শ্রেণীস্থ কায়স্থগণের সহিত সমান মান্যযুক্ত। আদিশূর রাজার পর সম্ভবতঃ তাঁহারা বঙ্গে আসিয়া ছিলেন এবং বল্লালসেন রাজার কৌলীন্য প্রথা প্রচলন সময়ে উপস্থিত ছিলেন না। উনায়া কায়স্থগণ সকলেই ক্ষত্রিয়াচার সম্পন্ন সুতরাং ঐ গার্গ্য গোত্রীয় কায়স্থগণ সংস্কার গ্রহণ করিতে পারেন। ঐ কায়স্থগণের চাকরীর জন্য রায়, সরকার, চৌধুরী, মজুমদার বক্সি প্রভৃতি উপাধি ও ব্যবহার করেন। তাঁহারা সকলেই নামের শেষে বর্ম্মণ শব্দ ব্যবহার করিতে পারেন। স্ত্রীলোকগণ দেবী শব্দ ব্যবহার করিতে পারেন। শ্রীবামাপদ পাল রায়চৌধুরী।

চৌধুরীর বংশে জগদীশ জমিদার, রামসেবক বৈশ্য, তারিণী চৌং জমিদারের আমমোক্তার ছিলেন। শশী চৌং জমিদারের নায়েব আছেন।

দক্ষিণরাঢ়িশ্রেণীস্থ কাশ্যপগোত্র বিশ্বাসবংশের কুলজী। রাঢ়বঙ্গ হইতে চট্টলাধীন হাজিগাঁও আগত। ১। ভৃগুরাম পুঃ ২। রাজারাম পুঃ ৩। কৃষ্ণচন্দ্র। ৩ শ্যামচরণ পুঃ। ৪। পার্ব্বতীচরণ। ৪। ভবানীচরণ। ৪। বৈষ্ণবচরণ ৪। জগমোহন ৪। গোপীচরণ পুঃ ৫। গিরিশচন্দ্র ৫। অখিল ৫। উমাচরণ পুঃ ৬। নলিনীরঞ্জন ৬। রেবতী ৫। বঙ্গচন্দ্র পুঃ ৬ ৺প্যারী। ৬। সারদা। ৬। অন্নদা ৬। শিশু। ৫ নিশিচন্দ্র (গেরলা) পুঃ ৬। হরিরঞ্জন। এই বংশের অপর শাখা গোমদণ্ডি ও হাজিগাঁও আছে। চক্রশালার শাখায় দুর্গাকিঙ্কর বাবু পণ্ডিত ও রামকিঙ্কর বাবু মোক্তার প্রভৃতি। নকলকারক শ্রীউমাচরণ বিশ্বাস।

কাশ্যপগোত্রীয় নন্দিবংশের কুলজী, দক্ষিণরাঢ় হইতে চট্টলাধীন সারোয়াতলি গ্রামাগত। ১। শিবরাম নন্দী (সাধনপুর) পুঃ ২। ঘনশ্যাম পুঃ ৩। দয়ারাম ৩। যাদুরাম গোবিন্দরাম ৩। লক্ষ্মীকান্ত ৩। তপস্যারাম ৩। ব্রজলাল ৩। বিজয়রাম পুঃ ৪। বনমালী ৪। বাসুদেব ৪। শ্যামসুন্দর ৪। শম্ভুনাথ ৪। রামমোহন পুঃ ৫। হরচন্দ্র ৫। কৈলাসচন্দ্র ৫। ঈশানচন্দ্র ৬। দিগম্বর ৬। রজনীকান্ত ৬। শশিকুমার। ৬ কামিনীকুমার। ৪। রামদয়াল ৪। অমরদুর্ল্লভ পুঃ ৫। রামদাস। ৫ কালী ৫। দর্পনারায়ণ ৫। গৌরহরি। ৫। রাধামোহন। পুঃ ৬। দিগম্বর ৬। নিত্যানন্দ পুঃ ৭। নবীনচন্দ্র পুঃ ৭। নবীনচন্দ্র পুঃ ৮। যোগেন্দ্র ৮। সুরেন্দ্র ৮। মহেন্দ্রলাল ৮। নরেন্দ্রলাল। ৭। রসিকচন্দ্র পুঃ ৮। যতীন্দ্রলাল। ৮। বীরেন্দ্র ৮। সত্যেন্দ্রলাল। নকলকারক শ্রীযোগেন্দ্রলাল নন্দী।

কাশ্যপগোত্রীয় দেববংশের কুলজী। দক্ষিণরাঢ়ী শ্রেণী। ১। বাণীনাথ রায় পুঃ ২। গৌরীপ্রসাদ রায় পুঃ ৩। শ্যাম মজুমদার পুঃ ৪। মাণিকনন্দন পুঃ ৫। মুকুন্দরাম পুঃ ৬। রামপ্রসাদ ৬। রামশঙ্কর পুঃ ৭। রামদয়াল পুঃ ৮। ঈশানচন্দ্র ৮। তারিণীচরণ পুঃ ৯। কালীকুমার পুঃ ১০। মহেন্দ্রলাল ১০। নগেন্দ্রলাল ৯। রামকানাই পুঃ ১০। যতীন্দ্রবিকাশ ১০। হরিকৃষ্ণ। ৬। রামনিধি পুঃ ৭। রাজকিশোর ৭। রামনারায়ণ। ৭। ছত্রনারায়ণ ৬। রামমোহন পুঃ ৭। গোপীনাথ পুঃ ৮। শরচ্চন্দ্র। ৫। গঙ্গারাম পুঃ ৬। দামোদর ৫। দুর্গারাম পুঃ ৬। শিবচরণ পুঃ ৭। মাগনদাস পুঃ। ৮। কাশীচন্দ্র পুঃ ৯। রসিকচন্দ্র ৯। রজনীকান্ত। ৮। চৈতন্যচরণ পুঃ ৯। রমেশচন্দ্র। ৮ ষষ্ঠীচরণ। ৭ হরিদাস পুঃ ৮। গিরিশচন্দ্র ৮। দঃ পুত্র ষষ্ঠীচরণ। ৬। প্রেমনারায়ণ। ৬। শান্তিরাম পু ৭। গেলোক ৮। রামকুমার। ৭। রামচন্দ্র পুঃ৮। নীলকমল (আমিলাইস্) পুঃ৯। যোগেন্দ্রলাল। ৫ দীননাথ পুঃ ৬। ভোলানাথ পুঃ ৭। রামদাস ৭। ভৈরবচন্দ্র ৭। কৃষ্ণচরণ পুঃ ৮। গৌরসুন্দর পুঃ ৮। শ্যামাচরণ সঃ ৯। রমণীরঞ্জন ৯। মনোরঞ্জন। ৪। কেশবচন্দ্র সঃ ৫। জগদীশ ৫। জগন্নাথ ৫। হরিরাম ৫। সাহিরাম। আদিপুরুষ বাণীনাথ রায় মহোদয় দক্ষিণরাঢ় হইতে চট্টলাধীন সাধনপুর আসিয়া বাস করেন। মাণিকনন্দন উকিল ছিলেন, তাঁহার নামীয়

পুষ্করিণী ও তরফ স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ বর্ত্তমান আছে। রামপ্রসাদ ও রামশঙ্কর মুন্সী উকিল ছিলেন। শিবচরণ জমিদারের দেওয়ান ছিলেন। মাগনদাস জরিপের হেড্ মোহরের ছিলেন। তিনি তুলাপুরুষ, পঞ্চাগ্নি, শিবস্থাপন, দীঘীখননাদি বহু সৎকার্য্য করিয়াছিলেন। মৃত্যুসময় বিপুল নগদ টাকা ও ভূমিসম্পত্তি রাখিয়া যান। ইঁহার বাড়ীতে প্রসিদ্ধ ৺শ্রীশ্রীকালাচাঁদ ঠাকুর বিগ্রহ স্থাপিত আছেন। ঈশানচন্দ্র জরিপের সেরেস্তাদার ছিলেন। নিধিমোহন চৌধুরীর নামে তরফ আছে। নকলকারক শ্রীরমেশচন্দ্র চৌধুরী।

(বঙ্গদেশী বা বঙ্গজকায়স্থ)

ধরবংশের কুলজী। কাশ্যপগোত্র, কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব প্রবর। কুমিল্লান্তর্গত, ঘাটামাথা ভদ্রগ্রাম হইতে সাধনপুরাগত। শ্যামচরণ ধর (এই শাখা কুমিল্লা আছে) (১) শ্রীদামধর, রঘুরাম ধর তিনভ্রাতা (২) রঘুরামের সঃ গণেশ সঃ (৩) অক্ষয়রাম সঃ * হরিরাম মহাজন (৪) বিনন্দধর। হরিরামের পুঃ। তপস্যারাম (৫) মায়ারাম (৫) * কালীচরণ মহাজন (৫) সঃ (৫) জগমোহন মহাজন সঃ (৭) ত্রাহিরাম মহাজন* নবীনচন্দ্র মহাজন ত্রাহিরাম সঃ শরচ্চন্দ্র মহাজন সঃ সুরেন্দ্রচন্দ্র ধর। নবীনচন্দ্র সঃ নগেন্দ্রচন্দ্র (৫) মায়ারাম সঃ, কৃষ্ণমোহন সঃ গোলক, রাজচন্দ্র, রামনাথ, ধনঞ্জয় মহাজন সঃ সর্ব্বানন্দ, সঃ রমেশ। (৪) বিনন্দ সঃ শঙ্কর (৫) সঃ রজিতরাম (৫) রামগোপাল সঃ (৬) কৈলাস (জাতিভ্রষ্ট) (৬) রজিতরাম সঃ চণ্ডীচরণ রামগতি ধর (বটতলি গ্রাম) সঃ প্রসন্ন গগনচন্দ্র রামকুমার (৭) শশিকুমার রজনীকুমার।
* চিহ্নিত ব্যক্তিগণ তেজারতি কারবার করিতেন, সে জন্য মহাজন উপাধি প্রাপ্ত হন। এইবংশে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ধর মহাজন এখনও টাকালগ্নি কারবার করিয়া থাকেন, তাঁহার পিতা ৺ত্রাহিরাম মহাজন বাশখালী অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। নকলকারক শ্রীসর্ব্বানন্দ ধর।

আদিবাসস্থান দক্ষিণরাঢ়, তৎপর দুর্গাপুর, তথা হইতে কালীপুর আগত। ভরদ্বাজ-গোত্র দত্ত। (১) অংশুমান্ দত্তচৌধুরী (২) পুত্র রামচন্দ্র (৩) সঃ ভরতচন্দ্র (৩) রাম-প্রসাদ সঃ (৪) রামশ্রীরাম (৪) বিনোদরায় রামশ্রীরামপুঃ (৫) আত্মপ্রসাদ সঃ (৬) গঙ্গারাম (৭) নরোত্তম (৭) গৌরীপ্রসাদ (৭) মুকুন্দরাম (৭) বাঞ্ছারাম নরোত্তম সঃ (৮) দুর্গারাম (৮) ভোলানাথ (৮) দেবীপ্রসাদ (৮) রামহরি সঃ (৯) ফকিরচাঁদ সঃ (১০) তারাকিঙ্কর সঃ (১১) সতীশচন্দ্র (৯) রাধামোহন সঃ (১০) রামকুমার (১০) পার্শ্বনাথ সঃ (১১) অনঙ্গ (১১) দেবেন্দ্র (৯) ব্রজমোহন সঃ (১০) শরৎ সঃ (১১) ঈশ্বর সঃ (১২) রেবতী (১১) যোগেশ (১১) সুরেন্দ্র। (৯) রামসেবক সঃ (১০) যোগেশ। (৭) গৌরীপ্রসাদ সঃ (৮) জিতরাম (৮) মদনমোহন সঃ (৯) রাম-দাস (৯) ছত্রনারায়ণ সঃ (১০) জগদ্বন্ধু সঃ (১১) তরণীসেন। (৯) রামজীবন (৯) রামচন্দ্র সঃ (১০) কালীকুমার (১০) কামিনী। (৪) বিনোদরায় সঃ (৫) জীবনানন্দ সঃ (৬) যোগিরাম সঃ (৭) কালীপ্রসাদ সঃ (৮) রজিতরাম সঃ

(৯) রামলোচন সঃ (১০) রাজচন্দ্র (১০) নবকিশোর (১০) রসিকচন্দ্র সঃ (১১) সারদা (১১) অন্নদা (১১) হেমচন্দ্র। (৯) ঈশান সঃ (১০) নীলকমল (১০) শশিকুমার। নকলকারক শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত।

দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রেণী

কাশ্যপগোত্র দেবজুমদার রাঢ় হইতে চট্টলাগত।

(১) মাধব রায় সঃ (২) লক্ষ্মীপ্রসাদ সঃ (৩) মায়ারাম সঃ (৪) জগদীশ (৪) মধুরাম (৪) জিতরাম সঃ (৫) মুরারিধর সঃ (৬) দাতারাম সঃ (৭) শরচ্চন্দ্র সঃ (৮) নিশিচন্দ্র (৮) নির্ম্মলচন্দ্র (৭) জগচ্চন্দ্র সঃ (৮) নগেন্দ্র (৮) উপেন্দ্র (৮) সুরেন্দ্র (৮) ধীরেন্দ্র। (৫) গঙ্গারাম সঃ (৬) বিশ্বম্ভর সঃ (৭) নুতনচন্দ্র (৭) বঙ্গচন্দ্র। (৫) বৃন্দাবন সঃ (৬) পীতাম্বর সঃ (৭) রামকুমার সঃ (৮) মহেন্দ্র (৮) খগেন্দ্র। (৭) পরেশনাথ (৭) সুবল সঃ (৮) দেবেন্দ্র। (৭) কৃষ্ণ (৭) অতুল (৭) কামিনী। (৬) নিত্যানন্দ সঃ (৭) রমেশ সঃ (৮) যোগেন্দ্র (৮) রাজেন্দ্র (৮) হেমেন্দ্র (৮) যতীন্দ্র-মোহন। (৫) কংসনারায়ণ সঃ (৬) ব্রজমোহন। (৪) দীনমণি সঃ (৫) ভোলানাথ সঃ (৬) ত্রাহিরাম সঃ (৭) উমাচরণ সঃ (৮) ভামচন্দ্র। (৭) অভয়াচরণ। (৬) গোলোক-চন্দ্র (৬) কৈলাসচন্দ্র সঃ (৭) প্যারীমোহন (৭) জগদ্বন্ধু (৭) রজনী (৪) মধুরাম। (২) মাণিকরায় সঃ (৩) জনার্দ্দন সঃ (৪) নিধিরাম সঃ (৫) শান্তিরাম সঃ (৬) রাম-হরি সঃ (৭) রাধামোহন সঃ (৮) পীতাম্বর (৮) অভয় (৮) কাশীনাথ। (৭) কালি-দাস সঃ (৮) ঈশ্বর সঃ (৯) জ্যোতিষ। (৮) অন্নদা সঃ (৯) সতীশ (৯) অশ্বিনী। (৪) দেবীপ্রসাদ সঃ (৫) তিতারাম সঃ (৬) তিলকচন্দ্র সঃ (৭) গোলোকচন্দ্র সঃ (৮) জগচ্চন্দ্র সঃ (৯) শশী (৯) অম্বিকা। (৮) কৈলাসচন্দ্র (৮) ষষ্ঠীচরণ। (৭) রণজিৎরাম সঃ (৮) নুতনচন্দ্র সঃ (৯) নিকুঞ্জ। (৮) রজনী। (৪) যোগিরাম সঃ (৫) ভবানী সঃ (৬) রাজবল্লভ সঃ (৭) জয়গোপাল সঃ (৮) দুর্গাচরণ (৮) প্রসন্ন (৮) পরেশ (৭) ব্রজমোহন। (২) মদনরায় সঃ (৩) ঠাকুরচাঁদ সঃ (৪) দেবীপ্রসাদ সঃ (৫) শম্ভুরাম সঃ (৬) রামদয়াল (৬) গোকুল সঃ (৭) চণ্ডীচরণ। (৫) গোকুল সঃ (৬) চণ্ডীচরণ। (৫) শান্তিরাম সঃ (৬) গৌরীশঙ্কর (৬) রামদাস সঃ (৭) দাতারাম সঃ (৮) রাজেন্দ্র সঃ (৯) গণেশচন্দ্র। (৬) রামজয় (৬) রাজবল্লভভ্রাতা (৬) রামদাস সঃ (৭) গৌরচন্দ্র (৭) অখিলচন্দ্র (৭) ঈশানচন্দ্র সঃ (৮) অক্রূরচন্দ্র। (৭) মহেশচন্দ্র (৫) বাঞ্ছারাম সঃ (৬) ত্রাহি রাম (৬) বৃন্দাবন (৬) রামসুন্দর (৭) রামসুন্দর (৭) রামমোহন (৭) শ্যামাচরণ। এই বংশের আদিপুরুষ আমিরাবাদ গ্রামে বসতি স্থাপন ও ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। তদীয় অধঃস্তন পুরুষগণের মধ্যে শ্যামরায়, লক্ষ্মীপ্রসাদ, মায়ারাম, বাঞ্ছারাম, জগদীশ, রামহরি, মুন্সী বৃন্দাবন প্রভৃতির নাম তত্তৎপ্রতিষ্ঠিতা পুষ্করিণী ইত্যাদির দ্বারা সুপ্রসিদ্ধ হইয়া আছে। নকলকারক শ্রীসুবলচন্দ্র মজুমদার।

দক্ষিণরাঢ় হইতে চট্টলান্তর্গত সাবোয়াতলীগ্রামে আগমন, তৎপর জোয়ারা কায়পাড়া প্রভৃতি গ্রামে বিস্তীর্ণ হয়। বাস্কিগোত্র সেনবংশ। ১। আনন্দীরাম সেন সঃ ২। জগদানন্দ সঃ ৩। রামনারায়ণ সঃ ৪। যদুনাথ সঃ ৫। দয়ারাম সঃ ৬। সীতারাম ৫। মণিরাম সঃ ৬। শম্ভুরাম সঃ ৭। রামপ্রসাদ সঃ ৮। রামহরি ৯। রামচন্দ্র ৬। রামশঙ্কর ৬। শান্তিরাম সঃ ৭। ষষ্ঠীচরণ সঃ ৮। গোকুল ৮। রামসুন্দর ৮। রাজবল্লভ ৬। রামমাণিক্য সঃ ৭। রাজবল্লভ ৭। গোকুল সঃ ৮। অন্নদা সঃ ৯। সারদা ৭। গোকুল সঃ ৮। উমাচরণ। ৪। যদুনাথ সঃ ৫। সাহরাম সঃ ৬। কীর্ত্তিরাম সঃ ৭। গৌরীচরণ সঃ ৮। উমাচরণ সঃ ৯। বিশ্বেশ্বর ৯। হরীশ ৯। রামচন্দ্র ৯। অন্নদা সঃ ১০। বেণীমাধব। ৭। উদয়চাঁদ ৭ কৃষ্ণচরণ। ৬। জয়নারায়ণ ৬। দেবীপ্রসাদ ৬। অনন্তরাম ৬। তনুরাম। ৫। উৎসরাম সঃ ৬। রামদাস ৬। রামমোহন। ৫। জাহ্নুরাম সঃ ৬। রাধামোহন। ৫। মধুরাম ৫। কানুরাম সঃ ৬। তিতারাম ৬। রামলোচন ৬। রামসরণ (সাবোয়াতলি) ৩। রামনারায়ণ সঃ ৪। মাণিকচন্দ্র সঃ ৫। গঙ্গারাম সঃ ৬। মুকুন্দরাম। ৬। সাহিরাম (বড়হাতিয়া) সঃ ৭। আহিরাম ৭। আত্মারাম ৭। মধুরাম সঃ ৮। কুলচন্দ্র সঃ ৯। মাণিকদাস ৯। হরদাস ৯। কেবলকৃষ্ণ ৯। উদয়ানন্দ সঃ ১০। রমেশ ১০। শরৎ ১০। সতীশ সঃ ১১। নলিনী ৮। বৃন্দাবন ৮। গুরুদাস সঃ ৯। নীলকমল সঃ ১০। অশ্বিনী ৯। রতনকৃষ্ণ সঃ ১০। যোগেশ ১০। জ্যোতীন্দ্র ১০। মহেন্দ্র ১০। রবীন্দ্র ৯। নিশিচন্দ্র সঃ ১০। দেবেন্দ্র ১০। বজেন্দ্র ৯। শ্রীমন্তরাম সঃ ১০। নগেন্দ্রলাল ৯। গিরিশ ৯। গৌরচন্দ্র ৯। চন্দ্রকুমার ৮। গোকুল সঃ ৯। প্রাণকৃষ্ণ ৯। নবকৃষ্ণ সঃ ১০। যামিনীবিমল ১০। সুরেন্দ্র ৯। বামাচরণ সঃ ১০। কালীপদ ১০। হরিপদ ৮। কাশীচন্দ্র সঃ ৯। রামকমল (দত্তক) ১০। রমণীরঞ্জন ২। জীবনানন্দ সঃ ৩। শ্যামরায় সঃ ৪। শ্রীরাম সঃ ৫। গোবিন্দরাম ৫। নন্দরাম সঃ ৬। জয়নারায়ণ সঃ ৭। ফকীরচাঁদ সঃ ৮। গোকুলচন্দ্র সঃ ৯। নীলকমল সঃ ১০। সতীশ ৮। মাণিক দাস সঃ ৯। পূর্ণচন্দ্র ৯। বিপিনচন্দ্র ৯। জানকীনাথ ৮। পীতাম্বর সঃ ৯। অন্নদা ৯। সারদা ৯। শ্যামাচরণ ৮। রমেশ সঃ ৯। প্রাণকৃষ্ণ ৬। রুদ্রনারায়ণ সঃ ৭। আহিরাম সঃ ৮। বৈষ্ণব ৮। চণ্ডীচরণ ৫। দয়ারাম সঃ ৬। রঞ্জিতরাম সঃ ৭। পার্ব্বতীচরণ ৫। কৃপারাম ৫। পরশুরাম সঃ ৬। রামদুলাল ৬। রামমোহন ৬। রামশঙ্কর সঃ ৭। আহিরাম ৭। বৃন্দাবন সঃ ৯। রামসুন্দর সঃ ৯। রামকিঙ্কর সঃ ১০। জগচ্চন্দ্র ৯। নীলমণি সঃ ১০। মহিমচন্দ্র ৯। কাশীনাথ সঃ ১০। মহেন্দ্র ১০। নগেন্দ্র ৮। রামচন্দ্র সঃ ৯। তারাচরণ ১০। দ্বারিকা ৮। নিত্যানন্দ সঃ ৯। কমলাকান্ত সঃ ১০। নলিনী ১০। যামিনী ১০। কামিনী ৯। নন্দকুমার সঃ ১০। রঞ্জনকুমার ৭। তিতারাম সঃ ৮। ঈশান সঃ ৯। লক্ষ্মীচন্দ্র ৮। কালীচন্দ্র সঃ ৯। রসিকচন্দ্র ১০। যামিনী ৯। জগচ্চন্দ্র সঃ ১০। সুরেন্দ্র ১০। মহেন্দ্র ৮। রাজচন্দ্র সঃ ৯। গৌরীচন্দ্র ৮। বীরচন্দ্র ৮। গৌরাঙ্গচন্দ্র সঃ ৯। নিশিচন্দ্র ৯। কিশোর ৯। চন্দ্রকুমার ৯। ষোড়শী ৯। বঙ্গচন্দ্র সঃ ১০। হেমেন্দুবিকাশ ৩। অনন্তরাম সঃ ৪। পদ্মমুখ সঃ

৫। কালিদাস ৫। রামদাস সঃ ৬। দেবীদাস ৫। কৃষ্ণদাস সঃ ৬। তারিণীচরণ সঃ ৭। দিগম্বর ৭। অম্বিকা ৩। বিনোদ রায় সঃ ৪। চণ্ডীবরাম ৪। রাঘব রায় সঃ ৫। কন্দ্রনারায়ণ ৫। রাজারাম ৫। শান্তিরাম সঃ ৬। মৃত্যুঞ্জয় ৬। রামজয় ৬। রামসুন্দর ৬। কালীচরণ সঃ ৮। মাগনচন্দ্র (কোয়েপাড়া গ্রাম)। নকলকারক শ্রীনলিনীচন্দ্র সেন।

সুচক্রদণ্ডিগ্রামের দক্ষিণরাঢ়ীয় মৌদ্গল্যগোত্র দেববংশ। ১। গোবিন্দরাম রায় বিশ্বাস সঃ ২। রূপরাম রায় সঃ ৩। অমররায় সঃ ৪। চাঁদরায় বিশ্বাস সঃ ৫। দুর্গাধর রায় বিশ্বাস সঃ ৬। অনন্তরাম সঃ ৭। শিবচরণ সঃ ৮। রাধারাম ৮। বৈদ্যনাথ ৮। রামসুন্দর সঃ ৯। ভগবান্। ৭। সাঁচিরাম সঃ ৮। রাজবল্লভ সঃ ৯। গৌরীচন্দ্র ৯। হরচন্দ্র ৯। রসিকচন্দ্র ৮। রামতনু সঃ ৯। কালীকুমার ৯। শ্রীমন্ত ৯। পূর্ণচন্দ্র সঃ ১০। মহেন্দ্র ১০। উপেন্দ্র ৯। ঈশ্বরচন্দ্র সঃ ১০। বিপিন ১০। সারদা ৯। অন্নদাচরণ ৮। গোবিন্দ ৭। বৃন্দাবন সঃ ৮। শম্ভুচন্দ্র ৮। রামদয়াল ৫। মাধব ৫। ফকীরচাঁদ ৫। মাগনচন্দ্র ৫। রামমোহন সঃ ৬। তিতারাম সঃ ৩। রামজয় ৩। অচ্যুতানন্দ সঃ ৪। বিষ্ণুপ্রসাদ সঃ ৫। কৃপারাম সঃ ৬। সাঁচিরাম সঃ ৭। ভোলানাথ (পুষ্পাঞ্জলি) ৩। কেদার রায় সঃ ৪। আনন্দীরাম সঃ ৫। ভোলানাথ সঃ ৬। বৈদ্যনাথ সঃ ৭। প্যারী ৭। ঈশানচন্দ্র ৪। রামজয় ৪। নিত্যানন্দ ৩। নিধিরাম রায় বিশ্বাস সঃ ৪। জয়কৃষ্ণ সঃ ৫। মায়ারাম সঃ ৬। শান্তিরাম ৬। শম্ভুরাম সঃ ৭। রামলোচন সঃ ৮। গৌরমোহন বিশ্বাস সঃ ৯। শরৎ সঃ ১০। সতীশ ১০। নিকুঞ্জ ১০। নলিনী ৯। জগৎ সঃ ১০। ধীরেন্দ্র ১০। দীনবন্ধু ৮। শান্তসুবাম ৫। অযোধ্যারাম ৫। যোগিরাম ৫। বিজয়রাম ৭। রামজয় ৭। দীনদয়াল ৭। রামকমল (পুষ্পাঞ্জলি সঃ) ৭। রাধারাম পুঃ ৮। পেটান ৮। কৈলাস ৮। দুর্গাদাস ৮। গুরুদাস ৮। তারিণীচরণ সঃ ৯। মনসা ৯। নবীন ৮। বিপ্রদাস পুঃ ৯। সারদা ৯। হরকুমার সঃ ১০। মনোরঞ্জন ১০। প্রফুল্লশঙ্কর ৯। রজনী সঃ ১০। রণধীর ৫। নন্দরাম সঃ ৬। শান্তিরাম ৬। তিতারাম ৬। জাহিরাম ৬। কৃষ্ণচন্দ্র সঃ ৭। পীতাম্বর সঃ ৮। মহেন্দ্র ৮। নগেন্দ্র ৮। উপেন্দ্র ৮। রজনী ৭। রামকুমার সঃ ৮। কালী ৮। কাশী ৮। দেবেন্দ্র ৫। মনোহর সঃ ৬। হরিরাম ৬। জগদীশ ৬। রামপ্রসাদ সঃ ৭। বৈষ্ণব সঃ ৮। উমাচরণ ৮। অন্নদা সঃ ৯। চন্দ্র ৯। উপেন্দ্র ৯। বিজয় ৯। বিহারী সঃ ১০। কালীপদ ১০। হরিপদ।

দক্ষিণরাঢ় হইতে গোবিন্দরাম রায় বিশ্বাস তৎপুত্র রূপরায়কে লইয়া মৌদ্গল্যগোত্রীয় পুরোহিত ব্রাহ্মণ সহিত, চট্টগ্রামের সুচক্রদণ্ডিগ্রামে আসিয়া বাস করেন। রূপরাম এ গ্রামে তদানীন্তন অধিবাসী প্রসিদ্ধ রামরায়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। গোবিন্দরাম জনৈক নবাবের টেঁসারার ছিলেন। তাঁহার কার্য্য-দক্ষতাগুণে নবাব সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে রায় বিশ্বাস উপাধি প্রদান করেন। দীনদয়াল রায় বিশ্বাস একজন প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। রাধারাম আমিন ছিলেন; তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গৌরমোহন বিশ্বাস প্রসিদ্ধ সিভিলকোর্ট আমিন ছিলেন। তিনি দানে মুক্তহস্ত। তিনিই সুচক্রদণ্ডীর প্রসিদ্ধ বিগ্রহ ৺শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে -

রথযাত্রার সময় বহু অর্থব্যয় করিয়া স্বগৃহে আনয়ন করেন। এ গ্রামে কতিপয় ব্রাহ্মণও স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই বংশের জ্ঞাতি নয়াপাড়া, সাধনপুর ও চেচুরিয়া গ্রামে আছে। নকলকারক শ্রীঅন্নদাচরণ বিশ্বাস কবিরাজ।

দক্ষিণরাঢ়িশ্রেণীস্থ শক্তিগোত্র, শক্তি, বশিষ্ঠ, পরাশর, জামদগ্ন্য পুনর্ব্বৎ প্রবরযুক্ত রাহুত-বংশের কুলজী। ১। দুর্গাপ্রসাদ রায় সঃ ২। আদিপ্রসাদ রায় সঃ ৩। জয়কৃষ্ণ সঃ ৪। রামনারায়ণ সঃ ৫। সীতারাম সঃ ৬। মথুরাম সঃ ৭। ফকীরচাঁদ সঃ ৮। পূর্ণচন্দ্র ৮। তারিণী ৮। যাত্রামোহন ৮। পীতাম্বর ৮। বিশ্বম্ভর সঃ ৯। কালীপ্রসন্ন ৯। যোগদা-প্রসন্ন ৯। বরদা ৯। জ্ঞানদা ৮। কৃষ্ণমঙ্গল ৬। ঘনশ্যাম সঃ ৭। কৃষ্ণদাস ৭। রামকান্ত ৬। রামপ্রসাদ সঃ ৭। রামসুন্দর ৭। রামকান্ত ৩। গঙ্গারাম সঃ ৪। মায়ারাম সঃ ৫। জগদীশ সঃ ৬। বৈষ্ণবচরণ ৬। কালিদাস ৫। উদয়চাঁদ ৪। আত্মারাম সঃ ৫। রাম-মোহন ৪। নয়নরাম সঃ ৫। রামদাস সঃ ৬। চণ্ডীদাস ৬। হরদাস সঃ ৭। মহেশচন্দ্র ৭। নবকিশোর ৩। রাধাবল্লভ সঃ ৪। গোপীরাম সঃ ৫। শিবচরণ ৫। জগন্নাথ (পুষ্পাঞ্জলি সঃ) ৩। জয়মঙ্গল সঃ ৪। শ্রীকৃষ্ণ রায় সঃ ৫। বিজয়রাম সঃ ৬। রঘুনাথ ৫। মুক্তারাম সঃ ৬। বৃন্দাবন সঃ ৭। পার্ব্বতীচরণ সঃ ৮। তারাচরণ ৮। ব্রহ্মদাস ৮। কালীকুমার ৮। রামকুমার ৫। বামরায় সঃ ৬। গৌরীচরণ সঃ ৭। গোকুলচন্দ্র ৭। ফণিধর সঃ ৮। ষষ্ঠীচরণ ৮। গুরুদাস ৬। ভোলানাথ সঃ ৭। কালিদাস সঃ ৮। তোষন ৬। রাম-মাণিক্য সঃ ৭। বেচারাম সঃ ৮। রামচন্দ্র ৬। তিতারাম সঃ ৭। আনন্দরাম সঃ ৮। নবীন ৮। ষষ্ঠীচরণ সঃ ৯। রসিক সঃ ১০। সারদা ১০। শ্যামাচরণ ১০। মণীন্দ্র ১০। বিমলাকান্ত ৯। শশিকুমার সঃ ১০। জ্ঞানদা ৮। রজনী সঃ ৯। মোহিনী সঃ ১০ যতীন্দ্র ৬। তিতারাম সঃ ৭। কৈলাস সঃ ৮। অন্নদা ৭। রমেশ ৭। কৃষ্ণকুমার সঃ ৮। রাজচন্দ্র ৮। কামিনী। ১৭৪১ খৃঃঅঃদুর্গাপ্রসাদ রায় মহোদয় হাইদগাঁও গ্রামস্থ পরাশরগোত্রীয় পুরোহিতসহ রাঢ়বঙ্গ হইতে চট্টগ্রামে আসিয়া, প্রথমে সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত দক্ষিণকাঞ্চনাগ্রামে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। তিনি কার্য্যদক্ষতাগুণে বঙ্গের সুবাদার হইতে রায় বিশ্বাস উপাধি লাভ করেন। তৎপুত্র আদিপ্রাসাদ রায় পৈত্রিক জমিদারী বর্দ্ধিত করেন। তাঁহার পুত্র জয়কৃষ্ণ, গঙ্গারাম, রাধাবল্লভ, কাঞ্চনা হইতে হাইদগাঁও আসিয়া কয়েক বৎসর পর সুচক্রদণ্ডিগ্রামে, আসিয়া বাস করেন। জয়মঙ্গল কাসিয়াইস গ্রামে গমন করেন। তথা হইতে অনেক শাখা নয়াপাড়া, আন্ধারমাণিক ইত্যাদি গ্রামে বিস্তার করেন। আনন্দরাম, কৈলাস কৃষ্ণকুমার-বংশীয়গণ সুচক্রদণ্ডীতে বাস করিতেছেন।

এই বংশীয় গোপীরাম বিশ্বাস কোনও জমিদারের মোক্তার ছিলেন। তৎপর ওকালতীর সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া, উক্ত ব্যবসায়ে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করেন। রামনারায়ণ বিশ্বাস জমি-দারের নায়েব ছিলেন। মথুরাম বিশ্বাস কবিরাজী ব্যবসায়ে বিপুল ধন অর্জ্জন করেন। তৎপুত্র ফকীরচাঁদ চট্টগ্রামের তাৎকালিক জমিদার আলি আকবর খাঁর কর্ম্মচারী ছিলেন।

পরে উক্ত জমিদারের জমি গবর্ণমেণ্ট খাস করায় তিনি কালেক্টরীর তৌজীনবীসী কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই বংশের বিশ্বম্ভর বাবু বর্ত্তমান সময়ে সাতকানিয়া মুন্সেফের সেরেস্তাদার আছেন। আনন্দরাম, কৈলাস ও কৃষ্ণকুমার পুরুষানুক্রমে সদাগরী ব্যবসা করিয়া বিপুল অর্থ সংগ্রহ করত এ গ্রামে বাস করিতেছেন। নকলকারক শ্রীবিশ্বম্ভর বিশ্বাস।

দক্ষিণরাঢ়শ্রেণীস্থ কাশ্যপগোত্রীয় দে-বংশের কুলজী। পটীয়া থানাস্থ জোয়ারা ও হাট-হাদোরী শাসনার্গত খন্দাকয়া গ্রামে ইহাদের জ্ঞাতি আছে। এই বংশ ভৃগুরাম চৌধুরীর বংশ বলিয়া খ্যাত। ১। শিশুরাম সঃ ২। যোগিরাম সঃ ৩। রঘুরাম ৩। ভৃগুরাম (সুচক্র-দণ্ডী) সঃ ৪। রামশঙ্কর সঃ ৫। দেবীচরণ সঃ ৬। মাগনচন্দ্র ৫। বৈষ্ণবচরণ সঃ ৬। রাজ-চন্দ্র ৬। প্যারী ৪। রামমোহন সঃ ৫। গোকুল ৫। ঈশান ৪। রামদুলাল সঃ ৫। কুলচন্দ্র ৫। পার্ব্বতীচরণ সঃ ৬। গোলোকচন্দ্র সঃ ৭। সারদা সঃ ৮। কেশব ৮। পুলিনবিহারী ৮। শিশু ৪। জয়নারায়ণ সঃ ৫। হরদাস সঃ ৬। গিরিশ ৬। শরচ্চন্দ্র সঃ ৭। যামিনী ৭। বঙ্কিম ৭। মহিম ৭। হবি ৭। রেবতী ৭। রমণী ৫। ফকীরচাঁদ ৫। গোপীনাথ সঃ ৭। অখিলচন্দ্র সঃ ৭। সুরেন্দ্র ৬। রামচন্দ্র সঃ ৭। ধীরেন্দ্র ৭। মনমোহন ৬। প্রসন্ন ৪। রামানন্দ সঃ ৫। কৃষ্ণচরণ সঃ ৬। উমাচরণ ৬। পূর্ণচন্দ্র ৬। ষষ্ঠীচরণ ৫। কালীচরণ সঃ ৬। রসিকচন্দ্র সঃ ৭। রমেশচন্দ্র ৭। কামিনীকুমার ৭। হেমেন্দুবিকাশ ৫। ভবানীচরণ ৩। রঘুরাম (জোয়ারামহম্মদপুর) সঃ ৪। ফকীরচাঁদ সঃ ৫। ব্রজলাল সঃ ৬। রামহরি ৬। রাধাকৃষ্ণ ৬। রামতনু সঃ ৭। চৈতন্যচরণ ৭। শ্যামাচরণ সঃ ৭। জগচ্চন্দ্র ৭। ঈশ্বরচন্দ্র ৭। মহেন্দ্রচন্দ্র ৬। শিবচরণ সঃ ৭। রামতারণ।

পটিয়া থানার ৫৮৪ নং তরফ ভৃগুরাম, এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ ভৃগুরাম চৌধুরীর একটী বিশেষ কীর্ত্তি বিদ্যমান। সুচক্রদণ্ডী গ্রাম হইতে পশ্চিমাভিমুখে সরকারি রাস্তা পর্য্যন্ত যে সুন্দর একটী রাস্তা দৃষ্ট হয়, তাহা জয়নারায়ণের রাস্তা বলিয়াই বিখ্যাত, সাধারণতঃ লোকে ঐ রাস্তাকে মহুরির রাস্তা বলে। হরদাস নিমকমহালের দারোগা ছিলেন, ফেনীর কুলের "দারোগার হাট" তাঁহার স্থাপিত। রঘুরাম প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যখন জোয়ারা আসেন, তখন দেশের অধিকাংশ স্থান জঙ্গলময় ছিল, তিনিই অনেক স্থান আবাদ করাইয়াছেন। তাহার নামে দেশের অধিকাংশ তালুক স্থিরতর আছে। ব্রজলাল হাতী ধরার ব্যবসা করিতেন। রামতনু ১ম ব্রহ্মযুদ্ধের সময় ১৮২৬ খৃঃ আরাকাণ গমন করেন, তিনি সৈন্যদিগের রসদ যোগাইতেন। এই ব্যবসায় তিনি এত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অর্থ বহন করিবার জন্য হাতীর প্রয়োজন হইয়াছিল। তিনি অনেক জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় পরোপকারী ছিলেন। জনৈক দস্যু ব্যক্তির সাহায্য করাতে কলিকাতায় তিনি বিষপ্রয়োগে নিহত হন। যুদ্ধে রসদের সরবরাহ করিতেন বলিয়া, তাঁহার উপাধি সরকার হয়, এই উপাধি পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। নকলকারক শ্রীরমেশচন্দ্র সিং মোক্তার। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র সরকার ২য় পণ্ডিত পটিয়া এইচ, স্কুল।

ছনহরা গ্রামের ঘৃতকৌশিকগোত্রীয় দত্তবংশ দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রেণী। শ্রীনারায়ণ সঃ ২। মুকুন্দরাম ২। বাসুদেব সঃ ৩। যাদবরায় ৩। মাধবরায় সঃ ৪। মুক্তারাম সঃ ৫। সত্যপ্রসাদ সঃ ৬। জীবনরায় সঃ ৭। রামশঙ্কর সঃ ৮। নয়নারায়ণ সঃ ৯। কুলচন্দ্র ৯। বৃন্দাবন। ৫। আত্মপ্রসাদ সঃ ৬। রামরায় সঃ ৬। গোবিন্দরায় সঃ ৮। জয়নারায়ণ সঃ ৯। রামতনু ৯। কৃষ্ণমঙ্গল ৯। চণ্ডীচরণ ৯। রামসুন্দর। ৫। দুর্গাপ্রসাদ সঃ ৬। বিষ্ণুপ্রসাদ সঃ ৭। সীতারাম সঃ ৮। ছত্রনারায়ণ সঃ ৯। দেবীদাস সঃ ১০। গোলোকচন্দ্র সঃ ১১। জগচ্চন্দ্র সঃ ১২। মনোমোহন সঃ ১৩। প্রতাপ ১৩। নরেন্দ্র। ৬। কৃষ্ণপ্রসাদ। ৭। বিজয়রাম সঃ ৮। কালীচরণ সঃ ৯। নীলমণি সঃ ১০। ঈশান ১০। গিরিশ সঃ ১১। অবিনাশ সঃ ১২। সচ্চিদানন্দ ১০। শরচ্চন্দ্র সঃ ১১। অপর্ণা সঃ ১২। চারুচন্দ্র ১০। কাশীমোহন সঃ ১১। অন্নদা সঃ ১২। মহেন্দ্র ১২। রাজবিহারী। ১০। শরচ্চন্দ্র সঃ ১১। অপর্ণা সঃ ১২। চারুচন্দ্র। ৭। সীতারাম সঃ ৮। রামদাস সঃ ৯। তিলকচন্দ্র সঃ ১০। যাত্রামোহন সঃ ১১। বিপিন ১০। গৌরচন্দ্র সঃ ১১। কামিনী ১১। সুরেন্দ্র সঃ ১০। হরচন্দ্র ১০। রসিক ১০। যোগেন্দ্র ১০। দুর্গানন্দ। ১০ কাশীমোহন সঃ ১১। শ্যামাচরণ সঃ ১২। মনোরঞ্জন ১১। চন্দ্র ১২। সারদা। এই বংশের মুকুন্দ দত্ত নামক একব্যক্তি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি তথায় কবিরাজী পড়িতে গিয়া চৈতন্যদেবের প্রিয়পাত্র হন। ইহার আমলের বিগ্রহ ইত্যাদি এখনও এই বংশধরের বাড়ীতে আছে। তাঁহার নামের দুইটী পুকুরও ঐ গ্রামে বিদ্যমান আছে। ইনি নিরুদ্দেশ হইয়া যান। এই বংশের এক শাখা ঢাকা জিলার আবিরপাড়া প্রভৃতি গ্রামে আছে। নকলকারক শ্রীরাজচন্দ্র দত্ত।

রাঢ় হইতে চট্টগ্রাম জিলার দুর্গাপুর গ্রামে সমাগত, দক্ষিণরাঢ়িশ্রেণী ভরদ্বাজগোত্র। ১। শিবরাম রক্ষিত সঃ ২। সীতারাম সঃ ৩। হরগোবিন্দ সঃ ৪। মথুরাম তৎপুত্র ফতেয়াবাদ গ্রামে যায়। ২। রঘুরাম সঃ ৩। বৈদ্যনাথ সঃ ৪। রামগোপাল সঃ ৫। গঙ্গারাম খাস্তগির (নয়াপাড়া) পুত্র ৬। হরিহর সঃ ৭। আনন্দীরাম সঃ ৮। জয়নারায়ণ সঃ ৯। রমেশ সঃ ১০। রসিক সঃ ১১। সুরেন্দ্র। ৯। রামলোচন সঃ ১০। তারিণী সঃ ১১। কমলকুমার ১১। কালী ১১। অন্নদা সঃ ১২। শশাঙ্ক ১২। সতীশ ১২। গোপেন্দ্র। ১০। উমাচরণ সঃ ১১। নিশি। ১০। বিশ্বম্ভর সঃ ১১। রমেশ। ৯। জাহিরাম সঃ ১০। রামদাস সঃ ১১। রাজকুমার সঃ ১০। বৈষ্ণবচরণ সঃ ১১। রাজচন্দ্র। ১০। গোলক সঃ ১১। প্রসন্ন ১১। নবীন ১১। চন্দ্র। ৮। নিশ্চিন্ত ৮। শ্যামরায় সঃ ৯। সীতারাম সঃ ১০। কুলচন্দ্র ১০। কৃষ্ণমঙ্গল ১০। জিতরাম সঃ ১১। মাগন। ১০। রামকিশোর সঃ ১১। নীলমণি সঃ ১২। পূর্ণচন্দ্র ১২। অখিলচন্দ্র সঃ ১৩। জ্ঞানেন্দ্র ১১। জয়গোপাল সঃ ১২। অন্নদা ১২। নিশি সঃ ১৩। জ্যোতীন্দ্র। ৯। শম্ভুরাম সঃ ১০। রামদয়াল ১১ নীলমণি ১০। শিবচরণ ১১। কালীকিঙ্কর ১১। ব্রজমোহন ১২। চন্দ্রমোহন।

৭। রঘুরাম সঃ ৮। শিশুরাম সঃ ৯। রামমোহন সঃ ১০। মদারাম ১০। সাধুরাম ৯। তিতুরাম সঃ ১০। অভয়াচরণ ১০। তারিণী। ৯। রামদুলাল ১০। রামরতন সঃ ১০। রমেশ সঃ ১১। রামকিঙ্কর ১১। মুরারি সঃ ১২। গগন। ৯। মনসারাম সঃ ১০। বৈদ্যনাথ সঃ ১১। শরচ্চন্দ্র ১১। চন্দ্রকুমার। ১০। কেবলকৃষ্ণ সঃ ১১। ষষ্ঠী সঃ ১২। রমণী ১২। রেবতী। ১১। অখিল। ৮। যাদুরাম সঃ ৯। রাধাকৃষ্ণ সঃ ১০। দুর্গাচরণ সঃ ১১। কৈলাস সঃ ১২। জগচ্চন্দ্র রক্ষিত সঃ ১৩। নলিনী ১৩। রোহিণী। ১২। পূর্ণচন্দ্র সঃ ১৩। বীরেন্দ্র। ১২। মহেশ ১২। নিশি ১২। শশী। ১০। গোপীনাথ সঃ ১১। নবচন্দ্র সঃ ১২। বরদা ১২। সারদা ১২। চন্দ্রমোহন। ১১। ত্রিপুরাচরণ সঃ ১২। কামিনী ১২। মহেন্দ্র ১২। ললিত ১২। মোহনমোহন ১২। চন্দ্রকান্ত ১২। প্রভাসচন্দ্র। ৮। মথুরাম সঃ ৯। ফকীরচাঁদ সঃ ১০। চৈতন্য সঃ ১১। গৌরচন্দ্র ২১। দিগম্বর। ১০। মহেশ ১০। হরচন্দ্র সঃ ১১। রাজকুমার সঃ ১২। দুর্গানন্দ ১২। পরমানন্দ। ১১। কালীকুমার সঃ ১২। মদনমোহন ১২। লালমোহন ১২। কালীমোহন ১২। গণেশ। ৮। কান্তুরাম সঃ ৯। দেবীপ্রসাদ সঃ ১০। রামসুন্দর ১০। পার্ব্বতীচরণ সঃ ১১। ঈশান সঃ ১২। গিরিশ সঃ ১৩। কামিনী ১১। বীরেন্দ্র ১১ মণীন্দ্র। ১২। শুকদাস সঃ ১৩। যামিনী ১৩। নিখিল ১১। রুক্মিণী সঃ ১২। বঙ্কিম। ১০। চণ্ডীচরণ সঃ ১১। নিত্যানন্দ সঃ ১২। প্রাণকৃষ্ণ ১২। রাজকৃষ্ণ ১২। নবকৃষ্ণ সঃ ১৩। শ্যামাচরণ ১৩। অন্নদা ১৩। অপর্ণা। ১২। জীবনকৃষ্ণ সঃ ১৩। কালী সঃ ১৪। অমূল্য ১৪। অতুল ১৪। রমণী ১৪। রোহিণী ১৪। রেবতী। ১২। দুর্গাদাস সঃ ১৩। মহেন্দ্র ১৩। যোগেন্দ্র ১৩। নিতাই। ২। দয়ারাম রক্ষিত সঃ ৩। প্রেমনারায়ণ সঃ ৪। কাশীশ্বর রায় সঃ ৫। ভবানন্দ সঃ ৬। শঙ্কর মজুমদার (দোয়ারা রায়) সঃ ৭। রামনারায়ণ সঃ ৮। মায়ারাম ৮। কালিকাপ্রসাদ সঃ ৯। শম্ভুরাম সঃ ১০। রামচরণ সঃ ১১। আনন্দমোহন ১১। রামতারণ ১২। অগোণ ১২। দত্তক সঃ ক্ষেমেশচন্দ্র সঃ ১৩। নগেন্দ্র সঃ ১৪। মনমোহন ১৪। মণিমোহন। ১৩। মহেন্দ্র ১১। গিরিশচন্দ্র সঃ ১২। গণেশ সঃ ১১। যোগেন্দ্র। ১২ ক্ষেমেশ ১২। সুরেশ ১২। রজনী ১২। বরদা ১২। সুরেশ সঃ ১৩। বীরেন্দ্র। ১০। জাহ্নিরাম সঃ ১১। মহেশচন্দ্র দত্তক সঃ ১২। যোগেশ সঃ ১৩। হরেন্দ্র ১৩। মণীন্দ্র। ১১। হরচন্দ্র সঃ ১২। সতীশ সঃ ১৩। নরেন্দ্র ১৩। শৈলেন্দ্র ১৪। বৃন্দাবন। ১০। পার্ব্বতীচরণ সঃ ১১। নবচন্দ্র সঃ ১২। অপেশচন্দ্র সঃ ১৩। ২ শিশু। ১২। যোগেশ দত্তক সঃ। ১২ গণেশ। ১১। নিমাইচরণ সঃ ১২। উমেশ সঃ ১৩। বীরেন্দ্র ১৩। সুরেন্দ্র। ১১। রামকানাই সঃ ১২। রমেশ। ১১। নীলমণি। ৭। দুর্গাপ্রসাদ সঃ ৮। মুক্তারাম সঃ ৯। পেলারাম সঃ ১০। কৃপারাম সঃ ১১। ব্রজলাল সঃ ১২। মুরারি ১২। ধরণীধর। ৮। গোবিন্দরাম সঃ ৯। মধুরাম সঃ ১০। দাতারাম ১০। কাঙ্গালী সঃ। ১১। অভয়াচরণ সঃ ১২। চণ্ডী ১২। চৈতন্য সঃ ১৩। বংশীবদন সঃ ১৪। মণীন্দ্র। ১৩। গোপী ১৩। বঙ্ক। ১২। ফকীরচাঁদ সঃ

১৩। অনুকূল ১৩। প্রাণহরি। ১০। রামসেবক সঃ ১১। কাশীমোহন। ১০। কৃষ্ণরাম ৫। পরমানন্দ সঃ ৬। জয়কৃষ্ণ মজুমদার (জোয়ারা) সঃ ৭। কৃষ্ণচন্দ্র সঃ ৮। গোবিন্দ সঃ ৯। রামপ্রসাদ সঃ ১০। ধরণীধর সঃ ১১। ব্রজমোহন। ১০। ভুবন ১০। মদন সঃ ১১। গৌরমোহন সঃ ১২। প্রসন্নকুমার (মাধনপুর) ১২। গৌরচন্দ্র। ১০। রামহরি ১০। মুরারি। ৯। বৈদ্যনাথ সঃ ১০। রামদাস সঃ ১১। রাজমোহন সঃ ১২। ধর্ম্মেশ্বর ১২। ঈশ্বর ১২। শরৎ সঃ ১৩। যশোদা ১২। চন্দ্রকান্ত ১২। নবীন সঃ ১৩। সারদা। ৮। বলরাম সঃ ৯। বাঞ্ছারাম ৯। সীতারাম ৯। যদুরাম। ৭। রাজারাম সঃ ৮। মুকুন্দ-রাম সঃ ৯। ঘনশ্যাম সঃ ১০। ত্রিলোক সঃ ১১। কৈলাস ১১। তারক ১১। রামকুমার ১১। নীলকমল পুঃ ১২। যোগেন্দ্র ১২। মহেন্দ্র ১২। রুক্মিণী ১২। অগেশ ১২। মুনীন্দ্র। ১০। রামরত্ন পুঃ ১১। কামিনী ১১। বিপ্রদাস ১১। ষষ্ঠী ১১। লক্ষ্মীচরণ পুঃ ১২। মহেন্দ্র দত্তক পুত্র ১৩। বঙ্কিম। ১১। কালীকুমার পুঃ ১২। রমণী ১২। রাজকুমার ১১। দেবী-দাস পুঃ ১২। বিপিন ১২। বেণী ১২। বরদা ১২। সুরেন্দ্র ১২। তারক ১২। অতুল ১১। দুর্গাদাস সঃ ১২। জগৎ ১২। গগন সঃ ১৩। নবীন। ১২। কিশোর। ১১। গুরুদাস সঃ ১২। অন্নদা ১২। ত্রিপুরা ১২। রসিক। ৯। রামশঙ্কর। ৯। জগদীশ ৯। ব্রজমোহন ৯। সাহিরাম সঃ ১০। রামচন্দ্র ১০। রামনারায়ণ সঃ ১১। চৈতন্য ১১। কাশীমোহন সঃ ১২। নিশি ১২। ঈশ্বর ১২। মহিম ১২। শশী (পোষ্য দে) ১২। গৌরাঙ্গ ১২। শরৎ সঃ ১৩। ভারত ১৩। অনন্ত ১৩। অপর্ণা ১৩। যামিনী। ৮। রাধাবল্লভ পুষ্পাঞ্জলি সঃ ৯। জিহজ সঃ ১০। ডোমন সঃ ১১ তারিণী ১১। সন্তোষ ১১। মাগন সঃ ১২। জ্যোতীন্দ্র ১২। মহেন্দ্র ১২। হেমেন্দ্র ১১। দাতারাম সঃ ১২। রামচন্দ্র সঃ ১৩। নন্দী। ২। বিজয়রাম সঃ ৩। হরিহর রক্ষিত সঃ ৪। সদারাম সঃ ৫। মৃত্যুঞ্জয় সঃ ৬। মণিরাম (জোয়ারায় আসেন) সঃ ৭। পরশুরাম সঃ ৮। চাঁদরাম সঃ ৯। শিবচরণ ৯। মধুরাম সঃ ১০। চণ্ডীচরণ সঃ ১১। রামকুমার ৯। ব্রজলাল সঃ ১০। গোলক। ৮। ঘনশ্যাম সঃ ৯। রামদাস ৯। দেবীচরণ সঃ ১০। চৈতন্য ১০। তারিণী ১০। কৈলাস সঃ ১১। অপর্ণা ১০। কৈলাস সঃ ১১। রাজচন্দ্র সঃ ১২। রোহিণী ১২। রুক্মিণী। ১১। গগন সঃ ১২। কেশব ১২। যশোদা ১২। ননীগোপাল। ১০। মাগনদাস সঃ ১১। রমেশ সঃ ১২। হেমেন্দুবিকাশ ১২। বোধেন্দুবিকাশ। ১১। অম্বিকা সঃ ১২। সুকুমার। ১০। নিত্যানন্দ ১০। জগমোহন। ৯। রামজয় ৯। দুর্গাদাস। ৮। ক্ষমানন্দ সঃ ৯। জগমোহন পুত্র ১০। পার্ব্বতী ১০। রাধামোহন। ৯। ছত্রনারায়ণ ৯। দর্পনারায়ণ ৮। শম্ভুরাম সঃ ৯। রামলোচন সঃ ১০। হরদাস ৯। মৃত্যুঞ্জয়। ৭। নিধিরাম সঃ ৮। মুক্তারাম সঃ ৯। কালীচরণ সঃ ১০। ঈশানচন্দ্র। ৮। মদনমোহন সঃ ৯। ফকিরচাঁদ সঃ ১০। মহেশ ১০। রামচন্দ্র। নকলকারক শ্রীমহেশচন্দ্র রক্ষিত।

৺রামপ্রসাদ রায়চৌধুরী।*

রামপ্রসাদ রায় চৌধুরী মহোদয় কৃষ্ণচরণ রায়ের ১ম স্ত্রীর দ্বিতীয়পুত্র। তিনি সধর্ম্মানুরাগী, দাতা ও বিদ্বান্ লোক ছিলেন। তাঁহার ক্রিয়াচার দেখিয়া (১৭৫৬ খৃঃ অঃ) তৎকালীন চট্টলের নবাব মহাসিং (ক্ষত্রিয়) মহোদয়, তাঁহার গৃহস্থিত ৺শ্রীশ্রীরামচন্দ্র শালগ্রাম ও ৺শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দ্দন বিগ্রহের নামে ২।।০ আড়াইদ্রোণ (৪০ বিঘা) জমি (নিষ্কর বাহালী) দেবত্র করিয়া দেন। উক্ত জমিগুলি তাঁহার নিজ নামে জিম্বা রাখিয়া বিগ্রহের সেবার সমস্ত সামগ্রী সরবরাহ করেন। চট্টলের আর কোন কায়স্থকে মহাসিং বাহাদুর এরূপ জমি দিয়া সম্মান করেন নাই।† মহাসিংএর বাজার দ্বারাও চট্টলে নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। রামপ্রসাদ রায়চৌধুরী বিগ্রহের পূজার জন্য পুরোহিতগণকেও কিছু কিছু ভূমিপ্রদান করিয়া যান। ৺শ্রীশ্রীরামচন্দ্র শালগ্রাম ও ৺শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দ্দন বিগ্রহ আমাদের বাড়ীতে বিদ্যমান আছেন। দেবত্র জমির আয় হইতেই দেবসেবা ও পূজা চলিয়া আসিতেছে। উক্ত জমিগুলি বন্ধক, বিক্রয়, বন্দোবস্ত করিবার (গবর্ণমেন্টের রোবকারীমতে) ক্ষমতা আমাদের নাই। ইনি জমিদারী বিস্তৃত করেন।

মুন্সী ৺রাধামোহন রায়চৌধুরী।

আমার পিতামহ মুন্সী রাধামোহন রায়চৌধুরী মহাশয় বাল্যকালে পারসী, আরবী, উর্দ্দু ও স্বীয় মাতৃভাষা বাঙ্গালায় কৃতবিদ্য হইয়া অনুমান ২২ বৎসর বয়সে ওকালতী সনন্দ গ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম সহরে থাকিয়া ওকালতী ব্যবসা করিতেন। ওকালতী ব্যবসায় তাঁহার অনেক টাকা আয় হইত। উদারতা, বদান্যতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। সাধারণের জলপানের সুবিধার্থ স্থানে স্থানে পুষ্করিণী খনন করাইয়া দেওয়ায়, তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ৫০ বৎসর বয়সে ২ কন্যা ও শিশুপুত্র শরচ্চন্দ্রকে বর্ত্তমান রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করেন।

মুন্সী ৺নীলমণি রায়চৌধুরী সাহেব।

উক্ত মুন্সী মহাশয় আমার পিতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্রাহিরাম চৌধুরী মহাশয়ের প্রথম পুত্র। তিনি বাল্যকালে পারসী, আরবী ও বাঙ্গালা ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়া, মোক্তারি সনন্দ লইয়া প্রথমতঃ কয়বৎসর চট্টগ্রামে ব্যবসা করিতেন। তৎপর কক্সবাজার থাকিতেন। তিনি সুন্দর, বলবান্ ও অসীমসাহসী পুরুষ ছিলেন। ৺শিবপূজা করিতেন।

---

* ৩৪।৩৫।৩৬ পৃঃ মুদ্রিত দেবকীনারায়ণ রায় ও যদুনন্দন রায়চৌধুরীর জীবনীর পরাংশে রামপ্রসাদ রায়চৌধুরী প্রভৃতির জীবনী মুদ্রণ জন্য দিয়াছিলাম, কিন্তু মুদ্রাকরের ভ্রমবশতঃ যথোপযুক্ত স্থানে ইহা সন্নিবেশিত হয় নাই।

† মহাত্মা মহাসিংহ বাহাদুর এ জিলার তীর্থাদিতে ও বাণীগ্রাম মহান্তের আস্থানে, সহরস্থিত শ্রীবালকদাস মহান্তের আস্থানের জন্য বহুতর ভূমি দেবত্তর দিয়াছিলেন। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে পারসী ভাষায় লিখিত সনন্দের নকল ও অন্যান্য দলিলাদি এস্থলে প্রদান করিলাম না।

চট্টগ্রামে অবস্থানকালে একজন জাহাজী কাপ্তেন সাহেব কয়েকজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের অপমান করেন। তিনি উক্ত ভদ্রগণের অনুরোধে দুষ্ট সাহেবকে উত্তম মধ্যম প্রহার (লাঠৌষধি) দিয়া যথোচিত শিক্ষা দিয়াছিলেন। কাপ্তেন শিক্ষা পাইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করেন। তৎকালীন ভদ্রমহলে তিনি তজ্জন্য সাহেব আখ্যা পাইয়াছিলেন। তিনি সাহসী, উদারহৃদয়, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী ও ধার্ম্মিকপুরুষ ছিলেন। কক্সবাজারে কয়বৎসর অবস্থান করার পর, তিনি রেঙ্গুণ যাইয়া "ব্রহ্মভাষা" শিক্ষা করেন। অনন্তর যুদ্ধের কমিসেরিয়েট বিভাগে বড় চাকরী পাইয়াছিলেন। তিনি মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন, সেজন্য অর্থসঞ্চয় করিতে পারেন নাই। ৪ বৎসর পর রেঙ্গুণ হইতে আসিয়া ৪০ বৎসর বয়সে অবিবাহিতাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন, বিবাহ জন্য তিনি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। কাকচরিত্র বিদ্যায় সুপটু ছিলেন, মৃত্যুর পূর্ব্বসময় ৺শিবপূজাকালীন, কাক ডাকিতে দেখিয়া সকলকে মৃত্যুবার্ত্তা জানাইয়াছিলেন। ইঁহার ন্যায় লোকের অভাব বাণখালীথানাস্থ কায়স্থবংশে বোধ হয় আর পূর্ণ হইল না।

৺শরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী।

ইঁহার বিমল যশঃপ্রভায় এইবংশ উজ্জ্বল করিয়াছিল, ইঁহার প্রশংসা এখনও প্রতিলোকের মুখে শ্রুত হয়। পিতা শরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়, মুন্সী রাধামোহন রায়চৌধুরীর একমাত্র পুত্র ১২৪৮ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তদীয় বাল্যাবস্থায় মুন্সী মহাশয়ের মৃত্যু হয়। তিনি পারসী, আরবী, উর্দ্দু ও বাঙ্গালা ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়া, ২১ বৎসর সময়ে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মোক্তারী সনন্দ গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে চট্টগ্রাম সহরে থাকিয়া ব্যবসা করেন।

তৎপরে বাণীগ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ জমিদার ত্রিপুরাচরণ রায় মহাশয়ের সহিত, তদীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা ইন্দ্রনারায়ণ রায়ের জমিদারী সম্পর্কে গোলযোগ হওয়ায়, ত্রিপুরাচরণ বাবুর তাঁহার পিতা মাগনদাস রায়ের একান্ত অনুরোধে কক্সবাজার যান। তথায় যাইয়া মোকদ্দমা করিয়া গোলযোগের শান্তি করেন এবং উক্ত বাবুদের পালং নামক সরবন্দোবস্তী মৌজাগুলির প্রজাগণের নিকট হইতে সুকৌশলে বন্দোবস্ত করিয়া লন। কক্সবাজার সবডিভিসন কোর্ট প্রসার হওয়ায়, তথায় অবস্থান করেন। তিনি বোমাং মহারাজের ও কক্সবাজার এলাকাস্থ বড় বড় "মগ" ও মুসলমান জমিদারের মাসিক বেতন লইয়া মোকদ্দমাদি সুচারুরূপে চালাইতেন। ইহাতে মাসিক ৩০০৲ ৪০০৲ টাকা তাঁহার আয় হইত। তিনি সদাশয়, বদান্যবর, মহাত্মা পুরুষ ছিলেন। কয়জন দরিদ্র দূর-সম্পর্কীয় কায়স্থকে লেখাপড়া শিখাইয়া, তাঁহার সঙ্গেও স্বীয় জমিদারীতে মোহরের কার্য্য দিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত মিষ্টভাষী ছিলেন, শত্রুও তাঁহার মিষ্টবাক্যে ভুলিয়া যাইত। সর্ব্বদা তাঁহার বদনমণ্ডলে হাসি বিরাজমান ছিল, অতি দুঃখেও বিষণ্ণ হইতেন না। মাসিক যাহা আয় ছিল, অতিথি, সন্ন্যাসী প্রভৃতির সেবায় ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কি যে কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট প্রার্থী

হইলে সাধ্যানুসারে দান করিতেন। কাহাকেও রিক্তহস্তে ফিরাইতেন না। এক সময়ে কোন এক আত্মীয় তাঁহাকে ব্যয়ের লাঘব করিতে বলিলে, তিনি দুঃখিতমনে বলিয়াছিলেন, "দশজনের ভাগ্যেই আমি টাকা পাইয়া থাকি। বাসার লোকসংখ্যা কম থাকিলে টাকাও কম পাই, অতএব বৃথা কৃপণতা করিতে অনুরোধ করিও না।" তিনি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন, সময়ে সময়ে বিপন্ন ভদ্রলোককে ও দরিদ্রদিগকে নিজের বাসায় আহারাদি দিয়া, বিনা ফি'তে মোকদ্দমা চালাইয়া বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন। কি পরিচিত কি অপরিচিত লোকের কাতরতায়, মোকদ্দমায় জামিন হইতেন, অনেক সময় আসামী পলাইয়া যাওয়ায় তিনি অর্থদণ্ড দিতেন। তিনি জ্ঞানবান্ ছিলেন, কাঁপালবাজী নামক যোগসিদ্ধ সন্ন্যাসীকে, কয় বৎসর নিজের নিকট রাখিয়া যোগাভ্যাস করেন। যোগকার্য্যে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি শ্বাসে বসিয়া বায়ুভরে ৩।৪ হাত শূন্যে উঠিতে সক্ষম হইতেন, তাঁহার সঙ্গী লোকেরা বহুবার ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। তিনি যোগবলে অন্যের অদৃশ্যও হইতে পারিতেন। এক সময় ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছিল। পিতা মহাশয় একবার গুরুতর মোকদ্দমায় পড়িয়াছিলেন, ঐ মোকদ্দমায় তাঁহার উপর ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছিল, তৎকালে তিনি আমাদের জমিদারীতে উখিয়া থানার এলাকা রাজা পালং কাছারিতে ছিলেন। যখন ওয়ারেণ্ট লইয়া পেয়াদাগণ তাঁহাকে ধরিতে গিয়াছিল, তখন তিনি নিদ্রিত ছিলেন। তাহারা তাঁহাকে উঠাইয়া বলিল, বাবু আমরা আপনাকে গ্রেপ্তার করিলাম। পিতা বলিলেন আমি একটু আসি, এই বলিয়া ঘটী হাতে করিয়া যেই তাহাদের সম্মুখে আসিলেন, অমনিই অদৃশ্য হইলেন। তখন পরিষ্কার জ্যোৎস্না রাত্রি ছিল, অনেক তল্লাসেও পেয়াদাগণ তাঁহার সন্ধান পাইল না। মোকদ্দমার নির্দ্দিষ্ট দিনে, তিনি কোর্টে হাজির হইয়া, যুক্তিযুক্ত আইনের তর্কে, দোষক্ষালন করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

মৃত্যুর ২ বৎসর পূর্ব্বে 'হিলট্রাক্টে'র জমিসম্পর্কীয় মোকদ্দমার জন্য, ছোটলাটের নিকট দার্জ্জিলিং যান। অনাবশ্যক বোধে যে সব দলিল বাড়ীতে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা দেখাইতে না পারায় মোকদ্দমা হারিয়া যান। তিনি অত্যন্ত সাহসী ছিলেন।

গোপীমোহন সেন নামক জমিদারের সহিত তাঁহার প্রায় ১২ বৎসর ধরিয়া জমিদারীর জন্য মোকদ্দমা চলে। একবার চট্টগ্রাম জজকোর্টে উক্ত সেনের মোকদ্দমায়, বৈদ্যজাতীয় সমস্ত উকিল, মোক্তার (স্বজাতিহিতার্থ) এবং কায়স্থ উকিলেরা তাহার পক্ষাবলম্বন করেন। পিতা মহাশয়ের পক্ষে একজন উকিলও নাই দেখিয়া, জজ বাহাদুর তাঁহাকে নিজে সওয়াল-জবাবাদি করিতে আদেশ দেন। তিনি যুক্তিযুক্ত আইনের তর্ক করিয়া মোকদ্দমা ডিক্রি পান। বিবাদিপক্ষে অনেক বড় বড় উকিল থাকা স্বত্বেও তিনি অত্যন্ত সাহসসহকারে কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

মৃত্যুর ১ বৎসর পূর্ব্ব হইতে, তিনি কফ প্রভৃতি পীড়ায় ভুগিয়াছিলেন। মৃত্যুর এক-মাস পূর্ব্বে তিনি যোগাসনে বসিয়া নিয়তধ্যান করিয়াছিলেন। যোগাসনে বসিবার পূর্ব্বে তিনি

তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিতে সকলকে নিষেধ করেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় দিবাগতে, রাত্রে একটার পরও তদবস্থায় দেখিয়া, পীড়ার বৃদ্ধি ভয়ে মাতাঠাকুরাণী তাঁহার গায়ে হাত দিয়া ডাকিবার সময় যোগভঙ্গ হন। তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, আমাকে নষ্ট করিলে, সাধনাশেষ হইলে আমি আরও অনেক বৎসর বাঁচিতাম, এক্ষণে আর একমাসমাত্র জীবনকাল আছে। তিনি সে অবস্থায় ২১৩ দিবস উপস্থিত ভক্তাদিকে যোগোপদেশ দেন। তৎপর ২৭দিন নীরবে শয্যাশায়ী থাকিয়া ৭৬বর্ষ বয়সে, আমাদিগকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া সাধনোচিতধামে গমন করেন। ১২৯৪ বঙ্গাব্দের ২২শে মাঘ তাঁহার মৃত্যু দিন।

তিনি বার্ষিক ১৫০০ টাকা আয়ের জমিদারী অর্জ্জন করিয়া দিয়া যান। তখন আমার বয়ক্রম ১০ দশ বর্ষ মাত্র ছিল। কিন্তু দুখের বিষয় যাহারা আবাল্য পিতার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছিল, সেই সব বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্ন কর্ম্মচারীদের হস্তে অধিকাংশ জমিদারী বিনষ্ট হয়। কলিকালের লোকের ব্যবহার এই! পিতা মহাশয়ের জীবনে আরও মহৎ ঘটনাবলি উল্লেখযোগ্য ছিল, বাহুল্যভয়ে এ স্থানে ত্যাগ করিলাম, স্বতন্ত্র জীবনী পুস্তক প্রকাশ করার বাসনা রহিল। ইং ১৮৯৭ সালে তাহার পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার্থ শরৎ পুস্তকালয় নামে এক সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করিয়াছি, পাঠার্থিগণকে বিনা চাঁদায় পুস্তকাদি পড়িতে দেওয়া যায়।

মুন্সী মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী।

আমাদের বংশের কুলদীপক উক্ত মুন্সি মহোদয়, জমিদার সাগরদাস রায়ের দেওয়ান ৺রামচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের ঔরসে ১১৮২ সম্বতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পারসী আরবী, উর্দ্দু ও বাঙ্গালা ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়া উপযুক্ত বয়সে মোক্তারী সনন্দ গ্রহণে, চট্টগ্রামে ব্যবসা আরম্ভ করেন। তিনি বোমাং মহারাজ মানরাজ ও মহারাজ হরিশচন্দ্র রায় (পার্ব্বত্য চট্টগ্রামাধীন বান্দরবনের স্বাধীন রাজা) ও সাগরদাস রায় প্রভৃতি বড় ছোট অনেক ভূস্বামীর মোকদ্দমাদি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতেন। মাসিক ৫০০৲ হইতে ৮০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্জ্জন করিতেন। তিনি অত্যন্ত সুন্দরাকৃতি, সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিকস্বভাব ছিলেন। সর্ব্বদা ৺শিবপূজা করিতেন। ৫২ বৎসর বয়সে ১২৩৪ মঘিতে তাঁহার পরলোক গমন ঘটে। অনেক টাকার ভূসম্পত্তি ও নগদ টাকা ও অলঙ্কারাদি রাখিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরীকে, তাঁহার বড় সন্তান তারাকিঙ্কর রায় চৌধুরীর অকাল মৃত্যু হওয়ায় দত্তক গ্রহণ করেন। ২য় স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান শ্রীবরদাকিঙ্কর রায় চৌধুরী। মুন্সী, মহাশয় তাহার খুল্লতাত ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সাগরদাস রায়চৌধুরীকে, এন্ট্রেন্স অবধি অধ্যয়ন করাইয়া যান। তিনি এখন রাউজান খাস আফিসের একাউন্টেন্ট, দুঃখের বিষয় উক্ত মুন্সীর অধিকাংশ সম্পত্তি সাগরদাস রায় চৌং ও বরদাবাবুর মাতুল হরি চৌং বিবাদ করিয়া নষ্ট করেন, বরদাবাবুর তখন ২ বৎসর বয়ঃক্রম ছিল।

জীবনীমালা।

"স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু দত্ত"

১৮৬৮ সন চট্টগ্রামের বড়ই সৌভাগ্যবৎসর। সেই বৎসরে দীনা চট্টলমাতার ললাট-জ্যোতিঃ উজ্জ্বলতর বর্ণে সমগ্র বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া প্রতিভাত হয়। ধলঘাটের বাবু জগদ্বন্ধু দত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি,এ পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া দরিদ্রা জন্মভূমি চট্টলজননীর হস্তে গৌরবের রত্নভাণ্ডার অর্পণ করেন। সেই বৎসরের "কন্‌ভোকেশন্ (Convocation) দর্শনান্তর" বঙ্গকবিকুলশেখর আমাদের বাবু নবীনচন্দ্র সেন যেই কবিতায় ৺জগদ্বন্ধু বাবুকে আনন্দের মুক্ত উচ্ছ্বাসে সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এইস্থলে উদ্ধৃত হইল। *

"আইস "জগতবন্ধু" দেশের গৌরব, এস 'চন্দ্র" প্রিয় ভাই, আনন্দের সীমা নাই, দুঃখিনী মায়ের তোরা অমূল্য বিভব। দশদিক্ উজ্জ্বলিয়া এস ভ্রাতৃগণ, নিরখিয়া জুড়াক্ মায়ের জীবন। * * * * * * * * (চট্টল মাতার প্রতি) ওই শুন। অতিক্রমি বঙ্গ পারাবার, তাহাদের যশোধ্বনি, আসিছে গো মা জননি। শুনিয়া পবিত্র হবে শ্রবণ তোমার। অনন্ত সাগর গায় তাহাদের জয়, কিবা গিরি, কি গহ্বর, প্রতিধ্বনিময়। এস এস ভ্রাতৃগণ! প্রসারিয়া কর, তোদের দুঃখিনী মায়, রয়েছে চাতক প্রায়, তোদের করিয়া কোলে জুড়াতে অন্তর। শৈশব সুহৃদ্ আমি, করহ গ্রহণ অভাগার প্রীতিপূর্ণ স্নেহ সম্ভাষণ।"

(১৮৪৮ সনে অত্রত্য বাবু চন্দ্রকুমার রায় বি,এ (ভূতপূর্ব্ব সবজজ) পরীক্ষায় ২য় স্থান লাভ করেন) জগদ্বন্ধু বাবু এনট্রেন্স, এফ এ ও এম,এ পরীক্ষায়ও সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। এ যাবত চট্টগ্রামের অন্য কোন ধীমান্ সুধী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এতাদৃশ গৌরবলাভে সমর্থন হন নাই। এই বৎসর কানুনগোয়পাড়ার শ্রীমান্ রেবতীরমণ দত্ত এফ,এ পরীক্ষায় ২য় স্থান অধিকার করিয়া জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। শ্রীমান্ রেবতীরমণের উপরে ভগবানের কল্যাণকর দৃষ্টি অর্পিত হউক, এই আমাদের প্রার্থনা। ৺জগদ্বন্ধু বাবু মুন্‌সেফ হওয়ার অল্পকাল পরেই চট্টলমাতার শ্যামবক্ষ শূন্য করিয়া মৃত্যু তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিল। সেই সময়ে চট্টলজননীকে কবিশ্রেষ্ঠ নবীনবাবুর ভাষায় বলিতে হয়—

"মাঃ তোমার অশ্রুবারি ঝরি অনিবার। বহিতেছে "কর্ণফুলী" স্রোত দুর্নিবার।"

---

* "অবকাশরঞ্জিনী'কে চট্টগ্রামের সৌভাগ্য নামক কবিতা দ্রষ্টব্য।

স্বর্গীয় * নলিনীরঞ্জন সেন বি,এ।

প্রভাত-তপনবৎ প্রদীপ্ত চক্ষু প্রতিভাব্যঞ্জক ঐ যে চিত্রখানি দেখিতেছেন তাহা আমাদের দেবাত্মা নলিনীরঞ্জনের। ১৭৯৯ শকাব্দে ৬ই শ্রাবণে তাঁহার জন্ম হয়। যাঁহার স্নেহের অমৃতধারা চট্টগ্রামকে প্লাবিত করিয়া সমগ্র মানবজাতির প্রতি ধাবিত হইয়াছিল, যাঁহার স্বার্থের গণ্ডী সমস্ত বিশ্ববাসীকে বেষ্টন করিবার জন্য উন্মুক্ত হইয়াছিল, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দরিদ্রের মুখে অন্ন দিবার জন্য সম্ভ্রান্ত ধনী সন্তান হইয়াও যাঁহার হৃদয় ভিক্ষাপাত্র হস্তে করিতে মুহূর্ত্ত মাত্র শঙ্কিত হইয়াছিল না, চট্টগ্রামের ভীষণ ঝটিকায় (১৮৯৭ ইং cyclone) দুঃস্থ পরিবারবর্গের অশ্রুমোচন করিবার জন্য যাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত ছিল, মাতৃভাষার উন্নতি চিন্তায় যাঁহার মৃত্যু-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ব্যয়িত হইয়াছিল, পূর্ণ মনুষ্যত্বে স্বদেশকে জাগ্রত করিবার জন্য যাঁহার হৃদয় সততই আকুল থাকিত, সেই সরল দেবপ্রকৃতি নলিনীরঞ্জন ১৯০১ সনের ২০ শে জানুয়ারী সমস্ত অপূর্ণ বাসনা হৃদয়ে লইয়া শোকসন্তপ্তা জন্মভূমিকে পরিত্যাগ করিয়া দেবধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সম্পাদিত "আলো"

* ৺নলিনীবাবুর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন সেন বি,এল, মহাশয় ফটোগ্রাফ দিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

পত্রিকাও (মাসিকপত্র সমালোচনী) তাঁহার সহিত পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা তাঁহার হৃদয়ের ব্যাপকতা ও মনুষ্যত্বের উজ্জ্বল চিত্র চট্টলবাসীদের মনে জীবন্ত রাখিয়াছে। ইনি চট্টলের প্রাচীন কবিগণের পুঁথি সংগ্রহেও মনযোগী হন, ইঁহারই উৎসাহে আমি পুঁথি সংগ্রহে ও আলোচনায় রত হইয়াছি। এই অল্পবয়স্ক কায়স্থ যুবক সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইলেও, আমরা তাঁহাকে লইয়া গৌরব করিব। কেন না চট্টগ্রামে তিনি মনুষ্যত্বের ও দেবত্বের সর্ব্বপ্রথম পথ-প্রদর্শক।

এই দুর্ব্বল হস্ত ৺নলিনীরঞ্জনের দেবচরিত্র* অঙ্কিত করিতে কম্পিত হইতেছে। কোন ভাগ্যবান্ কৃতিপুরুষের করে এই গুরুভার ন্যস্ত হইলে চট্টগ্রামের পক্ষে মঙ্গলকর হইত, সন্দেহ নাই।

"৺মহাত্মা ষষ্ঠী কবিরাজ"

যখন ফরাসী, মহারাষ্ট্রী এবং আফগানেরা ভারতে একাধিপত্য স্থাপন করিবার জন্য ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত, তখন ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে চন্দননগরে "চিত্রপুর" গ্রামে প্রসিদ্ধ নায়েব পরিবারে ৺মাণিকরাম রায়ের জন্ম হয়। ইনি দক্ষিণরাঢ়ীয় দেববংশীয় কায়স্থ। যখন হুগলীর

* ৺নলিনীবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইনি চট্টগ্রাম কায়স্থসভার বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু কমলকান্ত সেন বি,এল মহাশয়ের ১ম পুত্র।

নিজামত আলি মহম্মদ খাঁ নবাব হইয়া চট্টগ্রামে আসেন, তখন তিনি মগ এবং অসভ্য কুকী-সমাকুল প্রদেশে আসিতে শঙ্কাকুল হইয়া স্বীয় সঙ্গে মাণিকরাম রায়কে অমাত্যস্বরূপ চট্টগ্রাম আসিতে অনুরোধ করেন। মাণিকরাম এই অজ্ঞাত দূর প্রদেশ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার আশা না করিয়া, ৺চণ্ডীচরণ নামক ব্রাহ্মণ, ৺মদন নামক পরমাণিক এবং জয়গোপাল নামক গোয়ালা ভৃত্য সমভিব্যাহারে গাড়ী এবং ডিঙ্গিতে বঙ্গোপসাগরের পূর্ব্বতীরে (চট্টগ্রামের দক্ষিণসীমায়) নবাবের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। তিনি সাতকানীয়ার কিয়ৎ অংশ জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত হন ও "রায় মাণিকরাম দেওয়ানজি বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তিনি পটীয়া থানার অন্তঃপাতী সুচক্রদণ্ডী গ্রামে কতিপয় নিষ্কর জমি নবাব হইতে প্রাপ্ত হইয়া তাহা পরিদর্শন করিবার জন্য সেই গ্রামে চলিয়া আসেন এবং তাঁহার ৪র্থ পুত্র গোবিন্দরাম রায়ের উপর সুচক্রদণ্ডীর জমিদারির ভার ন্যস্ত করেন। মাণিকরামের ৯টী পুত্র ছিল।(১) গোবিন্দরাম ভ্রাতাদিগের সহিত মনান্তর হওয়ায় অস্থাবর সম্পত্তির কিয়ৎ অংশ লইয়া পিতার জমিদারীতেই বাস করেন। তিনি পার্সিভাষায় সুপণ্ডিত হওয়ায় পটীয়া নবাবের খাস-মহালে(২) নায়েব নিযুক্ত হন এবং কার্য্যদক্ষতার গুণে দেওয়ান সেরেস্তাদার পদ পান। সুচক্রদণ্ডী গ্রামের তাঁহার সমসাময়িক অন্যতম অধিবাসী রায় অমর বিশ্বাসের (৩) ভগিনী তিনি পাণিগ্রহণ করেন। যখন মাণিকরামের পরিবার অতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধরের কয়েকজন পুনরায় চন্দননগরে ফিরিয়া যান এবং অন্যান্যেরা চট্টগ্রামের নানাস্থানে নানা উপাধিতে বিভক্ত হইয়া পড়েন। পরবর্ত্তী কোন বংশধরের নামে "বসন্তনরোত্তম" নামক তরফ স্থাপিত হয়। এই তরফ এখন মিঞা এছেনালী সদাগরের জমিদারীভুক্ত। সেই জমিদারীতে এই বংশের জ্ঞাতি শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ ও জগবন্ধু মজুমদার চৌধুরী বাস করিতেছেন। (৪)

---

(১) বাহুল্য ভয়ে অপর আট শাখা এইখানে প্রকাশ করিলাম না।

(২) অতি পূর্ব্বে চট্টগ্রামে নবাবের খাসমহল অফিস ছিল। মধ্য সময়ে উঠিয়া যায়। বর্ত্তমানে তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(৩) সুচক্রদণ্ডীর গোবিন্দরাম রায় বিশ্বাস ও তৎপুত্র রূপরায় সৌদ্গল্য গোত্রীয় দেববিশ্বাস বংশের প্রথম অধিবাসী। রূপরায় সমসাময়িক ৺প্রসিদ্ধ রায়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ঐ গ্রামে মজুমদার বংশের প্রথম অধিবাসী মাণিকরাম রায়ের পুত্র রায় গোবিন্দরাম, রায় অমরবিশ্বাসের ভগ্নীর (রূপরায়ের কন্যার) পাণিগ্রহণ করাতে প্রতীত হয়, এই দুই বংশ প্রথম হইতেই এই গ্রামে সমসাময়িক।

(৪) এই বংশের পুষ্পাঞ্জলীও শাঁখুটিয়া, সগপুকুরিয়া, নায়াপাড়ার ও কাঞ্চনার ছিল, প্রাচীন কুলজী দৃষ্টে দেখা যায়। ১৪ গ্রামের উপর মজুমদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মাণিকরামের পরিবার নবাব হইতে মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হন। মজুমদার (Document-holder, S. E. Dictonary by M. Williams)— "(আরবী) মাজমাহী আসলে যে ব্যক্তি রাজস্ব সম্বন্ধীয় হিসাব পত্র রাখিত, তিনি মজুমদার নামে অভিহিত হইতেন। বর্ত্তমান সময়ে তাহাদের বংশ পরম্পরা ক্রমে সবই ঐ আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে।"

বিশ্বকোষ ২৮৯-৩০০ সংখ্যা ১৩শ ভাগ

উক্ত গোবিন্দরামের পুত্র মাগনচন্দ্র। মাগনচন্দ্রের পুত্র পরশুরাম সংস্কৃত ও আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া (বোধ হয় অতি শুভ ও পুণ্য মুহূর্ত্তে) কবিরাজী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তাঁহার পুত্র কবিরাজ দয়ারাম, তৎপুত্র কবিরাজ অনন্তরাম, তৎপুত্র কবিরাজ রামপ্রসাদ, তৎপুত্র কবিরাজ রামবল্লভ এবং তৎপুত্র কবিরাজ কালিদাস মহোদয়গণ বংশানুক্রমে সুবিজ্ঞ কবিরাজ বলিয়া দেশে সর্ব্বত্র প্রখ্যাত ছিলেন। চট্টগ্রামের প্রায় সর্ব্বাংশেই কালিদাস কবিরাজ মহাশয়ের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়াছিল।

উক্ত কবিরাজ মহাত্মাদিগের নামেই এই বংশ "বৈদ্যবংশ" বলিয়া প্রসিদ্ধ। উক্ত অনন্তরাম কবিরাজের ৭ পুত্র ছিল। তাঁহার ৩য় পুত্র রামজীবনের ৪ পৌত্র ছিল। তাঁহাদের মধ্যে রামলোচন উক্ত কালিদাস কবিরাজকে পৃথকান্ন করিয়া দেন। মোট সম্পত্তির ⅙ অংশ অপর পৌত্র ত্রিলোক, ⅙ অংশ লোচন এবং অপর অংশ কালিদাস কবিরাজ প্রাপ্ত হন। তিনি নিজের অংশ দুঃস্থ সচ্চরিত্র ত্রিলোককে দান করতঃ কেবল মাত্র পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত হস্তলিখিত পুঁথিগুলি নিজ সম্বল স্বরূপ রাখিয়া প্রতিবাসিগণকে দানশীলতায় বিস্ময়াপন্ন করেন। কবিরাজ মহাশয় সুচক্রদণ্ডীর জগদীশ বিশ্বাসের* সর্ব্বগুণ সম্পন্না কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মে প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি নিঃস্ব অবস্থায়ও দান করিতে ভাল বাসিতেন। মহাত্মা ৺ষষ্ঠীচরণ কবিরাজ তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং ৺নীলাম্বর মজুমদার, শ্রীযুক্ত দিগম্বর মজুমদার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মজুমদার তাঁহার দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ পুত্র। ষষ্ঠীবাবুর দুই পুত্র, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন ও শ্রীযুক্ত হরিরঞ্জন, নীলাম্বর বাবুর ৩ পুত্র শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার ও শ্রীসুকুমার। দিগম্বরবাবুর এক পুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার এবং পূর্ণবাবুর ৩ পুত্র, শ্রীযুক্ত দুর্গাবর, শ্রীযুক্ত বরদাবিনোদ ও শ্রীনলিনীরঞ্জন। যোগেন্দ্রবাবুর দুই পুত্র, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীকেদারনাথ। এই পরিবার ১২ পুরুষক্রমে সুচক্রদণ্ডী গ্রামে বাস করিয়া আসিতেছেন।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ৬ই চৈত্রের পবিত্র মুহূর্ত্তে মহাত্মা ৺ষষ্ঠীকবিরাজের জন্ম হয়। তিনি ৫ম বৎসরে দেশীয় গুরুর নিকট বাঙ্গালা, পার্সি ও সংস্কৃত অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। ৭ম বৎসর বয়সে, ৪ বৎসর বয়স্কা বালিকার সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। তৎপর আরও কিয়ৎকাল সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া, কবিরাজী ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক চট্টগ্রাম সহরে আগমন করেন। তৎকালীন জজ আদালতের সুপ্রসিদ্ধ উকিল ৺গোলকচন্দ্র নন্দী পেস্কার মহাশয়ের বাসায় থাকার সময়, ওকালতী পরীক্ষা দিবার বাসনা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠে। যে ডিষ্ট্রিক্ট জজের নিকট পরীক্ষা দিয়া তিনি ওকালতির সনন্দ প্রাপ্ত হন, কবিরাজ মহাশয় তাঁহাকে বাতব্যাধি রোগ হইতে মুক্ত করেন। সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াও কুলক্রমাগত সংস্কারের প্রেরণায় কবিরাজী ব্যবসার দিকে, তাঁহার চিত্ত আবার ফিরিয়া যায়। কিন্তু মনের চাঞ্চল্য বশতঃ ১৮ বৎসর বয়সে মহানগরী কলিকাতায়, পিতার অজ্ঞাতসারে পলায়ন করেন। তথায় খ্যাত-

* রায় নিধিরাম বিশ্বাসের বংশধর।

নামা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব মোক্তার বাবু ৺প্যারীমোহন বিশ্বাস মহাশয়ের বাসায় থাকেন এবং তাঁহার সহিত গঙ্গাতীরে গভীর বন্ধুত্বসূত্রে নিবদ্ধ হন। কবিরাজ মহাশয়ের পলায়ন বার্ত্তা পাইয়া সমস্ত পরিবার শোকাভিভূত হইয়া পড়েন। তিনি একমাস পরে তাঁহার পিতার নিকট পত্র লিখেন এবং বাধ্য হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আইসেন। চট্টগ্রামের ডিপটি কালেক্টর বাবু ৺গোলকচন্দ্র কানুনগোয় মহাশয়ের বাড়ী হইতে ফিরিবার সময় পথে এক ত্রয়োদশ বর্ষীয়া সুন্দরী কুমারীকে দেখিয়া তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া পড়েন এবং ২০ বৎসর বয়সে সেই বালিকাকে বিবাহ করেন।

সেই সময়ে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গ্রামের মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ঢাকানিবাসী বাবু রামেশ্বর চৌধুরী মহাশয়ের ব্যবহারে যষ্ঠীবাবুর অন্তরে বৈরাগ্যের ভাব জাগ্রত হইয়া উঠে। উক্ত শিক্ষক মহাশয় ভগবৎ ভাবে বিভোর হইয়া বীণা বাজাইতে বাজাইতে স্কুলে আসিতেন। স্থানীয় প্রসিদ্ধ "মগাধীশ্বরীর সেনা খোলার" মাঠে, গভীর রাত্রে মাষ্টার মহাশয়ের সহিত কবিরাজ মহাশয় গোপনে মহাশক্তির ধ্যানে তন্ময় হইয়া থাকিতেন এবং স্বরচিত সঙ্গীতে * ভগবতীর আরাধনা করিতেন। তাহার কয়েক মাস পরে তাঁহার অন্নপূর্ণা স্বরূপিনী মাতা স্বামীর চরণে মাথা রাখিয়া, সমগ্র গ্রামকে শোকাকুল করতঃ অমরধামে চলিয়া যান। কয়েকদিনের মধ্যে তাঁহার মাতাও কন্যার অনুসরণ করেন। তাঁহাদের শ্রাদ্ধে প্রভূত অর্থ ব্যয় হওয়াতে প্রায় ১ হাজার টাকা ঋণ হইয়া পড়ে। সাংসারিক বিষয়ে সুবিজ্ঞ ৺নীলাম্বর বাবু সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, ঋণ পরিশোধ করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু যষ্ঠীবাবু তাহাতে মনক্ষুণ্ণ হন। সেই সময়ে একদা গোলপাহাড়ের চূড়ায় বনভোজনার্থ তাঁহার কতিপয় বন্ধু ও তিনি একত্র হন। কিন্তু পাহাড়ের চূড়ার উপর এক বৃক্ষ তলায় বসিয়া তিনি সুদূর দিগন্তব্যাপী সুনীল আকাশের দিকে কেবলই চাহিয়া রহিলেন এবং আকাশের গায়, ভবিষ্য-জীবনের সুচারুচিত্র দেখিয়া বিচলিত হইলেন। ইহার কয়েকদিন পরে স্বর্গীয় রায় গোলকচন্দ্র বাহাদুরের পিতা বাবু রামকান্ত চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে চিকিৎসার্থ আহুত হন। উক্ত চৌধুরী বাবুর বাড়ী হইতে ২০০৲ টাকা চিকিৎসার মূল্য এবং চাকর ও ব্রাহ্মণের খরচ বাবৎ প্রাপ্ত হইয়া তাহা নিজ বাড়ীতে প্রেরণ করেন। তথা হইতে নোয়াখালি ও পরে কুমিল্লা গমন করেন। তৎকালীন ত্রিপুরা মহারাজের দেওয়ান বাবু পদ্মলোচন মজুমদার † যষ্ঠীবাবুকে ত্রিপুরা মহারাজের নিকট পরিচিত করিয়া তাঁহাকে মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে কবিরাজ নিযুক্ত করেন। কিন্তু তথায় তাঁহার প্রাণ শান্তি পাইল না। তিনি দেওয়ান হইতে বিদায় লইয়া ঢাকায় চলিয়া গেলেন এবং তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু চট্টল-গৌরব হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব উকিল বাবু অখিলচন্দ্র সেন মহাশয়ের ছাত্র-মেছে থাকেন।

* সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত মিঞা আবুল হসিম যষ্ঠীবাবুর সঙ্গীতের আলোচনা করিয়াছেন।

† হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় বানার্জী মহাশয়ের শ্বশুরের পিতা।

তৎপর কুষ্টিয়া যাইয়া স্বীয় সঙ্গী ব্রাহ্মণকে বিদায় দেন এবং কলিকাতা যাত্রা করেন। তথায় পূর্ব্বোক্ত যাত্রামোহন বাবুর বাসায় থাকিয়া, প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়, কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ এবং গৌরীনাথ বাবু ও টালিগঞ্জের নবাব মহাশয় প্রভৃতি সঙ্গে পরিচিত হন। তৎপর তিনি কামরূপ, পুরি, তারকেশ্বর, ভদ্রেশ্বর এবং পূর্ব্বপুরুষদিগের নিবাসভূমি চন্দননগর দর্শন করিয়া বর্দ্ধমান যান। তথায় মহারাজের বাড়ীতে অনেক দিন যাপন করিয়া, কাসিম-বাজারের স্বর্গীয়া দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ীর বাড়ীতে গমন করেন এবং সেইখানে মাসিক ১০০৲ টাকা বেতনে রাজবাড়ীতে কবিরাজ নিযুক্ত হন। ৬ মাস পরে তত্রত্য দেওয়ান বাবু রাজীবলোচন মহাশয়ের কথা প্রসঙ্গে তাঁহার মনোমালিন্য ঘটে, তজ্জন্য তিনি মহারাণীর বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও সেই পদ পরিত্যাগ করেন। তথা হইতে রাজমহাল গমন করিয়া পুনরায় বর্দ্ধমান ফিরিয়া আসেন এবং পূর্ব্বোক্ত চাকরকে বিদায় দান করিয়া যথাক্রমে বরাকর এবং পরেশনাথ শৈলে গমন করেন। তথায় এক বৃক্ষতলে শয়নকালে তিনি এক দল ডাকাত কর্ত্তৃক হৃতস্বকস্ব হন। অন্যান্য জিনিস পত্রের সহিত তাঁহার শিবলিঙ্গ অপহৃত হইয়াছে ভাবিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়েন; কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় সেই লিঙ্গমূর্ত্তি ও তাঁহার সঙ্গে যে বাতের ঔষধ ছিল, তাহা বনের ধারে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হন। তৎপর তিনি এক দোকানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই দোকানদারকে রোগ হইতে আরোগ্য করায়, সে তাঁহাকে পথের খরচ ও অন্যান্য জিনিস পত্রাদি ক্রয় করিবার জন্য অনেক সাহায্য করে। এইরূপ আনুকূল্য পথে অনেক সময়ে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সেই দেশ হইতে যথাক্রমে তিনি বৈদ্যনাথ, চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী, গয়া, কাশীধাম, অযোধ্যা, প্রয়াগ, কানপুর, ঝাঁন্‌সি, আগ্রা, মথুরা, দিল্লী, এবং জয়পুর গমন করেন। তথায় মহারাণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দ্বারিকা, (সোমনাথ), বম্বে, হায়দ্রাবাদ, কুমারিকা (রামেশ্বর) গমন করেন। তৎপর তিনি যোধপুর হইয়া পাতিয়ালায় আসেন। সেইখানে অর্থের অভাবে তিনি পুনরায় ১০০৲ টাকায় রাজকার্য্য গ্রহণ করেন। আবশ্যকীয় অর্থগ্রহণ করিয়া তিনি হিমালয়ের গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়া গমনকালে, অনেকদিন অনাহারে কাটাইয়াছিলেন। ভারতের অনেক স্থানে তখন রেল হয় নাই। পদব্রজে হাটিতে হাটিতে যখন অতীব ক্লান্ত এবং ক্ষুধা ও পিপাসার অধীর হইয়া পড়িতেন, তখন ভগবানের উদ্দেশ্যে স্বরচিত গান গাহিয়া সমস্ত জ্বালা ভুলিতেন।

এই ভাবে পূর্ব্ববঙ্গের নিভৃত গৃহকোণে সমস্ত অজ্ঞতার অন্ধকারে প্রতিপালিত, সর্ব্ব প্রথম চট্টল যুবক দস্যু-সঙ্কুল ভারতে চট্টগ্রাম হইতে কুমারিকা, কুমারিকা হইতে হরিদ্বার ও বদরিকাশ্রম পর্য্যন্ত প্রায় হাঁটিয়া বেড়াইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গী ও প্রিয়তম বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ বাবু শরচ্চন্দ্র দাস সেরেস্তাদার মহাশয়, কবিরাজ মহাশয় বাড়ী ফিরিবার অতি পূর্ব্বেই স্বদেশে ফিরিয়া আসেন।

এদিকে বাড়ীতে বৃদ্ধ পিতা পুত্রের সংবাদ না পাইয়া মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন।

সর্ব্বশেষে "ষষ্ঠী", "ষষ্ঠী" বলিতে বলিতে ষষ্ঠীবাবুর শেষ পত্র খানিতে "সেবক ষষ্ঠীচরণ" নাম চক্ষের উপর ধরিয়া দারুণ শোকের চিতা বক্ষে লইয়া পুত্রশোকার্ত্ত দশরথের ন্যায় তিনি লোকান্তরিত হন। হরিদ্বারে যখন ষষ্ঠীবাবু মহাযোগী সন্ন্যাসী গুরুগণ এবং তথাকার পাণ্ডার সহিত ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত, তখন পাণ্ডার পত্নীর একজন লোক বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত একখানি পত্র আনিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।* ষষ্ঠীবাবু কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পত্র পড়িতে যাইয়া বিস্মিতচিত্তে শূন্যদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পত্রপাঠে তাঁহার চক্ষু হইতে শোকগঙ্গার মুক্তধারা হরিদ্বারের গঙ্গাবক্ষে মিশ্রিত হইয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার ভ্রাতার প্রেরিত পত্রে পিতৃবিয়োগ-সংবাদ পাঠ করিয়া তিনি আকুল হইয়া পড়িলেন এবং ভাগিরথীর পূতপুলিন তীর্থে পিতার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া অমৃতসহর, লাহোর ও সিয়ালকোটে গমন করেন। তথায় এক মুসলমান ফকিরের সঙ্গে পরিচিত হইয়া কৃতার্থ হন। তৎপর ভারতের নন্দনকানন পেশোয়ারে গমন করেন। সেই দেশ হইতে হিম-তুষার সমাচ্ছন্ন তিব্বতে যাইবার বাসনা করিলেন, কিন্তু জাতিলোপের ভয়ে সে সংকল্প পরিত্যাগ করেন এবং তথা হইতে মহারাজ রণবীর সিংহের "ভূস্বর্গস্থ" রাজভবন দেখিবার জন্য কাশ্মীরে যান, তথায় রাজগুরু সুবায়তওয়ালা বাবাজীর আশ্রমে থাকেন। গভীর রাত্রে যখন সমগ্র জগৎ সুষুপ্ত তখন ষষ্ঠীবাবু "মা জগদম্বা" নাম উচ্চারণপূর্ব্বক এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। তাহা তাঁহার আশৈশব জীবনের ইতিহাস বহন করিয়া জাগ্রত ও উপাসনারত রাজগুরুর হৃদয়ে অপূর্ব্ব বিস্ময় ও কারুণ্য রস ঢালিয়া দিল। গুরুদেব রাত্রে তাঁহাকে উপদেশ দিয়া কিছু শান্ত করিলেন। পরদিন প্রভাতে এক রাজকর্ম্মচারী রাজগুরুর নিকট রাণীমাতার কঠিন পাথুরি-পীড়ায় মৃত্যুদশার সংবাদ লইয়া আসিলেন। ষষ্ঠীবাবু রাণীমাতার চিকিৎসা করিবার নিমিত্ত গুরুর নিকট নিবেদন করিলেন। রাজার অনুমতি লইয়া গুরুদেব তাঁহাকে পরদিন রাজপ্রাসাদে লইয়া যান। অসংখ্য উচ্চশিক্ষিত রাজ-চিকিৎসকের মধ্য হইতে কম্পিত প্রাণ দরিদ্র বাঙ্গালী কবিরাজ শালনির্ম্মিত পর্দ্দার পার্শ্বে বহিঃনির্গত স্বাধীন কাশ্মীর-পতির রাজমাতার হস্তের উপর ধীরে ধীরে নাড়ীপরীক্ষার্থ হস্তস্থাপন করিলেন। চট্টগ্রামের এই গৌরবের দিন কি আর ফিরিবে? কবিরাজ মহাশয় রাজার নিকট দুইটী বিষয়ের প্রার্থনা করেন। (১) রাণী মাতার দৈবনির্ব্বন্ধে মৃত্যু হইলে যেন কবিরাজ মহাশয়ের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উপস্থিত করা না হয়। (২) তাহার চিকিৎসার সময়ের মধ্যে অন্য কবিরাজ চিকিৎসা করিতে পারিবেন না। মহারাজ তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন।

---

* তদীয় ভ্রাতা দিগাম্বর বাবু প্রত্যেক তীর্থের মহন্ত ও পাণ্ডাদের নিকট ষষ্ঠীবাবুর উদ্দেশ্যে পিতার মৃত্যু সংবাদ লিখিয়া পত্র পাঠাইয়াছিলেন।

† কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক কাওয়ালী সাহেব রাণী-মাতাকে আরোগ্য করিতে অপারগ হন।

রাজাজ্ঞায় বহুসংখ্যক লোক ঔষধ সংগ্রহে নিযুক্ত হইল। ঔষধ প্রস্তুত হইলে বহু দর্শক-মণ্ডলীর ভিতর দিয়া হস্তিপৃষ্ঠে ঔষধ রাজবাড়ীতে আনীত হইল। অল্পদিন ঔষধ ব্যবহারে রাণীমাতা মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়া সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিলেন। মহারাজ কবিরাজ মহাশয়কে ১০০০৲ টাকা ও তৎসমান মূল্যের এক ছড়া হার উপহার দিলেন। এবং ১০০৲ টাকা বেতনে তাঁহাকে রাজ-কবিরাজ নিযুক্ত করিলেন। এই সময় তিনি যুবরাজ প্রতাপসিংহের বিবাহ উপলক্ষে বরযাত্র হইয়া মহারাজ রণবীরের সঙ্গে পাতিয়ালার রাজভবনে গমন করেন এবং তথাকার মহারাজ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে আপ্যায়িত হন; সেই সময় পাতিয়ালার মহারাজ কবিরাজ মহাশয়কে স্বভবনে রাখিবার জন্য কাশ্মীর মহারাজকে অনুরোধ করিয়াও বিফল মনোরথ হন।

এই দিকে বাড়ীতে ষষ্ঠীবাবুর ভ্রাতা নীলাম্বরবাবু বৃহৎ পরিবারের ভরণ পোষণ ও ঋণের চাপে নিঃসম্বল হইয়া পড়িলেন। তিনি কবিরাজী ব্যবসায় যাহা পাইতেন তাহাতেও দুঃস্থ পরিবারের দুর্গতি মোচন করিতে না পারিয়া পীড়িত হইয়া পড়েন। একদিন হঠাৎ তাঁহার নিকট ষষ্ঠীবাবুর রাজকবিরাজ নিযুক্তির এক পত্র আসিয়া জীর্ণ শীর্ণ পরিবারের তপ্ত বুকে মন্দাকিনীর শীতল ধারা ঢালিয়া দিল। ষষ্ঠীবাবুর তৃতীয় ভ্রাতা বাবু দিগম্বর মজুমদার তাঁহাকে কাশ্মীর হইতে আনিবার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন। কিন্তু ভ্রাতৃবৎসল নীলাম্বর বাবু তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া একাকী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অন্বেষণে বহু বিপদরাজী স্কন্ধে করিয়া সুদূর কাশ্মীর যাত্রা করিলেন। একদিন প্রভাতে যখন ষষ্ঠীবাবু রাজদরবারে যাইবার জন্য পরিচ্ছদ পরিতে ছিলেন তখন দূরে আর্শির মধ্যে জনৈক ব্যাগধারী বাঙ্গালী যুবকের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিফলিত দেখিতে পাইলেন। যুবক ষষ্ঠীবাবুর পদধূলি গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি পদপ্রান্তে পতিত দুঃখদৈন্যে ক্লিষ্ট ভ্রাতাকে চিনিতে পারিলেন না। পরন্তু নীলাম্বরবাবুর কণ্ঠস্বরে তাঁহাকে যখন ষষ্ঠীবাবু চিনিতে পারিলেন, তখন দৃঢ় আলিঙ্গনের মধ্যে দুই ভ্রাতার চক্ষু হইতে গঙ্গা-যমুনার ন্যায় অবিরাম ধারা তাঁহাদের বুকবক্ষে মিলিত হইয়া ভ্রাতৃস্নেহের পবিত্র তীর্থ প্রবাহরূপে ধরণীকে সিক্ত করিল। পরদিন রাজদরবারে দরিদ্র বাঙ্গালী বেশধারী নীলাম্বর বাবু পারিবারিক দৈন্যদশার করুন মর্ম্মস্পর্শী ইতিহাস রাজসন্নিধানে নিবেদন করিলে দয়ার্দ্রচিত্ত মহারাজ ষষ্ঠীবাবুকে পূর্ণ বেতনে ৬ মাসের ছুটী দিয়া বাড়ী যাইতে আজ্ঞা করিলেন। পথে বঙ্গোপসাগরে তাঁহাদের ষ্টীমার প্রায় জলমগ্ন হইয়াছিল, সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহারা ও কাপ্তেন খালাসীগণ রক্ষা পান। তিনি বাড়ী পৌঁছিলে কিয়ৎকাল পরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র কঠিন পীড়াগ্রস্ত হন এবং জলন্ধরের প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী বাবা শঙ্করপুরী* স্বামীজীর কৃপায় রোগমুক্ত হন।

পারিবারিক নানা দুর্ঘটনায় তিনি ৬ মাসের মধ্যে কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। তৎকালীন চট্টগ্রামের সবজজ্ রসিকবাবুর পরিচিত কলিকাতার চোরবাগানস্থ

* দেবাত্মা শঙ্কর পুরী বাবাজীর বিশেষ বিবরণ বঙ্গগৌরব কবিবর নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত ভানুমতীতে দ্রষ্টব্য।

দত্ত পরিবারের জনৈক রোগীকে চিকিৎসার্থ ১০০০৲ টাকা পারিতোষিকে আহুত হন এবং রোগীকে রোগমুক্ত করেন। কলিকাতা হইতে মহরাণী স্বর্ণময়ীর বাটীতে পুনরায় গমন করেন এবং কাসিমবাজারে স্বাধীনভাবে কবিরাজী ব্যবসায় চালাইবার অভিলাষ করেন। কিন্তু তথায় তিনি ৩০০৲ টাকা ঋণ করেন। তাঁহার ৩য় ভ্রাতা দিগম্বরবাবু মুর্শিদাবাদ হইতে ষষ্ঠীবাবুকে আনিতে যান। সেই সময়ে প্রধান মন্ত্রী বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় পুণ্যশ্লোক মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট বাবু ষষ্ঠী কবিরাজকে কাশ্মীরের মহারাজ সমীপে পাঠাইবার জন্য পত্র লিখেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই পত্র মুর্শিদাবাদে ষষ্ঠীবাবুর নিকট প্রেরণ করেন। কাশ্মীর যাত্রাকালে তিনি তত্রত্য ধনী রোগীদিগের নিকট হইতে ৭০০৲ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া ঋণ পরিশোধ করতঃ কাশ্মীর যাত্রা করেন ও তদ্দ্বারা পথে দুইজন দীন পথিক ব্রাহ্মণকে কাশী যাওয়ার খরচ দেওয়াতে কাশী পৌঁছিবার সময় তাঁহার হাতে কেবল-মাত্র চৌদ্দ ৸৵০ আনা অবশিষ্ট থাকে। ইহাতেই তাঁহার দানশক্তির পরিচয় অনুমিত হইতে পারে। কাশীতে সেই সময়ে তথাকার প্রসিদ্ধ ধনী জহরী রামগোকুল জীর স্ত্রীকে বহু দিনের রোগমুক্ত করিয়া, অনেক অর্থ ও মহামূল্য হার উপহার প্রাপ্ত হইয়া কাশী হইতে এলাহাবাদ গমন করেন। তত্রত্য ব্রাহ্মণ জমিদার বাবু রাসেশ্বর রায়চৌধুরী মহাশয়কে ব্যাধি হইতে আরোগ্য করিয়া তাঁহার সহিত সখ্যভাব স্থাপন করেন। এলাহাবাদ হইতে জম্বু গমন করিয়া মহারাজ রণবীর সমীপে উপস্থিত হন। এই ভাবে চট্টগ্রামে ও পথে তিনি ৬ বৎসর অতিবাহিত করেন। মহারাজ তাঁহাকে উপহাস করিয়া জিজ্ঞাসা করেন "বাবুজী আমাদের ৩০ দিনে বোধ হয় বাঙ্গালায় একদিন হয় এই কথায়, কবিরাজ মহাশয় নির্ভয়ে প্রত্যুত্তর করিলেন দেখিয়া মহারাজ তাঁহার সাহসিকতায় অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাহাকে ১০০৲ টাকা হইতে ২০০৲ টাকার উন্নীত করেন।

আড়াই বৎসর পরে তিনি আবার বাড়ী ফিরিয়া আসেন। ছুটীর সময় অতীত হইলে তিনি সস্ত্রীক জম্বুতে প্রত্যাগমন করেন। তখন রাজ-অন্তঃপুরে তাঁহার গমনাগমন অপ্রতিহত হয়। রাজমাতা, রাজমহিষী ও রাজকন্যারা অকুণ্ঠিতচিত্তে কবিরাজ মহাশয়ের নিকট তাঁহাদের শারীরিক অবস্থার বিষয় নিজমুখে বর্ণনা করিতেন। এইবার রাজা এবং রাজমহিলারা তাঁহাকে অত্যন্ত প্রীতির সহিত গ্রহণ করেন এবং কবিরাজ মহাশয়ের অনুপ-স্থিতির সময় মহারাজ রণবীরসিংহ পীড়িত হইয়াও অন্য কোনও কবিরাজের ঔষধ গ্রহণ করেন নাই বলিয়া কবিরাজ মহাশয়কে বিশেষভাবে তুষ্ট করেন। তিনি প্রত্যেক দিন তিনবার মহারাজ এবং প্রাতে একবার রাজপুত্রগণ ও অন্তঃপুরস্থা মহিলাগণের সহিত চিকিৎসার্থ সাক্ষাৎ করিতেন। এই সময় মহারাজ কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান দর্শন করেন। যখন ১৮৭৫ খৃঃ প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্স্ (বর্ত্তমান ভারতেশ্বর ৭ম এডওয়ার্ড) ভারতে আগমন করেন, তখন মহারাজ ষষ্ঠীবাবুকে অমাত্যস্বরূপ সঙ্গে করিয়া উক্ত প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্সের সঙ্গে কলিকাতায় দেখা করেন। ষষ্ঠীবাবু মহারাজের

সঙ্গে এক তাম্বুতে বাস করিবার সময় আমাদের পূর্ব্বোক্ত ৺অখিল বাবু ও ৺যাত্রামোহন বাবুকে মহারাজের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। অতঃপর জম্বুতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার ২য় পত্নীর মৃত্যু হয়। তাবী* নদীর পবিত্র তরঙ্গরাশিতে তাঁহার পত্নীর চিতাভস্ম ধৌত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের বক্ষে এখনও তাহা দীপ্যমান রহিয়াছে। এই দুঃখের সময় তিনি এক গৌরবান্বিত পদে নিযুক্ত হন। রাজপুত্র প্রতাপ সিংহের (বর্ত্তমান কাশ্মীর মহারাজের) Aid-de-camp এডিকেম্প পদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি সমস্ত রাজকর্ম্মচারীর বিষনয়নে পতিত হন। দুর্ব্বল বঙ্গবাসী ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে আসিয়া কাশ্মীর মহারাজের হৃদয়ের পূর্ণ স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছে দেখিয়া কয়েকজন ধূর্ত্ত রাজকর্ম্মচারী কবিরাজ মহাশয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। গোপালচন্দ্র দে ডাক্তার, ফেদা মহম্মদ হাকিম, রামলভয়া ক্ষত্রি, নেহালু ঠাকুর, পীতাম্বর পণ্ডিত প্রভৃতি তাঁহার ভীষণ শত্রু হইয়া উঠেন। তাঁহার স্বপক্ষে ভগবান্ ও নির্ম্মল স্বীয় চরিত্রবল ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। এই সুদূর বিদেশে তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য পথে পথে ষড়যন্ত্রকারীরা গুপ্তভাবে অনেক লোক নিযুক্ত রাখিয়াছিল। তাঁহাদের হস্ত হইতে ভগবান্ তাঁহাকে সযত্নে রক্ষা করিতেন। পরন্তু তাঁহার কার্য্যদক্ষতার ফলে তিনি মহারাজ ও রাণীদিগের নিকট হইতে অনেক অর্থ ও হীরা জহরৎ প্রভৃতি পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন।

একদিন তিনি রাজপুত্র প্রতাপ সিংহের সহিত অশ্বারোহণে অন্যতর রাজগুরু রঘুনাথজীর আশ্রমে যান, কথাপ্রসঙ্গে রঘুনাথজী ষষ্ঠীবাবুর পত্নীবিয়োগের কথা শুনিতে পাইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করেন। প্রতাপ সিংহ তাঁহাদের আলাপ শুনিয়া কবিরাজ মহাশয়কে বিবাহ করিবার জন্য জিদ্ করিতে লাগিলেন এবং বিবাহের জন্য রাজকোষ হইতে অর্থ দেওয়া যাইবে ইহাও বলিলেন। ষষ্ঠীবাবু মহারাজ ও রাজপুত্রের রাজকীয় চিকিৎসক এবং অমাত্যস্বরূপ ১৮৭৭ খৃঃ অঃ স্মরণীয় দিল্লীর দরবারে গমন করেন এবং মহারাজের পার্শ্বে সম্মানজনক আসন প্রাপ্ত হন। এই দরবারে ইংলণ্ডের রাণী ভারতের সাম্রাজ্ঞী ভারতেশ্বরী নামে ঘোষিত হন। ১২৮২ বঙ্গাব্দ ১৮ই পৌষ তারিখে ষষ্ঠীবাবু দরবারের যে বিবরণ তাঁহার ভ্রাতাদিগের নিকট লিখিয়া পাঠান, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"দিল্লী দরবার যাহা দেখিলাম এ রাজসূয় যজ্ঞ। মাঠেতে ইন্দ্রপুরীর ন্যায় করিয়া উচ্চ আসনে লাটসাহেব বসিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে আমার মহারাজের তৃতীয় কনিষ্ঠ শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার অমরনাথ সিংহ আর দুই চারিটি বড় বড় সাহেব ছিলেন। কিছু দূরে চারিদিকে ভারতের সমস্ত রাজা ও নবাবগণ আপন আপন অমাত্য সঙ্গে লইয়া বসিয়াছিলেন। আমার মহারাজ অগ্রগণ্য। তাঁহার ২১ তোপ সেলাম হইয়াছে, ইন্দ্র মহেন্দ্র উপাধি হইয়াছে এবং হিন্দুস্থানের শীল্ড অর্থাৎ ঢাল এবং মহারাণীর প্রধান মন্ত্রী, ইহার হুকুমে মহারাণীর সব সেনা চলিবে, কখন যদি হুকুম করেন। ইত্যাদি পদবি হইয়াছে।"

* চন্দ্রভাগা নদীর শাখাবিশেষ।

এই সময়ে ষষ্ঠী বাবুর তৃতীয়বার বিবাহের সূচনা হয়। মাইনগরের বাবু উপেন্দ্রমোহন বসু ১২৮৩ বাঙ্গালার ২০শে ফাল্গুন তারিখে জম্বু হইতে নীলাম্বর বাবুর নিকট যে পত্র দিয়াছেন তাহা নিম্নে মুদ্রিত হইল।

"শ্রীমতী আমার মাতাঠাকুরাণীর (ষষ্ঠীবাবুর স্ত্রীর) স্বর্গপ্রাপ্তি হইলে মহারাজ ও রাজপুত্র প্রভৃতি সকলে তাঁহাকে পুনরায় বিবাহ করিতে বিশেষ উত্তেজিত করেন। কবিরাজ মহাশয়ের মত ছিল দেশে যাইয়া বিবাহ করেন। দিল্লীতে মহারাজ ও রাজপুত্র অনেক বাঙ্গলী ভদ্রলোক দেখিয়া আবার বিবাহের কথা উত্থাপন করেন। এমন কি, মহারাজ স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া নীলাম্বর বাবু (মন্ত্রী) প্রভৃতিকে কন্যা অনুসন্ধান এবং বিবাহ কার্য্য সমাধা করিতে আদেশ করেন। সেই সময় কবিরাজ মহাশয় চট্টগ্রাম যাইতে ছুটী প্রার্থনা করেন। কিন্তু মহারাজ কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না, এতদ্দেশেই বিবাহ করিতে জিদ করেন। অগত্যা রুড়কী নামক সহরে প্রথম কথা হয়। সেই সময়ে কন্যার পিতা এবং অপরাপর আত্মীয় দিল্লীতে উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ তাঁহাদিগকে নিকটে আনাইয়া বিশেষ যত্ন করেন এবং কবিরাজ মহাশয়কে রুড়কী পাঠাইয়া দেন। তথায় যাইয়া কন্যার পিতার কুল-পরিচয় অনুসন্ধান করায় জানা গেল সেই ঘর নীচ। পরিশেষে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী মাইনগরের (পলতার) প্রসিদ্ধ ব্যক্তি শ্রীযুক্ত জয়গোপাল বসু মহাশয়ের কন্যার সহিত শুভ পরিণয়-কার্য্য সমাধা হইয়া যায়। কন্যার বয়স তখন ১০ বৎসর। জয়গোপাল বসু এখানে একজন খ্যাতনামা বিদ্বান্ লোক এবং তিনি সাহারানপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার আফিসের হেড ক্লার্ক, ৯০ টাকা বেতন পান। ইনি আমাদের জ্ঞাতি। আমাদের নিজ বাড়ী হইতে ৫ ক্রোশ দূরে তাঁহার বাড়ী। এই কন্যাটী মধ্যমা। জ্যেষ্ঠার বিবাহ উৎকৃষ্ট ঘরে হইয়াছে। আমরা সকলে বিশেষ সুখী হইয়াছি। তবে আপনাদের উপস্থিতিতে বিবাহটি হইল না, সেই জন্য কবিরাজ মহাশয় এবং আমরা সকলে দুঃখিত আছি। কি করা যায়, রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করা দুরূহ ব্যাপার।"

তিনি বিবাহের পর সস্ত্রীক জম্বু যাইয়া এক বৎসর পরে বাড়ী আসেন। এক বৎসর পরে পুনরায় কাশ্মীরে ফিরিয়া যান। সঙ্গে ৫ জন সন্ন্যাসী ও একজন অঘোরপন্থী সন্ন্যাসী ছিলেন। মহারাজের কয়েকজন কর্ম্মচারী সরল সিংহ, লালদীন প্রভৃতি ষষ্ঠী বাবুর উন্নতিদর্শনে ঈর্ষাকুল হইয়া মহারাজের নিকট ষষ্ঠী বাবুর অপবাদ করেন এবং বলেন যে ঐ সন্ন্যাসী ও যুবরাজের সহিত একত্র হইয়া ষষ্ঠী বাবু মহারাজকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি লাহোর গবর্ণমেণ্ট কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের বাসায় থাকেন এবং দুই বৎসরের জন্য কার্য্যচ্যুত হন। কিন্তু পরে নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইয়া পুনরায় স্বপদে নিযুক্ত হন। তাঁহার ১২৮৬ বাং ১২ই পৌষ তারিখে পত্রে তিনি লিখিয়াছেন—

"দেওয়ান শ্রীযুক্ত অনন্তরাম জী লাহোরে আসিয়া তৎক্ষণাৎ আমাকে ডাকাইয়া

মহারাজের এবং যুবরাজের পৃথক্ পৃথক্ সংবাদ ব্যক্ত করিলেন। লালদীনের উপর ২০ লক্ষ টাকার হিসাব চড়িয়াছে, এখন পিতা পুত্রে সম্মিলন ও মন শুদ্ধ হইয়াছে। আমার বিষয় লইয়া পিতা পুত্রে যে কিঞ্চিৎ আড ভাব ছিল, তাহাতে দেওয়ান সাহেব আমার সঙ্গে দুই জনকার সমাচার আলাপ করাতে আমিও উপযুক্ত প্রত্যুত্তর করিয়াছি, দুইজনকে একাত্মা জানিয়া করিয়াছি। প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছি যদি দুই জনকে (মহারাজ ও যুবরাজকে) এক না জানিব তবে এত দিন লাহোরে থাকিয়া কষ্টে কেন যাপন করিব। আমার ইচ্ছা এই যে তাঁহারা দুইজন যখন মনোমিলন করিবেন তখন আমি দুইজনকার সেবা করিব। পৃথক্ থাকাতে মনে দুঃখ হইতেছিল বলিয়া এত দিন যাই নাই, কষ্টে রহিয়াছি।”

ষষ্ঠীবাবুর উপর মহারাজের সন্দেহ অপনীত হইলে এবং মহারাজ ও যুবরাজের মনোমালিন্য দূর হইলে তিনি জম্বুতে গমন করেন। তখন তাঁহার বেতন ৩০০৲ টাকা হইতে ৫০০৲ টাকা হয়। তাহার কয়েকবৎসর পর তিনি চট্টগ্রামে আসিয়া পঞ্চাগ্নি নামক বহু ব্যয়সাধ্য যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া দানশীলতার মুক্তসৌরভে চট্টগ্রামের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত জনপদবাসিগণকে বিমুগ্ধ করিয়া তুলেন। তিনি অতি গোপনে দান করিতেন। তাঁহার নিকট অর্থপ্রার্থী কখনও বিমুখ হইত না। তিনি মহারাজ হইতে অনেক অর্থ এবং হীরা-পান্না সমন্বিত বহুবিধ অলঙ্কার পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সমস্ত জীবনের উপার্জ্জিত লক্ষ লক্ষ অর্থের ৳ অংশ দানেই ব্যয় করিয়াছেন।

তিনি এই বার বাড়ীতে অতিরিক্ত সময় অতিবাহিত করেন। তাঁহার জম্বু পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মহারাজ রণবীরসিংহের মৃত্যু হয়। ষষ্ঠীবাবুর রাজ-সমীপে উপস্থিত হইতে গৌণ হইল দেখিয়া যুবরাজ প্রতাপসিংহ ষষ্ঠীবাবুর শত্রুগণের প্ররোচনায় তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হন এবং তিনি মহারাজের বিরাগভাজন হন। যুবরাজের পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিবার সময় নিমন্ত্রিত হইয়াও তিনি রাজসভায় গমন করেন নাই। অভিমান ও আত্মসম্মান-জ্ঞানই ইহার কারণ। কিন্তু তাঁহার বন্ধুদ্বয় রাজভ্রাতা শ্রীযুক্ত অমরসিংহ ও স্বাধীন চিত্ত বীরহৃদয় ৺রামসিংহের প্রযত্নে ষষ্ঠীবাবু স্ব-গৌরবে স্ব-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন এবং অমর-সিংহ পরে ধূর্ত্ত সরলসিংহের শিরশ্ছেদ করেন।

ষষ্ঠীবাবু ১২৯৩ বঙ্গাব্দ ১৮ই ভাদ্র তারিখের পত্রে যোগেন্দ্রবাবুকে লিখিয়াছিলেন ঃ—

“এখন রাজভ্রাতারা অন্দরমহলের মহারাণীরা দেওয়ান উজির সকলেই আমার পক্ষে স্বপক্ষতা করিতেছেন। মহারাজও প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, শ্রীশ্রী অল্প দিনের মধ্যে শুভের সম্ভাবনা। বাবা তোমরা সংবাদপত্রাদিতে যাহা শ্রুত* হইয়াছ, তাহা কিছু সত্য অনেক অনেক অসত্য ; এখন এইখানে ইংরেজ এজেণ্ট বসিয়াছে, কোনরূপ বিভ্রাটের বাষ্পও নাই, হইতেও পারে না, তবে নূতন রাজা হইলে সকল স্থানেই নানারূপ আন্দোলন হয়,

* জম্বুতে মহারাজের বিরাগভাজন হইয়া ষষ্ঠীবাবু বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছেন বলিয়া চট্টগ্রামে মিথ্যা প্রবাদবাক্য বিস্তৃত হয়।

উলোট পালট হয়। যাহা হউক তোমরা আমার সম্বন্ধে কোন প্রকার অনাহুত কথা মনে উদয় করিয়া মনকষ্ট নিও না।"

মহারাজ রণবীরসিংহের মৃত্যুর পর ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট স্বাধীন কাশ্মীররাজ্যে প্লাউডেন সাহেবের (Mr. Plowdon) সভাপতিত্বে কাউন্সীল স্থাপন করেন। ১২৯৩ বঙ্গাব্দ ২৭ চৈত্র তারিখের পত্রে লিখিত আছে :—

"আমি আমার পূর্ব্বকার্য্যে পূর্ণভাবে নিযুক্ত হইয়াছি। শ্রীমহারাজ সভ্রাতৃ পরম সমাদর করিতেছেন। বেতনও ৩০০৲ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে, এখন মাসিক ৮০০৲ টাকা হইয়াছে। বক্‌সিসাদি ভিন্ন রহিয়াছে। এখন ঐ রাজ্যে পবলিক এজেণ্ট হইয়াছে। ইংরাজ প্লাউডেন সাহেব, শ্রীরাজা রামসিংহ, শ্রীরাজা অমরসিংহ শ্রীদেওয়ান লক্ষ্মণদাস,— এই চারিজন কমিটীর মেম্বর হইয়াছেন। সম্যক্ রাজ্যকার্য্য এই কমিটীর অধীনে চলিতেছে। কোন কোন বিশেষ কার্য্য হইলে মহারাজের হুকুম আবশ্যক করে, প্রায়ই ইংরেজী ধরণে। কিন্তু মহারাজের আইন সহযোগে রাজকার্য্য চলিতেছে।"

ভূস্বর্গ স্বাধীন কাশ্মীর রাজ্যের কি শোচনীয় পরিণাম! ইতিহাসবেত্তার উপর ইহার সম্যক্ আলোচনার ভার রহিল।

মহারাজ প্রতাপসিংহের রাজ্যভারপ্রাপ্তির পর রাজভ্রাতাদের মধ্যে আত্ম-বিরোধের সম্ভাবনা হইয়া উঠে। সে সময়ে তথাকার বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঋষিবর (Bar-at-law) বাবু স্ব স্ব পদ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু মহারাজ প্রতাপসিংহও কাশ্মীরের এই বিপদের সময় যষ্ঠীবাবু রাজভ্রাতাদের মধ্যে শান্তিস্থাপন করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হন। তৎকালীন কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ইভেন্স (Mr. Evans) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রিভি কাউন্সীল পর্য্যন্ত আন্দোলন করিয়া ভ্রাতাদের মধ্যে শান্তিস্থাপন করেন। এই সময় কলিকাতায় অবস্থানকালে ভাতৃত্রিতয় যষ্ঠীবাবুর নিকট পিতৃ সম্বোধনে যেই ভক্তি শ্রদ্ধা ও প্রীতিসূচক পত্র লিখিয়াছেন, তাহা দেবনাগরী ভাষায় লিখিত বলিয়া এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। যষ্ঠীবাবু যোগেন্দ্রবাবুর নিকট লিখিয়াছেন—"আমা হইতে মহারাজের তিন ভাইয়ের মিল করিবার প্রধানের উদ্দেশ্য হইয়াছে—তিন ভাইয়ের পত্র আসিয়াছে, বাড়ী গেলে সব জানিতে পারিবে।"

তিনি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে শেষবার বাড়ী আসেন এবং একবৎসর পরে অনেক আশা ও উৎসাহ বক্ষে ধারণ করিয়া জম্বুযাত্রা করেন। তিনি কলিকাতায় কায়স্থ-গৌরব হাইকোর্টের জজ বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের পত্নীকে কুষ্ঠরোগ হইতে আরোগ্য করিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুতাসূত্রে নিবদ্ধ হন। তিনি গয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার, ও হাইকোর্টের (Banch clark) শশিভূষণ বসু মজুমদারের চিকিৎসা করেন এবং সেই উপলক্ষে তাঁহাদের সহিত বিশেষ সদ্ভাব সংস্থাপিত হয়। কিন্তু পথেই ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে পুণ্যধাম কাশীক্ষেত্রে তাহরা

শিবপ্রাপ্তি ঘটে। কি কাল মুহূর্ত্তে মণিকর্ণিকার দৃপ্ত বহ্নির রক্তশিখায় চট্টগ্রামের গৌরবস্তম্ভ ভস্মীভূত হইয়া গেল!! ভ্রাতা ও পরিবারবর্গের আকুল রোদন ও সমগ্র চট্টলের অশ্রু-প্লাবন সেই দারুণ অগ্নিস্তূপকে নির্ব্বাপিত করিতে পারিল না!! উন্মাদ তরঙ্গসঙ্কুলা ভাগীরথী শোক-কীর্ত্তনের মৃদঙ্গ বাজাইয়া আজিও সেই বহ্নিকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে!! কাশ্মীররাজ ও রাজমহিলারা যাঁহার মৃত্যুতে অশ্রুবর্ষণ করিবেন এমন পুণ্যশ্লোক মহাত্মা চট্টগ্রামে কি আর জন্মগ্রহণ করিবেন? মৃত্যুসংবাদ পাইয়া বর্ত্তমান মহারাজ প্রতাপসিংহ ষষ্ঠীবাবুর ভ্রাতাদের নিকট টেলিগ্রাম করেন—"I and Fokir sincerely condole with you"-

তিনি তাঁহার ভ্রাতাদিগকে নিজ পুত্রগণ অপেক্ষাও, এমন কি, নিজের জীবন অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিতেন। যোগেন্দ্রবাবুর নিকট যেই পত্র দিয়াছেন তাহাতে এবং তাঁহার সম্পত্তির দান পত্রে (Will) ভ্রাতৃস্নেহের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তিনি যোগেন্দ্র-বাবুর নিকট পত্রে লিখিয়াছেন "বাবা আমি গৃহাবধৌত, আমার কাশী বাড়ী সব সমান, যেখানে ভ্রাতৃগণ পুত্রগণ সেখানে আমার অমরাপুর। বাবা, আমি অতীব ভাতৃবৎসল, ভ্রাতৃগতপ্রাণ, তোমার বিমাতা দ্বীপান্তরের, ভ্রাতৃগণ এক মায়ের পেটের। বাবা, আমা-ভরত ভাই শ্রীমান্ নীলাম্বর, আমার লক্ষ্মণ ভাই শ্রীমান্ দিগম্বর এবং আমার শত্রুঘ্ন ভাই শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্র"। ষষ্ঠীবাবুর ভ্রাতারাও তাঁহাকে গুরুর মত ভক্তি করিতেন, এবং লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের মত তাঁহার চরণসেবা করিতে পাইলে জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্য বিনিময় করিতে অকুণ্ঠিত ছিলেন।

তিনি জন্মভূমি চট্টগ্রামকে স্বর্গ হইতেও গরীয়সী মনে করিতেন এবং তাহাকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করিতেন। তাঁহার হৃদয়ে মাতৃভক্তির পূতপ্রবাহ অলৌকিক ভাবে প্রবাহিত ছিল। মাতার দর্শনে তাঁহার হৃদয় ভক্তিবন্যায় ভাসিয়া যাইত। তিনি অতি ক্রোধপরায়ণ ছিলেন। কিন্তু তাহার ক্রোধ ক্ষণকাল মাত্র স্থায়ী হইয়া শেষে দয়া ও অনুশোচনায় পরিণত হইত। যখন তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া জ্ঞানশূন্য হইতেন, তখন জননীর সম্বোধনে আত্মবিস্মৃত হইয়া তাঁহার চরণতীর্থে ষষ্ঠীবাবুর ক্রোধপরায়ণ উন্মত্ত হৃদয় নত হইয়া পড়িত। তিনি দিবসে বহুবার মাতৃচরণে প্রণত হইয়া মাতাকে উত্যক্ত করিতেন। বোধ হয়, মাতৃভক্তি এবং বাবা শঙ্কর পুরীজীর আশীর্ব্বাদই তাঁহাকে উন্নতির শৈলশিখরে উন্নীত করিয়াছিল।

তিনি সঙ্গীত ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং সময়ে সময়ে কবিত্বপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা গান, সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় রচনা করিতেন। তিনি জম্মু মহারাজের নিকট সংস্কৃত ভাষায় দরখাস্ত ও পত্রাদি দিতেন। তিনি কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন। তৎকালীন সুচক্রদণ্ডীর কবি পূজ্যপাদ ৺দুর্গাচরণ পাঠক ও সাধক কবি ৺শ্যামাচরণ খাস্ত-গীর মহাশয়গণের সহিত সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। তিনি অতীব বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং সুচক্রদণ্ডীতে "গিরিশ পুস্তকালয়" স্থাপন করিয়া তাঁহার

স্ব-গ্রামের সুসন্তান বর্ত্তমান জ্যোতিঃসম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে রাখেন। চট্টগ্রামের গৌরবস্থল সুচক্রদণ্ডীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কাশীধামের বিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত উমাচরণ ভট্টাচার্য্য কবিরত্ন মহাশয় বিদ্যোন্নতিবিষয়ে ষষ্ঠীবাবুর অনেক সাহায্য লাভ করেন।

তিনি অত্যন্ত রাজভক্ত ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। বর্ত্তমান মহারাজ প্রতাপসিংহের সিংহাসন প্রাপ্তি সম্বন্ধে তিনি রাজনীতি ও কর্ম্মকুশলতা প্রকাশ করিলে বিশেষভাবে পুরস্কৃত হন। রাজবাড়ী হইতে আধ ক্রোশ ব্যবধানে "পুরাণামণ্ডিতে" ত্রিতল সৌধসমাকীর্ণ এক বাড়ী মহারাজ রণবীর ষষ্ঠীবাবুকে দান করেন। বর্ত্তমান মহারাজ প্রতাপসিংহ ১০০০ টাকা মুনফার জমিদারী দান করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্তু তিনি সেই দান গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবার ভয়ে এখন পাঠকগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। তাঁহার জীবনের অনেক অলৌকিক রহস্যপূর্ণ ঘটনা এবং চিঠি পত্রাদির অনুলিপি পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে বাদ দিতে বাধ্য হইয়াছি। তিনি চট্টলের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। তাই তাঁহার চট্টগ্রামের কার্য্যকলাপের বিবরণ প্রকাশ করিলাম না। তাঁহার বিস্তৃত জীবনী লিখিবার ভার "সাহিত্যপরিষৎ" "সাহিত্য" 'পূর্ণিমা' প্রভৃতি পত্রের প্রবন্ধলেখক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মিঞা আবদুল করিমের হস্তে ন্যস্ত দেখিয়া আশস্ত হইলাম।

আমরা ২য় ভাগ "কায়স্থ দর্পণে" চট্টলের ও অন্য প্রদেশের অনেক মহান্ লোকের জীবনী প্রকাশ করিব, আশা রহিল।

চট্টলের কায়স্থ কবি ও কাব্য।

লিখিতে ও চিন্তা করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, চট্টলের কায়স্থগণের পূর্ব্বপুরুষেরা কত কষ্টেই, স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া, ৺চন্দ্রনাথ দেবের লীলাক্ষেত্র, প্রকৃতির মনোরম সৃষ্টি চট্টলে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। ভারতের ও বঙ্গের ঘোরদুর্দ্দিনে কেহ বা রাষ্ট্রবিপ্লবে জমিদারী হারাইয়া, কেহ কেহ স্বীয় ব্যবসায়ে নষ্টসর্ব্বস্ব হইয়া, জল ও স্থল পথে চট্টগ্রামে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহারা স্বীয় স্বীয় জন্মভূমি ও আত্মীয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে যখন চট্টগ্রামে আসেন, তখনকার সেই করুণ দুঃখের বিষয় চিন্তা করিতে এখনও হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হয়। চট্টলে আসিয়াও সকলে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে সক্ষম হন নাই। যাঁহাদের কথঞ্চিৎ

---

* ৺ষষ্ঠীবাবুর পরিবারবর্গ হইতে তাঁহার পত্রাদির অনেক নকল প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া সেই পরিবারের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

* কোন কোন কায়স্থ নবাবের কর্ম্মচারিরূপেও চট্টগ্রামে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

ধনবল ও লোকবল ছিল এবং যাঁহারা অস্ত্র বিদ্যায় সুশিক্ষিত ছিলেন, তাঁহারাই এতদ্দেশে আসিয়া ভূমি আবাদ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু যাহারা দীনাবস্থায় স্থলপথে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ভূমি আবাদের সুবিধা করিতে ও আকস্মিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধাদির উৎপাত সহ্য করিতে না পারিয়া বার বার স্থানচ্যুত হইয়াছিলেন। প্রাচীন "মগ" অধিবাসীদের সহিত জলপথাগত কায়স্থগণের সময় সময় যুদ্ধ করিতে হইত, মগেরা তাহাদের ক্ষত্রিয় তেজের প্রবল প্রতাপে বিজিত হইয়া, চট্টলের দক্ষিণপ্রান্তে কক্সবাজার ও আরাকান জিলায় চলিয়া যাইত। তথা হইতে সময় ও সুযোগ ক্রমে বার বার উপনিবেশী কায়স্থগণকে আক্রমণ করিতে ক্ষান্ত থাকিত না। এরূপ দুর্দ্দশা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, শূদ্রাদি সকল জাতিকেই ভোগ করিতে হইয়াছিল। হায়! এখন আমরা পূর্ব্বপুরুষদের শৌর্য্য, বীর্য্য, তেজের কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিয়া দেখি কি? তাঁহাদের পবিত্র কীর্ত্তিকলাপ প্রকাশে আমারা একান্তই উদাসীন। অধিকন্তু এখন আমরা অতিরিক্ত বিলাসী হইয়া পড়িতেছি, ব্যসনে রত থাকায় পূর্ব্বপুরুষের বহু কষ্টার্জ্জিত, যে ভূমি অধিকার করিবার জন্য তাঁহাদের সুপবিত্র শোণিত বার বার পাত হইয়াছিল, যাহার উপর নির্ভর করিয়া আমাদের জীবন ধারণ করিতে হয়, তাহাই নষ্ট করিয়া শেষ করিতেছি। তাহারই ফলে, চট্টলের কায়স্থসমাজে চাকুরীজীবীর সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে। প্রাচীন কালের কায়স্থেরা নানাবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিতেন, বৃথা আমোদকে তাঁহারা বিষবৎ মনে করিতেন, আর তন্মধ্যে ভাবুকেরা পূর্ব্বপ্রান্তে পর্ব্বতের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য ও পশ্চিমপ্রান্তে বঙ্গোপসাগরের সুনীল দৃশ্য দেখিতে দেখিতে এক এক কাব্য রচনা করিতেন। তাঁহাদের গ্রামবাসিগণ আগ্রহের সহিত সেই সমস্ত রচনা পাঠ করিয়া সময়ের সুব্যবহার করিতেন। দুঃখের বিষয় তাঁহারা স্বীয় পরিচয় প্রদানে বীতশ্রদ্ধ থাকায়, অনেকেই স্বীয় কাব্যে আত্মপরিচয় দিয়া যান নাই। নিম্নে আমাদের সংগৃহীত পুঁথিগুলি হইতে, আমার আলোচিত কয়খানা কাব্য ও কায়স্থকবির তালিকা প্রদান করিলাম, আমার অনুমান ইঁহারা চট্টলবাসী হইবেন।

(১) কালিকামঙ্গল গীতাবতার, গীতাসার, দেহতত্ত্বসার প্রণেতা, গোবিন্দদাস।

---

(১) ভাষাদৃষ্টে বোধ হয়, কালিকামঙ্গল প্রাচীন গ্রন্থ, ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বর্ণিত আছে। ১ম খণ্ডে দেবগণ সমাজে কালীমাহাত্ম্য, ২য় খণ্ডে সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যের উপাখ্যান, ৩য় খণ্ডে বিক্রমাদিত্য উপাখ্যান, ৪র্থ খণ্ডে বিদ্যাসুন্দরোপাখ্যান, পত্রিকা নবম ভাগ ১২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত বিবরণ দ্রষ্টব্য ও পরিশিষ্টে অষ্টমঙ্গলার পূজার বিবরণ বর্ণিত আছে। পরিষৎ পুঁথি খানার "অত্রে গোত্র দাস কুল, জন্ম মোর আদিমুল, চিরকাল নিবাস দিয়াছে" (দেবগ্রাম বা আনোয়ারা) ইহা ব্যতীত অন্য পরিচয় নাই। ১১১৬ মঘির বর্ত্তমানে ১২৬৬ম) সকল দৃষ্টে সম্পাদন করিয়া, কলিকাতাস্থ সাহিত্য পরিষদকে দিয়াছিলাম তাঁহারা ইহা মুদ্রণের জন্য নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। ১৩০৯ সনের কার্য্যবিবরণী দ্রষ্টব্য।

(২) জাগরণ, ভবানীশঙ্কর দাস। (৩) রাধিকামঙ্গল, কৃষ্ণরাম দত্ত। (৪) অশ্বমেধপর্ব্ব, শ্রীকরনন্দী (৫) মনসা, নারায়ণ দেব, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস, বল্লভঘোষ। ৬ কালিকা-পুরাণ বলরাম দাস, জয়দেব নারায়ণ দেব। মোহমুদ্গর রাঘব দাস। সারগীতা রতিরাম দাস। শশীচন্দ্র রাজার উপাখ্যান, রামজীদাস। চণ্ডী (পদ্যানুবাদ) রাধাচরণ রক্ষিত (মুন্সেফ)

---

(২) কবিবর ভবানী শঙ্কর দাস নিম্নলিখিত রূপ পরিচয় দিয়াছেন।

"মোর আদি পুরুষ জন্মিল রাঢ়াগ্রাম। আত্রেয় গোত্র কুলে জন্ম নরদাস নাম॥ মহাভাগ্যবন্ত কায়স্থ ছিলেন নরদাস। রাঢ়া ভোমে বসিথি প্রদেশে নিবাস॥ ভাল বংশে জন্মিলেক কৃষ্ণ হৃদানন্দ। পূর্ব্বদিকে ব্রজ কৈল হইয়া আনন্দ॥

নিরাময়ের নিয়ম যে না যায় খণ্ডান। চট্টগ্রামে আসিলেক ত্যাগি সেই স্থান॥ চট্টগ্রাম মধ্যে এক দেবগ্রাম স্থানে। তথা গিয়া পুরী কৈল আনন্দ মনে॥ তান পুত্র জন্মিলেক শ্রীমধুসূদন। মোর পিতৃ পিতামহ সেই মহাজন॥ গতি করিলেন সেই স্থান ত্যাগ করি। নিবাস করিলেন সুখে চক্রশালা পুরী॥ তান মুখ্য পুত্র জন্মে নামে শ্রীরামন্ত। মহাসুখে বসিলেক সেই ভাগ্যবন্ত॥ শ্রীযুক্ত নয়নরাম তাহার তনয়। আমার জনক জান সেই মহাশয়। কুলজী দৃষ্টে ভবানী শঙ্কর দাস ও গোবিন্দ দাস এক বংশীয় চক্রশালায় হইতে উদ্ধৃত। ২য় ভাগে কুলজী প্রকাশ হইবে।

(৩) পরিষৎ ইহা প্রকাশ করিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

(৪) ঐ ঐ

(৫) এই সুবৃহৎ কাব্য চট্টলের ঘরে ঘরে ইহা পঠিত হইয়া থাকে। চট্টলবাসী ২২ জন কবি প্রণীত বলিয়া ইহা ২২কবি মনসানামে প্রসিদ্ধ, কায়স্থের উপাধিধারিগণকে সহজেই কায়স্থ বলিয়া অনুমিত হয়। অপর কবিগণের নাম নিম্নে লিখিত হইল। রঘুনাথ, যদুনাথ, বৈদ্যনাথ, জগন্নাথ, বংশীদাস দ্বদয় ব্রাহ্মণ গোপীচন্দ্র, জানকীনাথ রমাকান্ত দ্বিজ বলরাম, বিজয়গুপ্ত, কেতকাদাস, অনুপচন্দ্র, রামাকৃষ্ণ, হরিদাস, কমললোচন, সীতাপতি, রামনিধি। ইঁহাদের প্রণীত অপর পুঁথিও আছে, বাহুল্য ভয়ে আলোচনায় বিরত হইলাম। প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ ও পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক চট্টল হইতে অনেক বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

(৬) অসম্পূর্ণ অংশ প্রাপ্ত।

মুদ্রাকরের ভ্রম বশতঃ কোন কোন বংশ ও ব্যক্তির নাম পড়িয়া গিয়াছে, তাহা ২য় ভাগে প্রকাশিত হইবে।

(১ম ভাগ সমাপ্ত)

BENGAL L… 30 NOV 1905 WRITERS BUIL…